আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১২ || সোমবার || মাঘ ৪ || ১৪২৯ || জমাদিউল আঃ ২৫ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 12 || 19 December || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

## অবসর নিচ্ছি না ঃ মেসি

**স্পোর্টস ডেস্ক:** বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার পর লিওনেল মেসি ঘোষণা দিলেন খেলা চালিয়ে যাওয়ার। আর্জেন্টিনার রূপকথার মহানায়ক বলেছেন, 'জাতীয় দল (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



### সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ফাইনাল

# ট্রাইব্রেকারে ফ্রান্স-কে হারালো আর্জেন্টিনা

**লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম থেকে মতিউর রহমান চৌধুরী:** সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইনাল হয়ে গেলো লুসাইল স্টেডিয়ামে। মেসির হাতেই উঠলো বিশ্বকাপ ট্রফি। এ নিয়ে অনেক নাটকীয়তা, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তো ছিলই। বলা চলে অবিশ্বাস্য এক ফাইনাল। যা আমি আর কখনো দেখিনি, শুনিওনি। রেকর্ড থেকেও পাওয়া যায় না এমন ফাইনালের লোমহর্ষক বিবরণ। যত অঘটনই ঘটুক না কেন, কাতার বিশ্বকাপে এই ফাইনাল সব মুছে দিয়েছে। কাতার সফল । ফুটবলও সফল। যাই হোক, ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। হ্যাটট্রিক করেও শেষ অব্দি বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারেননি। পেনাল্টি শুটআউটে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। শুরুটা অবশ্য ছিল আর্জেন্টিনার। ফরাসিদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অন্যতম কারিগর হচ্ছেন ডি মারিয়া। যদিও তিনি পুরো সময় খেলতে পারেননি। প্রথমার্ধে খুঁজেই পাওয়া যায়নি ফ্রান্সকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সব ওলটপালট (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



### যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগে স্বস্তি

## শতাধিক নেতাকর্মীকে সাধারণ ক্ষমা করলো আ. লীগ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীসহ দলের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত আওয়ামী লীগের শতাধিক নেতাকর্মীকে সাধারণ ক্ষমা করেছে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

### ডোনাল্ড লু'র দপ্তরে বাংলাদেশী দূত

## পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বাইডেন প্রশাসনের প্রভাবশালী কর্মকর্তা ডোনাল্ড লু। কূটনৈতিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত



করেছে। জানিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার শাহীনবাগে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের উপস্থিতিকে ঘিরে যে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সরকারের নোটিশে আনে যুক্তরাষ্ট্র (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

## আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত এত সোজা নয়

**ঢাকা ডেস্ক:** আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা এত সহজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে ধ্বংস করার জন্য খুনি ও যুদ্ধাপরাধীরা যেন আবার



ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রোববার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

## কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'ভাঙচুর ও লুটপাটে' অর্ধকোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতির দাবি বিএনপি'র

**ঢাক ডেস্ক:** গত ৭ই ডিসেম্বর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের অভিযান, হামলা, ভাঙচুরের ঘটনায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে দলটি। রোববার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি'র চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

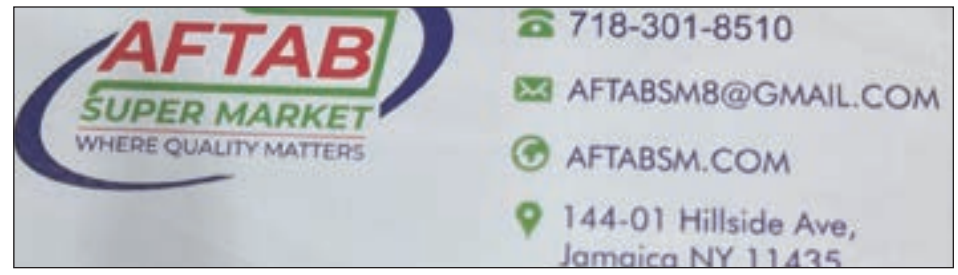
সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com










## কুইন্সে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আফতাব সুপারমার্কেট

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে চালু হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন আফতাব সুপারমার্কেট। কুইন্স ছাড়াও লং আইল্যান্ডের গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে রোববার (১৮ ডিসেম্বর) প্রাথমিকভাবে সুপার মার্কেটটি চালু হলেও এর আনুষ্ঠঅনিক উদ্বোধন হবে নতুন বছরে অর্থাৎ আগামী ১ জানুয়ারী রোববার।

১৪৪-০১ হিলসাইড এভিনিউ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত স্টোরটির কর্ণধার বাংলাদেশী ব্যবসায়ী জুয়েল আহমেদ।

তিনি জানান, নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র ছাড়াও তাজা শাক সবজি, চাল-ডাল সব পাওয়া যাবে এই সুপারমার্কেটে। থাকবে পছন্দের দেশী-বিদেশী মাছ। আরো থাকবে হালাল মিট। বিশাল পরিসরের সুপারমার্কেটটিতে রয়েছে পার্কিং সুবিধা।



# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 19 // 2022


## সামরিক ব্যয়ের শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ৫০-এ

ঢাকা ডেস্ক, ১৮ ডিসেম্বর : গোবাল ফায়ার পাওয়ার (জিএফপি) ২০২২ সালের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি সামরিক খাতে ব্যয় করে ৮৫৮ বিলিয়ন ডলার। র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান হলো ৫০তম, প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান ৬ষ্ঠ (৪৯.৬ বিলিয়ন)। পাকিস্তান আছে ৩১ নম্বরে (৭.৯৬ বিলিয়ন)। বাংলাদেশ সামরিক খাতে ব্যয় করে ৩.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিএফপি বিশ্বের ১৪২টি দেশ নিয়ে এ বছরের 'ডিফেন্স স্পেন্ডিং বাই কান্ট্রি' তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা অনুযায়ী সামরিক খাতে ব্যয়ের শীর্ষ ১০ দেশ হলো- ১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. চীন, ৩. রাশিয়া, ৪. যুক্তরাজ্য, ৫. জার্মানি, ৬. ভারত, ৭. জাপান, ৮. দক্ষিণ কোরিয়া ৯. সৌদি আরব ও ১০. অস্ট্রেলিয়া। সামরিক খাতে চীন ব্যয় করে ২৩০ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া, রাশিয়া ১৫৪ বিলিয়ন ডলার, যুক্তরাজ্য ৬৮ বিলিয়ন ডলার, জার্মানি ৫০ বিলিয়ন, জাপান ৪৭ বিলিয়ন ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া ৪৬.৩ বিলিয়ন, সৌদি আরব ৪৬ বিলিয়ন ও অস্ট্রেলিয়া ব্যয় করে ৪৪ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিুক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে বৃহস্পতিবার ৮৫৮ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বিল পাশ করেছে দেশটি।



# ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী কৌশল ঠিক করছেন পুতিন



ঢাকা ডেস্ক, ১৮ ডিসেম্বর : ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী কৌশল কী হতে পারে সে বিষয়ে ভাবছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।আর এ কারণে তিনি নিজের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন।

পুতিন শুক্রবার দিনভর অপারেশন্স হেডকোয়ার্টারে নিজের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে শনিবার ক্রেমলিন থেকে জানানো হয়।

গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণ করে রাশিয়া। শুরুতে রুশ বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অগ্রসর হয়ে দেশটির প্রায় এক- পঞ্চমাংশের দখল নিয়ে নেয়।কিন্ত গত কয়েকমাসে রাশিয়াকে কয়েকটি অঞ্চলে হেরে গিয়ে পিছু হটতে হয়েছে।

টানা কয়েকটি পরাজয় দেখার পর গত অক্টোবরে ইউক্রেইন যুদ্ধে রুশ বাহিনীর নেতৃত্বে পরিবর্তন আনেন পুতিন। বিমানবাহিনীর জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বর্তমানে ইউক্রেনে অবস্থান করা রাশিয়ার পদাতিক বাহিনী আক্রমণের পরিবর্তে রক্ষণাত্মক কৌশলে যুদ্ধ করছে। আর নতুন কৌশল হিসেবে রাশিয়া আকাশ হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামোগুলোতে তীব্র ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, শনিবার পুতিনের বৈঠকের ভিডিও ক্রেমলিন থেকে প্রকাশ করা হয়। ভিডিওতে একটি গোল টেবিলে পুতিনের চারপাশে প্রায় এক ডজন কর্মকর্তাকে দেখা যায়। যাদের মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং চিফ অব জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমোভও ছিলেন।

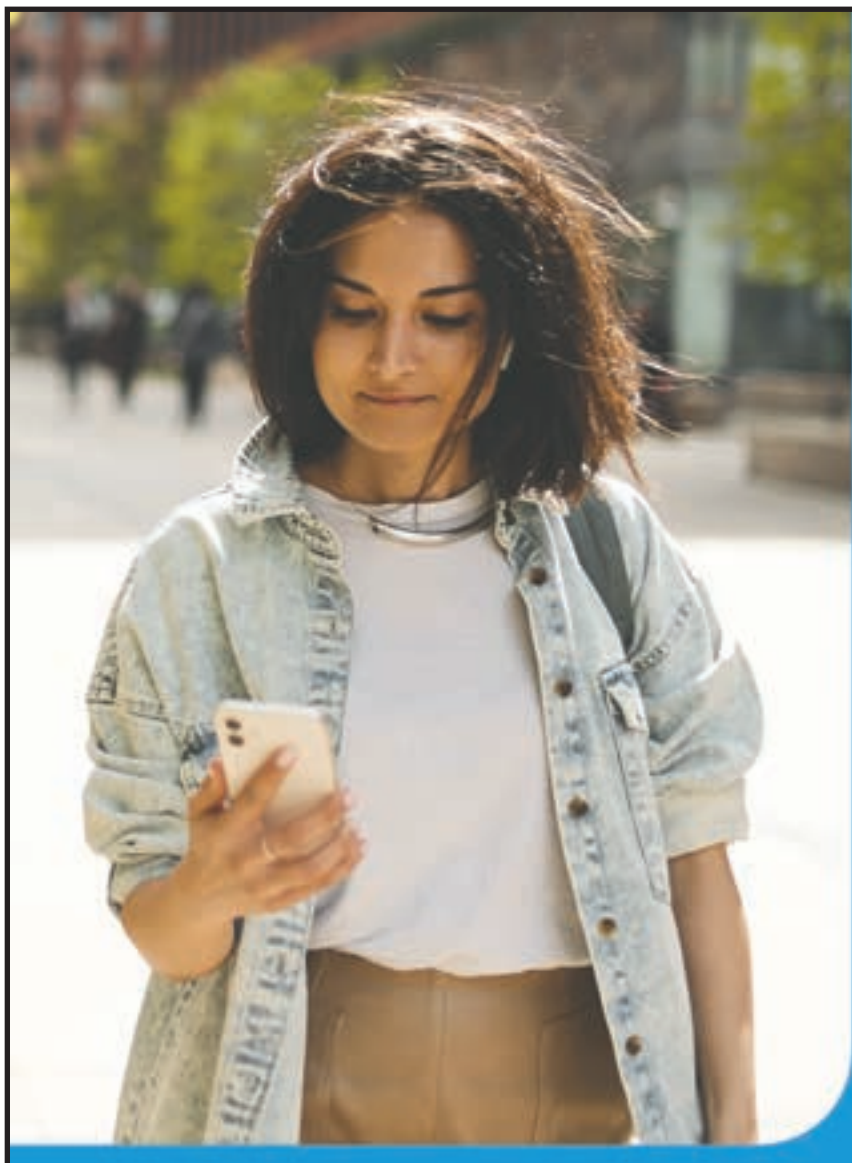
তারপর পুতিনকে জয়েন্ট টাস্ক ফোর্সের হেডকোয়ার্টারে অন্য একটি কনফারেন্স টেবিলে দেখা যায়। যেখান তিনি তার সামরিক বাহিনীর কমান্ডারদের যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন।

পুতিনকে বলতে শোনা যায়, কীভাবে অভিযান পরিচালনা করা যায় তার প্রতিটি দিক নিয়ে আমরা কমান্ডারদের মতামত শুনবো এবং একইসঙ্গে আমাদের তাৎক্ষণিক ও মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থাগুলো কী হবে যে বিষয়ে আমি আপনাদের প্রস্তাবগুলো শুনতে চাই।

পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা ইন্টারফেক্সের খবরে বলা হয়, পুতিন শুক্রবার পুরো দিন টাস্ক ফোর্স হেডকোয়ার্টারে কাটিয়েছেন।







আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

বিজয়ের ৫১ বছর

16 December

Victory Day of Bangladesh



We salute those who fought for our Victory

Giash Ahmed

Former New York State Senator Candidate
President: America Bangladesh Chamber of Commerce
President: JBBA
Chairman: FOBANA-2023
CEO: Immigrant Elder Homecare LLC

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

## সম্পাদকীয়

### রাজাকার, আলবদর ও আলশামস
# পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকার, আলবদর, আলশামসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরিতে কোনো অগ্রগতি না থাকার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। মূলত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বস্তুত তালিকা নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তরা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় একধরনের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, যা মোটেই কাম্য নয়।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, রাজাকারদের তালিকা তৈরির কাজে খুব বেশি অগ্রগতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অন্যদিকে, কমিটির সভাপতি মো. শাজাহান খান ইতোমধ্যে ১৫০টি উপজেলার স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের তালিকা পাওয়ার তথ্য জানিয়েছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, সেগুলো যাচাই-বাছাই চলছে; তবে ৩৫ থেকে ৪০টি উপজেলার তালিকা চূড়ান্তভাবে এসেছে, যা প্রকাশ করা সম্ভব। প্রশ্ন হলো, আমাদের জাতীয় জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে কেন সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হবে? এ ব্যাপারে সবার আরও দায়িত্বশীল হওয়া জরুরি। উল্লেখ্য, এ বছর ২৯ আগস্ট রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসহ স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা তৈরির আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়। আইনটিতে বলা হয়েছে-১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্য হিসাবে বা আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল বা আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে বা খুন, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধমূলক ঘৃণ্য কার্যকলাপের মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে অথবা একক, যৌথ বা দলীয় সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ, সক্রিয় বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

ইতঃপূর্বে রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটিসহ স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এটিকে রাজাকারের প্রথম তালিকা বলা হয়েছিল। তবে তালিকাটি বিতর্কমুক্ত করা যায়নি। এতে মুক্তিযোদ্ধা তো বটেই, খোদ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলির নামও এসেছিল। সেসময় আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, প্রয়োজনে কিছুটা বেশি সময় নিয়ে হলেও নির্ভুল ও বিতর্কমুক্ত একটি তালিকা তৈরি করা হোক। কারণ, এ ধরনের একটি সংবেদনশীল তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই-বাছাই হওয়া প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নানা অপকর্মে সহযোগিতা প্রদান করলেও দীর্ঘ ৫১ বছরে তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে দেশদ্রোহী ও মানবতাবিরোধী এসব অপরাধীর অনেকেই বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে গেছে, কেউবা আবার কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর নানা কৌশলে সমাজে পুনর্বাসিত হয়েছে। এমনকি রাজাকার, আলবদর বাহিনীর শিরোমণিদের কেউ কেউ মন্ত্রিত্বও লাভ করেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার বহুবছর পর হলেও রাজাকারদের তালিকা তৈরির যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে তা বিতর্কমুক্ত হতে হবে। আমরা আশা করব, সরকার পর্যায়ক্রমে সেদিকেই অগ্রসর হবে এবং অপরাধের ধরনসহ কোন বাহিনীর কী ভূমিকা ছিল, সেটি স্পষ্ট করে স্বয়ংসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করবে, যাতে মুক্তিযুদ্ধের নির্ভুল ইতিহাস তৈরি হয় এবং ভবিষ্যতে ইতিহাস বিকৃতির সুযোগ না থাকে।

# আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

ড. মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি

**১৯৪৪ সালের জুনে নরম্যান্ডির উপকূলীয় অভিযান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সে যুদ্ধে একই সঙ্গে আকাশ থেকে অবতরণ করে ছত্রীসেনা এবং ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে উটাহ উমারায় ভেড়ে সৈন্যবাহী যুদ্ধযান। বাংলাদেশে ছত্রীবাহিনী অবতরণ করে মধুপুর গড় এলাকায় এবং নৌবাহিনী অবতরণ করে কক্সবাজারের ইনানি সমুদ্রসৈকতে; বাংলাদেশের দুই এলাকায়।**

উপায়ান্তর না দেখে ১৩ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পথে পথে সব রসদ হারিয়ে শুধু জীবন নিয়ে ঢাকায় পৌঁছতে সক্ষম হয় খুব কমসংখ্যক সৈনিকই।

অন্যদিকে রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের পরামর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে বঙ্গোপসাগরে এসে উপস্থিত হয় ১১ ডিসেম্বর শনিবার। সপ্তম নৌবহর করাচির সন্নিকটে আরব সাগরে না পাঠিয়ে তার প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পূর্বে বঙ্গোপসাগরে পাঠানো হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের এখতিয়ার বঙ্গোপসাগর অবধি সম্প্রসারণ করা হয়, যাতে ভারত শত্রু পরিবেষ্টিত হয়। সপ্তম নৌবহর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল-ভারতের নৌ অবরোধ ব্যর্থ করা, ভারতীয় বিমান তৎপরতা প্রতিহত করা এবং পাকিস্তানী স্থলবাহিনীর তৎপরতায় সাহায্য করা। তারই জবাবে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরের মাঝ দিয়ে সামনে এগিয়ে এসে সোনারপাড়া উপকূলের চার মাইল পশ্চিমে অবস্থান নেয়। নৌবহরের যৌথ কমান্ডার চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে বিদেশি জাহাজগুলোকে বন্দর ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। 'বিক্রান্ত' থেকে বারবার বিমান উড়ে গিয়ে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও মোংলায় বোমাবরর্ষণ করে ধ্বংস করে দেয়া হয় পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলো। একই দিন রেজু খাল মোহনার তিন কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপাড়ে ভারতীয় সেনারা অবতরণ করে ব্রিগেডিয়ার ক্লের নেতৃত্বে। মিত্রবাহিনী উখিয়ার ইনানি বিচে অবতরণ করে বোটে করে। সেদিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে ২৪ ঘণ্টার দূরত্বে গভীর সমুদ্রে এসে অবস্থান নেয়।

দুটি ফ্রন্টে অভিনব অভিযানের ফলে নাটকীয়ভাবে পালটে যায় যুদ্ধের চিত্র। বাংলাদেশের যুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার যুদ্ধজাহাজ, অস্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করায় এ পরিবর্তন আসে। টাঙ্গাইলে যে ছত্রীবাহিনী যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয় তার জন্মই হয়েছিল ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আমির অংশ হিসাবে; ১৯৪৪ সালের ৬ জুন নরম্যান্ডি অভিযানের পরপরই। নরম্যান্ডি সৈকতে অবতরণ করেছিল মিত্রবাহিনীর ১৩ হাজার ছত্রীসেনা। নৈশ অবতরণে অংশ নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ইংরেজভাষী সৈন্যরা জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে। টাঙ্গাইলে অংশগ্রহণ করে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য। অপর দিকে উপকূলীয় অভিযানে যে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ অংশ নেয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার নাম ছিল 'হারকিউলিস'। ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির পর তার নাম হয় 'বিক্রান্ত'। ভারতের যুদ্ধনায়করা নরম্যান্ডির দুঃসাহসিক যুদ্ধাভিযান ও তার অভিনব কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই তার সফল প্রয়োগ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল জামশেদ মানেকশ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজৎ সিং অরোরা, মেজর জেনারেল জ্যাক জ্যাকব সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের সমরনায়করা সবাই বার্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। তবে তাদের মধ্যে জ্যাকব ও টিক্কা খান বার্মা ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার আগে আফ্রিকায় এরউইন রোমেল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন। নরম্যান্ডি অভিযানের কৌশল পুনঃপ্রবর্তনের পর অবশ্যম্ভাবী জয়ের প্রান্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঢাকা থেকে সত্তর মাইল দূরে টাঙ্গাইলে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজিও অংশ নিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, তিনি দেখতে পান যুদ্ধে নাটকীয় পরিবর্তন ও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়।

১৯৪৪ সালের জুনে নরম্যান্ডির উপকূলীয় অভিযান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সে যুদ্ধে একই সঙ্গে আকাশ থেকে অবতরণ করে ছত্রীসেনা এবং ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে উটাহ উমারায় ভেড়ে সৈন্যবাহী যুদ্ধযান। বাংলাদেশে ছত্রীবাহিনী অবতরণ করে মধুপুর গড় এলাকায় এবং নৌবাহিনী অবতরণ করে কক্সবাজারের ইনানি সমুদ্রসৈকতে; বাংলাদেশের দুই এলাকায়। এক সুতায় বাঁধা দুই এলাকার এ অভিযান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। যৌথবাহিনী স্থলপথে ঢাকা পৌঁছার আগেই বঙ্গোপসাগর ভারতীয় নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৬ ডিসেম্বর মধুপুর গড়ের বিজয়াভিযান সাফল্যমন্ডিত হয়, একই সঙ্গে উপকূলীয় বিজয়াভিযানের ওপর নির্ভর করে।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, মিরপুর কলেজ, ঢাকা
e-mail: mahmoodnasirjahangiri@gmail.com

## নামাজের সময়-সূচী

| ডিসেম্বর | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৫.৫৩ | ৫.৫৩ | ৫.৫৪ | ৫.৫৪ | ৫.৫৫ | ৫.৫৫ | ৫.৫৫ |
| সূর্যোদয় | ৭.১৫ | ৭.১৫ | ৭.১৬ | ৭.১৬ | ৭.১৬ | ৭.১৭ | ৭.১৭ |
| জোহর | ১১.৫৪ | ১১.৫৪ | ১১.৫৫ | ১১.৫৫ | ১১.৫৬ | ১১.৫৬ | ১১.৫৬ |
| আসর | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৫১ | ২.৫২ | ২.৫৩ | ২.৫৩ | ২.৫৪ |
| মাগরিব | ৪.৩২ | ৪.৩৪ | ৪.৩৩ | ৪.৩৪ | ৪.৩৪ | ৪.৩৫ | ৪.৩৬ |
| এশা | ৫.৫৩ | ৫.৫৪ | ৫.৫৪ | ৫.৫৫ | ৫.৫৫ | ৫.৫৬ | ৫.৫৭ |

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল বঙ্গবন্ধু ফিরে আসায়



তোফায়েল আহমেদ

মহান বিজয়ের ৫১তম বার্ষিকীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা-সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ৩০ লক্ষাধিক প্রাণ আর ২ লক্ষাধিক মা-বোনের আত্মত্যাগকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

সুদীর্ঘ ২৪ বছরের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্তরূপ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সার্বিক সাফল্য অর্জন করেছিল '৭১-এর ৩ ডিসেম্বর। আমরা তখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুক্তিবাহিনীর চতুর্মুখী গেরিলা আক্রমণে বিধ্বস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদিন উপায়ান্তর না দেখে একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

পাকিস্তান বিমানবাহিনী পশ্চিম ভারতের বিমান ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী রাত ১০-৩০ মিনিটে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন।

রাত ১২-২০ মিনিটে ইন্দিরা গান্ধী এক বেতার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সাফ জানিয়ে দেন, 'আজ এই যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করল।' পরদিন ৪ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল-'যদি আমরা পরস্পর আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করি, তাহলে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অবস্থান অধিকতর সহজ হয়। অবিলম্বে ভারত সরকার আমাদের দেশ এবং আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করুক।' এর পরপরই ভারত পালটা আক্রমণ চালায় এবং ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে গৃহীত রাষ্ট্রের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উদ্ধৃত করে লোকসভার অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।" ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর সব সদস্য দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এ ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সরকার ও জনসাধারণের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। মুজিবনগরে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার ও মুজিববাহিনীর জন্য ৬ ডিসেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। এদিন মুজিববাহিনীর অন্যতম প্রধান এবং ৮টি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে আমার নেতৃত্বাধীন অঞ্চল যশোর হানাদারমুক্ত হয়। যশোরের সর্বত্র উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেদিন মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ ও মুজিববাহিনীর কমান্ডারগণসহ আমরা বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রুমুক্ত প্রথম মুক্তাঞ্চল যশোরে প্রবেশ করি। জনসাধারণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে। সে আনন্দ-অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর যেদিন বিজয়ী হলাম, সেদিন আমরা সত্যিই মায়ের কোলে ফিরে এলাম। ১৮ ডিসেম্বর আমি এবং শ্রদ্ধেয় নেতা আব্দুর রাজ্জাক-আমরা দুভাই বিশেষ একটি হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসি। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করি।

চারদিকে সে কী আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু পরিবারকে সেখানে। বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা।

যে স্বাধীন বাংলার স্লোগান তুলেছিলাম রাজপথে; যে বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করেছি; পরম



কাঙ্ক্ষিত সেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে, দলমত-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, আস্থা ও বিশ্বাসে নিয়ে, সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ২২ ডিসেম্বর। বিমানবন্দরে নেতাদের বিজয়মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। চতুর্দিকে লাখ লাখ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' স্লোগানে সর্বত্র মুখরিত। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ আর আনন্দ মিছিল। মানুষ ছুটে আসছে আমাদের দেখতে। বিজয়ের সে দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে গৌরবের যে দীপ্তি আমি দেখেছি, সেই রূপ চিরবিজয়ের গৌরবমন্ডিত আলোকে উদ্ভাসিত। স্বজন হারানোর বেদনা সত্ত্বেও প্রত্যেক বাঙালির মুখে ছিল পরম পরিতৃপ্তির হাসি, যা আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যার সঙ্গেই দেখা হয়, সবার একই প্রশ্ন-'বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে ফিরবেন?' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সর্বস্তরের মুক্তিকামী বাঙালীর ঘরে ঘরে রোজা রাখা, বিশেষ দোয়ার আয়োজন চলছিল। বঙ্গবন্ধুবিহীন বিজয় অপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন না হলে ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হতো। কিন্তু আমরা জানতাম বীর বাঙালির ওপর নেতার আস্থার কথা।

তিনি গর্ব করে বলতেন, 'তারা আমাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা আমাকে হত্যা করলে লক্ষ মুজিবের জন্ম হবে।' ১৬ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করার পরেও আমরা নিজদের স্বাধীন ভাবতে পারিনি। কারণ, বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেদিন, যেদিন '৭২-এর ১০ জানুয়ারি বুকভরা আনন্দ আর স্বজন-হারানোর বেদনা নিয়ে জাতির পিতা তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন।

পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন কাটিয়েছেন জাতির পিতা। মিয়ানওয়ালি কারাগারে তিনি কীভাবে জীবনযাপন করেছেন, কীভাবে মুক্তিলাভ করেছেন-সবিস্তারে তার বর্ণনা শুনেছিলাম '৭৪-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসা মিয়ানওয়ালি কারাগারের প্রিজন গভর্নর হাবীব আলীর কাছে। কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বঙ্গবন্ধুর নয় মাস ১৪ দিনের কঠিন কারাজীবনের কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্মৃতি তর্পণ করে তিনি বলেছিলেন- "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের ১০ দিন পর ২৬ ডিসেম্বর রাতে মুজিবকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশের পরপরই একটা ট্রাক নিয়ে মিয়ানওয়ালি কারাগারের দিকে যাই। কারা ফটক খুলে তার সেলের কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটা কম্বল জড়িয়ে বিছানার ওপর ঢুলছেন। মিয়ানওয়ালি কারাগারেই সেলের সামনে একটা কবর খনন করা হয়েছিল। শেখ মুজিব যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এটা কী?' তখন তাকে বলা হয়েছিল, 'যুদ্ধ চলছে এটা বাংকার। শেল্টার নেওয়ার জন্য।' আসলে ছিল কবর। তখন মুজিবকে একজন কয়েদি বলছিল, 'আসলে এটা কবর। আপনি যদি আজ বের হন আপনাকে মেরে এখানে কবর দেওয়া হবে।' তখন মুজিব আমাকে বলেছিলেন, 'কবরকে আমি ভয় পাই না।

আমি তো জানি ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু আমি জানি আমার বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং আমি এও জানি, যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই বাঙালি জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' সেদিন তিনি মিনতি করে বলেছিলেন, 'আমাকে হত্যা করে এ কবরে না, এ লাশটি আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। যে বাংলার আলো-বাতাসে আমি বর্ধিত হয়েছি-সেই বাংলার মাটিতে আমি চির-নিদ্রায় শায়িত থাকতে চাই।"

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দেশমাতৃকার স্বাধীনতার সূত্রে। জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন ছিল সেই দিনগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-কৃষক-শ্রমিক-যুবক সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে সফল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি সুমহান বিজয়। আর এখানেই নিহিত আছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে তিনি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

আমরা সেদিন স্লোগান দিয়েছি-'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'; 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা'; 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'; 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিষ্টান-এসব প্রশ্ন ছিল অবান্তর। আমাদের মূল স্লোগান ছিল 'তুমি কে? আমি কে? বাঙালী, বাঙালী'। আমাদের পরিচয় ছিল 'আমরা সবাই বাঙালী'। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পাকিস্তানের কারাগার বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি; মৃত্যুদন্ড দিয়েও কার্যকর করতে পারেনি। অথচ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পরাজিত শক্তির দোসর খুনি মোশতাক-রশীদ-ফারুক-ডালিমচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করল! যে স্বাধীনতাবিরোধীরা মাকে ছেলেহারা, পিতাকে পুত্রহারা, বোনকে স্বামীহারা করেছিল; জেনারেল জিয়া তাদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সংবিধান থেকে উৎপাটিত করেছিলেন। পরাজিত শক্তির পুনরুত্থানে প্রতিমুহূর্তে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি, তাতে কেবলই মনে হয়েছে, বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী! তথাপি সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশবাসী সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রেখে, পরাজয়ের গ্লানি থেকে নিজদের অবমুক্ত করে, সব ষড়যন্ত্র ভেদ করে সবল-সমর্থ আর্থসামাজিক বিকাশের দিকে বেগবান গতিতে এগিয়ে চলেছেন।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ-সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ



# বিজয় : ইতিবৃত্ত ও মর্মার্থ

## ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

১৯৪৬-এর এপ্রিল মাসে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লাহোরের উর্দু পত্রিকা 'চাত্তান'-এর সাংবাদিক শোরিস কাশ্মীরিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারের একটি পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, জিন্নাহ বাঙালির ইতিহাস জানে না; বাঙালীরা বেশিদিন বিদেশি শাসন পছন্দ করে না। কাজেই তারা পাকিস্তানের সঙ্গে একসময় থাকবে না। বাঙালি থাকেনি; ১৯৭১ সালে বাঙালী স্বাধীন হয়েছিল।

তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে জোড় বাঁধা হলেও বাঙালীর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়া সূচিত হয় ১৯৪৭ থেকেই। ওই বছর আগস্ট মাসে পাকিস্তান হয়ে গেলে তখনই কলকাতায় সিরাজউদ্দৌলা হোস্টেলে কিছু সতীর্থকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ওই মাউরাদের সাথে বেশিদিন থাকা যাবে না।' বাঙালী বেশিদিন পাকিস্তানের সঙ্গে থাকেনি; ছিল ২৪ বছর চার মাস তিন দিন। ১৯৫৩ সালে শেরেবাংলা বললেন, 'Leave East Pakistan to work out its own destiny.' ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করার সময়ে পাকিস্তানকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম।' ১৯৬১-তে এক গোপন বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কমরেড মণি সিংহ এবং কমরেড খোকা রায়কে জানিয়েছিলেন, বাঙালীর স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করবেন না। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার সারার্থ নিয়ে ধূম্রজাল তৈরি হলে এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু ন্যাপ (মস্কো) নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে বলেছিলেন, 'আরে মিয়া, বুজলা না। দফা তো একটাই, গুরাইয়া কইলাম।' এই দফা যে স্বাধীনতার দফা তা সেদিন প্রশ্নকর্তা বুঝতে অপারগ হননি। ষাটের দশকের সূচনা থেকে গোপনে প্রয়াস চালানো ছাত্রনেতাদের অন্যতম বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন আবদুর রাজ্জাক অনুযোগ করেছিলেন, ছয় দফায় কেন স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলো। বঙ্গবন্ধুর উত্তর ছিল, 'তোমাদের ওপারে যাওয়ার সাঁকো তৈরি করে দিলাম।' আবদুর রাজ্জাক এমন উত্তরের নিহিতার্থ বুঝেছিলেন। বিবিসিতে কর্মরত সৈয়দ শামসুল হকের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল। 'আমার দফা তিনটা। কত নেছ, কত দেবা, কবে যাবা।' স্বাধীনতার প্রণোদনা তৈরি হচ্ছিল এভাবে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান আইনি কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order) জারি করে ছয় দফার আলোকে সংবিধান পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দিলেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা নির্বাচন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বক্তব্য ছিল, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নির্বাচন হয়ে গেলে আমি এল.এফ.ও. টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।'

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও দলটি ক্ষমতা বঞ্চিত হলো; শুরু হলো উত্তাল মার্চ ১৯৭১। ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা এলো : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' শুধু স্বাধীনতা নয়, মুক্তির কথাও বলা হলো; স্বাধীনতার আগে ছিল মুক্তির কথা। মুক্তির কথা বলা হয়েছিল তিনবার; স্বাধীনতার কথা একবার। পরোক্ষ ও সাংকেতিক হলেও এই ভাষণই ছিল স্বাধীনতার যথার্থ ঘোষণা। মার্চের ১৬ থেকে ২৪ চলেছিল প্রহসনের আলোচনা, যার আড়ালে ইয়াহিয়াচক্র গণহত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' চূড়ান্ত করেছিল। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন; তার আগে বাণীবদ্ধ করা স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণায় তিনি বললেন, 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' এভাবেই মাওলানা আজাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করল। তিনি শত্রুর শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন। শুরু হলো বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন দেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশে।

**বাঙালী শুধু যে লড়াকু তা নয়, তারা স্বাধীনতাপ্রিয়ও; তা তো মাওলানা আজাদ নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ফরাসিদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা নিয়ে কথা বললেও, বাঙালি নিয়ে এমন কোনো কিছু বলেননি। তাঁর বিবেচনায় স্বাধীনতা ফরাসিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য : 'সেই স্বাধীনতার উপর কেউ হাত দিয়েছে তো অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারও উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এটাই ফরাসি চরিত্রের মূলমন্ত্র।' মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অভিন্ন মন্তব্য করতে পারতেন।**

দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রক্রিয়া ছিল আট মাস ২১ দিনের মুক্তিযুদ্ধ, যা ছিল বিশ্বের সংক্ষিপ্ততম মুক্তি/স্বাধীনতাযুদ্ধ। অসম যুদ্ধ (asymmetric war) হিসেবেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রমী। পেশাদার ও পরিপূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিপরীতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার বেশির ভাগই ছিল তৃণমূলের আমজনতা, যাঁরা জীবনে প্রথম অস্ত্র হাতে তুলেছিলেন। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে দুর্বলতর পক্ষের বিজয় হয়েছিল, যার নানাবিধ কৌশলগত (strategic) ব্যাখ্যা থাকতে পারে; কিন্তু আমি মনস্তাত্ত্বিক দিকটির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি। ইতালীয় যুদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রাংকো ফোরনারি (Franco Fornari) বলেন, মা এবং মাতৃসম মাতৃভূমির জন্য মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এই ত্যাগের মানসিকতা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল; কিন্তু যা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ছিল না। তারা ছিল ভাড়াটে সৈন্যের মতো; আর বাংলাদেশের মাটি তাদের কাছে মাতৃসম মাতৃভূমি হতে পারেনি কখনো। মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যয়দীপ্ত মন-মানসিকতার রূপায়ণ করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। ১৯৪০-এর ১৩ মে তিনি কমন্সসভায় বলেছিলেন, 'Victory at all costs. Victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory there is no survival.' চার্চিল যেন ১৯৭১ সালে আমাদের মনের কথা বলেছেন, তুলে ধরেছেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে।

অন্যদিকে বিজয়-গর্বিত মুক্তিযোদ্ধার মানসিকতার বর্ণনা আছে ইংল্যান্ড বিজয়ী উইলিয়াম দ্য কনকয়েররের জবানিতে : 'By the splendour of God I have taken possession of my realm; the earth of England is in my two hands.'

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধার দুই হাতে ছিল বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছিল বিজয়ের দিন, শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দিন। কিন্তু এই বিজয় ছিল খণ্ডিত, শুধু সামরিক মাত্র; সর্বাত্মক বিজয় মানে যে মুক্তি তা তো এখনো অধরা। সেই কারণে বলি, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর; আর মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকেই, যা আজও চলমান। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলেও মুক্তির যুদ্ধ চলতে হবে তত দিন, যত দিন না বঙ্গবন্ধুর উক্তি অনুযায়ী (১০ জানুয়ারী ১৯৭২) 'বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বসবাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে।' ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সেক্টর ছিল ১১টি; এখন মুক্তির যুদ্ধে সেক্টর অগুনতি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধার নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল; এখন মুক্তির যুদ্ধে যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছাড়া সারা দেশের সব মানুষ। ১৯৭১ সালে শত্রু চিহ্নিত ছিল; এখন শত্রু ঘরে-বাইরে, সবখানে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ; এখন মুক্তির যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ কঠিনতর। ব্যাষ্টিক-সামষ্টিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী Response হলে নাকি মানবিক সৃজন-প্রয়াসের স্ফূর্তি ঘটে, জীবন ও জগৎ সমৃদ্ধ হয়। এমন কথা ইংরেজ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবির (Arnold Toynbee), যা তিনি বলেছেন তাঁর Challenge and Response তত্ত্বে।

বাংলাদেশের বাঙালী স্বাধীন, তবে মুক্ত নয়। বিদেশির শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন হলেও আমরা এখনো পরাধীন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বৈষম্যের কাছে। এই দেশে এখনো সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো না। সুতরাং একাত্তরের বিজয়কে সম্পূর্ণ করতে হলে এখনো অনেক পথ যেতে হবে।

বাঙালী শুধু যে লড়াকু তা নয়, তারা স্বাধীনতাপ্রিয়ও; তা তো মাওলানা আজাদ নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ফরাসিদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা নিয়ে কথা বললেও, বাঙালি নিয়ে এমন কোনো কিছু বলেননি। তাঁর বিবেচনায় স্বাধীনতা ফরাসিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য : 'সেই স্বাধীনতার উপর কেউ হাত দিয়েছে তো অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারও উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এটাই ফরাসি চরিত্রের মূলমন্ত্র।' মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অভিন্ন মন্তব্য করতে পারতেন।

তবে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্র স্বাধীন হতে পারেনি। বিজয় পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি এমন কথা বলে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু প্রশাসন কাঠামোর খোলনলচে পাল্টে রাষ্ট্রকে স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী করতে চেয়েছিলেন। ২৩৩ দিনের বাকশাল আমলে লাগসই প্রক্রিয়ার সূচনাও হয়েছিল; ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার ফলে সব কিছু বিনষ্ট হয়েছিল এবং উর্দিশাসন পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেছিল। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থান উর্দিশাসন বিদায় করলেও রাষ্ট্রকাঠামোর রূপান্তরণ আজও হলো না। কাজেই দেশ স্বাধীন হলেও এখনো মুক্ত নয়। আর দেশ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্র আজও পরাধীন।

*লেখক: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)*

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# বিজয় দিবসে প্রত্যয়ী বাংলাদেশ



ড. আতিউর রহমান

করোনাজনিত অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার আগেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজ করছে তার জের বাংলাদেশেও পড়েছে। দেশের ভেতরেও কারও কারও দায়িত্বহীন অপপ্রচারে কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই এসেছে বাংলাদেশের ৫২তম বিজয় দিবস। তবে এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ আশাবাদীই থাকছেন। সংকট মোকাবিলার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে আমরা উদ্যাপন করছি ভিন্ন এক বিজয় দিবস।

আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি সামাল দিতে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করতে হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এর বিকল্প নেই। সরকার ও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিস্থিতি সামাল দিতে নানারকম সুবিবেচনাভিত্তিক উদ্যোগ নিচ্ছে। এর কিছু কিছু সুফল দেখতে পাচ্ছি। সামনে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে বাজারভিত্তিক সমাধানের দিকে হাঁটাই কাম্য।

বাংলাদেশের জন্য সুখবর হলো, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন কৌশলের ফলে দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো গেছে। তাই অধিকাংশ দেশের তুলনায় আমরা এ দুর্যোগ মোকাবিলায় ভালো করছি, এবং সামনেও ভালো করব বলে ধারণা করা যায়।

করোনাকালেই আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধের যোগ্যতার বিচারেও বাংলাদেশ রয়েছে ভালো অবস্থানে। তাই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মতো সংস্থার প্রক্ষেপণেও বাংলাদেশের অবস্থা তুলনামূলক ভালো বলা হচ্ছে।

বিদ্যমান সংকট নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। অংশীজনেরা যেন এ সংকটকালে সদাসতর্ক থাকেন, তা নিশ্চিত করতে এমন আলোচনার দরকারও আছে। তবে একই সঙ্গে আমাদের সম্ভাবনা ও শক্তির জায়গাগুলোও বারবার সামনে নিয়ে আসা দরকার। তাতে জনগণ ও বিনিয়োগকারীদের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ভরসার জায়গা তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে, এ ভরসা আমাদের বড় সামাজিক পুঁজি।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে চাপে থাকা অবস্থাতেও তাই ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সংকট কাটিয়ে এগোতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বিসিজি তাদের নভেম্বর ২০২২-এর প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, প্রবৃদ্ধি যদি ৫ শতাংশেও ধরে রাখা যায়, তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি ১ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারে গিয়ে ঠেকবে (বর্তমানে ৪১৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার)।

অন্যদিকে আমরা দেখছি, সবচেয়ে রক্ষণশীল প্রক্ষেপণেও এ বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রবৃদ্ধির গতি বছর দুয়েক আগে যে নাটকীয় মাত্রায় বাড়ছিল, সে পর্যায়ে না গিয়েও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি পেতে পারি। বিসিজি তাদের ওই প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, বাংলাদেশের এ অসামান্য অর্জনে আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে ব্যক্তিখাত।

**কৃষি করোনাকালেও আমাদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছে। আগামীতেও করবে। অন্যদিকে এমএসএমই খাত আমাদের উদ্যোক্তাদের বিকশিত করার পাশাপাশি বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং দেশজ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ধারা ধরে রাখতেও ইতোমধ্যে নেওয়া ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকে আরও বলশালী করতে হবে। প্রবাসীদের জন্য প্রণোদনা বাড়াতে হবে।**

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর ৫৬ শতাংশই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সামাজিক প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে থাকে। অর্থাৎ এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতি গতিময় হওয়ার পাশাপাশি এর সুফলও প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছাবে। ফলে উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র অটুট থাকবে আগামী দশকগুলোতেও।

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সরকার ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল নিয়ে এগিয়ে গেছে এবং একইসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে বলেই আজকে এমন সম্ভাবনা তৈরি করা গেছে। এ সময়ে সরকারের সময়োচিত নীতি গ্রহণ আর সর্বোচ্চ সদিচ্ছা নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়নের সুফল খালি চোখেই দৃশ্যমান। গত দুই দশকে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে।

এতে জিডিপিতে কৃষির অংশ কমেছে। তবে কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। তাই বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেছে। বিগত দশকটিতে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ২৬.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১.৫৭ শতাংশ হয়েছে। বিনিয়োগ বর্ধিষ্ণু থাকায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২,৮০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মোট রপ্তানি প্রথমবারের মতো ৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো প্রবৃদ্ধির যে পথরেখা ধরে এগিয়েছে, বাংলাদেশও সে পথের পথিক হয়ে উঠবে।

ফলে ২০২৬-এর মধ্যেই আমাদের মাথাপিছু আয় ৪,০০০ ডলারে গিয়ে পৌঁছাবে। আর এ প্রবৃদ্ধি হবে ভোগ-নির্ভর। অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব বাজারই আমাদের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হবে। এখনই জিডিপির ৭৩ শতাংশ আসছে ভোগ থেকে। ২০২৬-এর মধ্যে এর সঙ্গে আরও ১২ শতাংশ যোগ হতে পারে। আর ২০৩০ নাগাদ আমরা হব বিশ্বের নবম বৃহত্তম 'কনজ্যুমার মার্কেট'। ১১ শতাংশ নাগরিক উঠে আসবেন নিু আয় শ্রেণি থেকে, আর এর ফলে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন মধ্যম আয় শ্রেণিতে। এমন সম্ভাবনাময় কনজ্যুমার মার্কেটে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে খুব বেশি বেগ পাওয়ার কথা নয়।

এটা খুবই পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে একদিকে ভূ-রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হবে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। বিদ্যমান বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে আমাদের প্রবৃদ্ধির চাকা আগের তুলনায় কম গতিশীল থাকবে অন্তত কিছুকাল। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, এখন প্রবৃদ্ধি নয় বরং সামষ্টিক অর্থনীতিকে সুরক্ষা দেওয়াই প্রধান কাজ। কাজেই প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম গতিশীল রেখে হলেও চলমান মন্দাবস্থার প্রভাব থেকে বৃহত্তর জনগণ, বিশেষ করে নগর-দরিদ্রদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের পরিধি এবং এর আওতায় দেওয়া সহায়তার পরিমাণ-এ দুইই বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যে কার্ডের মাধ্যমে চাল বিতরণ, টিসিবির ট্রাক সেলের মতো যে উদ্যোগগুলো মানুষকে কার্যকর সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেছে, সেগুলোর পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। কোনগুলো বেশি কার্যকর হতে পারে, তা আমাদের করে করেই শিখতে হবে। আর কৃষি এবং এমএসএমই'র দিকে বাড়তি নীতি-মনোযোগের কোনো বিকল্প নেই।

কৃষি করোনাকালেও আমাদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছে। আগামীতেও করবে। অন্যদিকে এমএসএমই খাত আমাদের উদ্যোক্তাদের বিকশিত করার পাশাপাশি বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং দেশজ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ধারা ধরে রাখতেও ইতোমধ্যে নেওয়া ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকে আরও বলশালী করতে হবে। প্রবাসীদের জন্য প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

আর রপ্তানির তালিকায় আরএমজির পাশাপাশি আরও নতুন নতুন পণ্য যোগ করতে হবে। একইসঙ্গে রপ্তানির নতুন নতুন বাজারও খুঁজে বের করতে হবে। সর্বোপরি সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। আমাদের কর-জিডিপির অনুপাত (বর্তমানে ১০ শতাংশের কম) আর ৫ শতাংশ বাড়াতেই হবে। এজন্য ডিজিটাইজেশনসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়াতে দরকারি সব পদক্ষেপ যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা চাই।

আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ যে রয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে এ চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার সক্ষমতাও যে আমাদের ভেতরে আছে-তাও মনে রাখতে হবে। আমাদের এ সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই আগামীর পথনকশা দাঁড় করাতে হবে। নিজেদের এ সক্ষমতার বিষয়ে আরও প্রত্যয়ী হতে বারবার ফিরে তাকাতে হবে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দিকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর অসম্ভব সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমরা বিশ্বের বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি।

আমাদের সেই অবিশ্বাস্য নান্দনিক অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি আজও আমাদের মনে ও মননে একইভাবে জাগরূক আছেন। আজ আমরা বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই এগোচ্ছি। তাই ৫২তম বিজয় দিবসে এসে বহু বাধা ডিঙিয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি অনুভব করতে পারছি। আমাদের এ সার্বজনীন অভিযাত্রা আরও গতিময় হোক, আরও গণমুখী হোক-এ প্রত্যাশায়।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

# ইসলামী ব্যাংকেই আমানত নিরাপদ

মো: মাঈনউদ্দীন

সম্প্রতি জাতীয় দৈনিক ও সামাজিক মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম ও ঋণ কেলেঙ্কারির বিষয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে অনেক গ্রাহক তাদের আমানত তুলে নিতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের আমানত নিরাপদে থাকবে কি না সে বিষয়ে গ্রাহকদের মধ্যে কিছুটা সংশয় দিয়েছে, অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দেশের সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংকের শীর্ষে আছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। আমানতেও ইসলামী ব্যাংক সবার শীর্ষে। ২০২১ সাল শেষে ইসলামী ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা। যা সোনালী ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। আর বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমানত সংগ্রহকারী পূবালী ব্যাংকের চেয়ে তিনগুণ বেশি। বর্তমানে এই ব্যাংকের আমানত প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা।

শুধু আমানতে নয়, ঋণ-বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্সেও ইসলামী ব্যাংক শীর্ষে। বর্তমানে এক লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে এই ব্যাংকের যা দেশের মোট বিনিয়োগের ১২ শতাংশের বেশি। বৈদেশিক মুদ্রায় শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। সারা বিশ্ব থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে তার ২৯ শতাংশ আসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। আরব দেশগুলো থেকে যেসব রেমিট্যান্স আসে তার ৫২ শতাংশ আসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে ইসলামী ব্যাংক শীর্ষে রয়েছে। সারা দেশে প্রায় ৩০ হাজার গ্রামের ১৬ লাখ গ্রাহক এই ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। যাদের ৯২ শতাংশই মহিলা। গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত ও বেগবান করতে এসব মহিলা ভূমিকা রাখছেন।

ইসলামী ব্যাংক দেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উপৎপাদন, বিপণন ও বিতরণেও ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি খাত চাঙ্গা করতে করোনাকালীন সময়েও ইসলামী ব্যাংক কৃষকের মধ্যে বীজ সার ও কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ৫৫টি ব্যাংকের মাধ্যমে পাঁচ হাজার কোটি টাকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী- ইসলামী ব্যাংক একাই দুই হাজার কোটি টাকা বিতরণ করেছে। তৈরী পোশাক, নিত্য খাদ্যপণ্য, পরিবহন, আবাসন, চামড়া ও চিংড়িসহ শিল্প খাতেও বিনিয়োগের শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, আবুল খায়ের, বিআরবি, বসুন্ধরা, যমুনা গ্রুপসহ নামকরা শিল্প গ্রুপে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ রয়েছে। এই ব্যাংকের আমানত সংরক্ষণ, বিনিয়োগ প্রদান, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্রম বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে গ্রাহকের ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতার মাধ্যমে। কাজেই এই ব্যাংকের সাথে আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকসহ শুভাকাঙ্ক্ষীদের আস্থা অনেক মজবুত। প্রবাসী বন্ধুদের বিশ্বস্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক।

দেশের রেমিট্যান্স-যোদ্ধা, প্রবাসী ভাইবোনদের আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে আহরণের ভূমিকা পালন করছে ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা যায়, এককভাবে দেশের এক-তৃতীয়াংশ রেমিট্যান্স আহরিত হয় এই ব্যাংকের মাধ্যমে। যতদূর জানা যায়, এই ব্যাংকের প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে জমা আছে। গত নভেম্বর-২২-এও রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকের মাধ্যমে নভেম্বর মাসে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ৩৮ কোটি ৭১ লাখ ডলার যা মোট রেমিট্যান্সের ৩০ শতাংশেরও বেশি। দেশের প্রায় এক কোটি ৯০ লাখ গ্রাহক আস্থার সাথে এক লাখ ৫২ হাজার কোটি টাকা জমা রেখেছে এই ব্যাংকে যা দেশের মোট আমানতের এক দশমাংশ।

ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা যায়, বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এই ব্যাংক। সম্প্রতি কয়েকটি দৈনিকে ইসলামী ব্যাংকের বৃহৎ ঋণ ছাড়ের যে খবর এসেছে তা নিয়ে জনমনে নানা শঙ্কা, সন্দেহ তৈরির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান অবস্থান পরিষ্কার করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। বাজারে যে গুজব রয়েছে তা একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের কাজে কোনোভাবেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না। আমরা যতদূর জানি, এই ব্যাংক দেশের সব বিধিবদ্ধ আইন, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতি পরিপালন করে আসছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইসলামী ব্যাংকের অবদানের মূল্যায়ন করছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরভিত্তিক দ্য এশিয়ান ব্যাংকার্স ম্যাগাজিন ইসলামী ব্যাংককে 'স্ট্রংগেস্ট ব্যাংক ইন বাংলাদেশ' অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, যা এ দেশের ব্যাংকিং ও অর্থনীতির জন্য একটি বড় স্বীকৃতি। এ ছাড়া ১০ বছর ধরে বিশ্বসেরা এক হাজার ব্যাংকের তালিকায় ইসলামী ব্যাংক দেশের শক্তিশালী ব্যাংক হিসেবে অবস্থান করছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ৪০ বছরের পথচলায় দেশের আরো ৯টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের পথচলা সুগম করেছে। কাজেই এই ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা এত সহজে দুর্বল হওয়ার নয়। দেশের মোট ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে এখন ১০টি ইসলামী ধারার ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। অন্য ব্যাংকগুলো হলো- ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন, সোশ্যাল ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী, আল আরাফা, এক্সিম, শাহ-জালাল, স্টান্ডার্ড ও আইসিবি ইসলামী ব্যাংক।

সম্প্রতি ইসলামী ধারার কয়েকটি ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের খবর জনসমক্ষে আসার পর আমানতকারীদের মধ্যে নানা সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক তদন্ত করছে। গ্রাহকের অন্যতম আস্থার ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যে ব্যাংকটি আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে জনগণের আমানতের হিফাজত করছে তা এত সহজে নষ্ট হওয়ার নয়। এই ব্যাংকের কর্মচারীদের সাথে গ্রাহকের আন্তরিকতা ও আস্থা বিরাট শক্তি। দেশের অর্থনীতিকে যে ব্যাংক নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই ব্যাংক সম্পর্কে প্রচারণায় গ্রাহকরা ভীত নয়। তারা তাদের আমানত এই ব্যাংকেই রাখবে।

৩০ মার্চ ১৯৮৩ ইংরেজি, ৭৫ মতিঝিল, ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকায় তিন তলায় একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ব্যাংকটির পথচলা শুরু হয়েছিল সেটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এ দেশের সব ধর্মের লোক এই ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি মানুষের আস্থা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের প্রায় আরো ৯টি ব্যাংক ইসলামী ধারায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় অর্থনীতি অগ্রযাত্রায় ইসলামী ব্যাংকগুলো গতানুগতিক ব্যাংকিং ধারার চেয়ে অনেক বড় পরিসরে ভূমিকা পালন করে আসছে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকের কোনো সমস্যা হওয়া মানেই দেশের অর্থনীতির ভিত নড়ে যাওয়া। তাই আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রহীতাদের কষ্টার্জিত আমানত ব্যাংকেই নিরাপদ। দেশপ্রেমিক কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রিয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। এই ব্যাংকে তারা আমানত রেখে এত দিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন। ভবিষ্যতেও এই ব্যাংকের আমানত নিরাপদে থাকবে এমনই প্রত্যাশা সব গ্রাহকের। ব্যাংক কর্তৃপক্ষও তাদের গ্রাহকসেবা ও গ্রাহকের ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমানতের সঠিকভাবে সঠিক স্থানে বিনিয়োগ করে সুদমুক্ত মুনাফা উপহার দেবে- এটিই সবার প্রত্যাশা।

# MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

## IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

**Citizenship Without Exam** N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

**40-19 73rd St. Woodside, NY 11372**
**Tel: 718-701-2666**



# রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



**Princeton Court Building**
**35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372**
**(Bet. 35th & 37th Avenue)**

***Tel: 718-672-0209, 718-414-4760***



# DR. SADI ALAM, DPM
## Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

**Jamaica Office:** 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL



# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

| | |
|---|---|
| বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়। | বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর |
| ২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়* | ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই |

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

**আমরা মেডিকেইড,** মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

# PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো বিজয় দিবসের এবং বড় দিনের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসন সিটিজেনশীপ ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) গত ১৪ ডিসেম্বর বুধবার ঘোষণা করেছে যে তারা সিটিজেনশীপ টেস্টের নতুন ভার্সন পরীক্ষামূলক টেস্ট করে দেখবে। সিটিজেনশীপ (নাগরিকত্ব) লাভের প্রক্রিয়ায় টেস্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এর দুটি অংশঃ একটি ইংরেজি পরীক্ষা, যাতে আবেদনকারীর পঠন, লিখন এবং কথন দক্ষতা মূল্যয়ান করা হয়। আর অন্যটি হচ্ছে সিভিট টেস্ট, যার মাধ্যমে প্রার্থীর ইউএস গভর্নমেন্ট ও ইউসে ইমিগ্রেশন জ্ঞান যাচাই করা হয়।

ইউএসসিআইএস বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া সুপারিশকে নতুন টেস্ট গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে পঠন ও লিখন অংশ থাকবে না। শুধু সেখানে কথন ও সিভিক অংশ থাকবে। কখন পরীক্ষায় প্রার্থীকে প্রাত্যহিক জীবনের ৩টি রঙিন ছবি বর্ণনা করতে বলা হবে। যেমনঃ আবহওয়া অথবা খাদ্য। বর্তমানে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা প্রার্থীকে তাদের সিটিজেনশীপের আবেদন এবং তাদের কথা বলার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন।

বর্তমান সিভিট টেস্টে, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা উচ্চকণ্ঠে প্রার্থীকে ইউএস গভর্ণমেন্ট ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রার্থীকে পাশ করতে হলে ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৬টি প্রশ্নের অভম্যই সঠিক উত্তর দিতে হবে। পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদের মাল্টিপল চয়েস এর ভিত্তিতে ১০টি প্রশ্নের পরিবর্তে পছন্দের ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ট্যাবলেটে প্রশ্ন দেখানো হবে।

নতুন পদ্ধতিতে ১৫শ পূর্ণ বয়স্ক অংশগ্রহণকারী যারা ইংরেজি ভাষা ক্লাসে অংশ নিচ্ছে এবং যারা সিটিজেনশীপ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারা থাকবেন। মনে করা হচ্ছে, ২০২৩ সালে ৫ মাস সময় ধরে এই পরীক্ষা চলবে। যারা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীদের এবং বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা সিটিজেনশীপ লাভের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন, এদের নিয়ে কাজ করছে এসব সব কম্যুনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে ইউএসসিআইএস এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে।

ইউএসসিআইএস এই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য যারা বয়স্ক শিক্ষা ক্লাসে তালিকাভুক্ত, তাদের মধ্যে ১৫শ'র মতো প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানাবে। সংস্থা টিটিজেনশীপ পরীক্ষার পরিবেতন সমূহে সহায়তা করতে নতুন পদ্ধতির পরীক্ষার ফল ব্যবহার করা হবে।

**ডেফার্ড এ্যাকশন অপ রচাইল্ডহুড এ্যারাইভ্যাল (ড্যাকা)**

ওবামা প্রশাসন ডেফার্ড এ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এ্যারাইভ্যাল (ড্যাকা) কর্মসূচি প্রবর্তন করেছিলো। ড্যাকা হবে সেই কর্মসূচি যা 'ড্রিমারস' বলে পরিচিত প্রায় ৮ লাখ যুবক যারা শৈশবে আইন অনুসরণ না করে ইউএসএ প্রবেশ করেছিলো তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া। কর্মসূচিতে তাদের সরকারীভাবে বৈধ স্ট্যাটাস বা সিটিজেনশীপ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয় না বটে তবে তাদের ড্রাইভার্স লাইসেন্স, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড এবং ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য আবেদনের অনুমতি দেয়া হয়।

**সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ**



প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১২ সালে নির্বাহী আদেশ বলে ডেফার্ড এ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এ্যারাইভালস (ড্যাকা) কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। ২০১২ সালের ১৫ জুন।

**ইমিগ্রেশন ফিঃ**

প্রত্যেক ফরলমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি'র অধিক প্রদান করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আপনার আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যেমন আই-১৩০ ফরমের জন্য সে সময়ের সঠিক ফি পাঠাতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি সঠিক ফি না পাঠিয়ে কম ফি পাঠান তবে ইমিগ্রেশন সেটা আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইমিগ্রেশন মাঝে মধ্যে ফি সংশোধন করে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএস সিআইএস ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

**কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?**

ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হচ্ছে কিনা। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামার্শ থাকবে আমাদের। উদহারণঃ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনি আপনার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে। সেই সাথে ইমিগ্রেশন ফি'র জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। আপনি একসঙ্গে উভয় ফরম মেইল করতে চাইলে আপনাকে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোস্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে। অনেক সময় এক্সপ্রেস মেইলের ঠিকানা ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। একটি আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ। তবে প্রয়োজনে একজন প্রশেনাল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা শ্রেয়। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। কোন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনার সময় বাঁচবে। সেই সাথে জটিলতা এড়ানো যাবে। ভুল এবং বেঠিক তথ্য দিলে কতিপয় সুবিধা থেকে আপনি বঞ্চিত হতে পারেন।

ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যাবে। তবে আপনার পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রমী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমরা বলে থাকি। প্রয়োজনে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ প্রফেশনালের সঙ্গে আলোচনা কারে অগ্রসর হলে এতে করে ভুল পদক্ষেপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম বলে আমরা মনে করি।

এক্ষেত্রে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইউএস সিটিজেন অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।**


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# শুভবুদ্ধির আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হোক

গোলাম কবির

**অবিভক্ত ভারতের এক নিভৃতকোণে নানা সংঘাতের ভেতর দিয়ে আমরা সবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। বারবার আমাদের মাথায় কড়ি মেরে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে। নানা মুখরোচক বাণী দিয়ে আমাদের ভোলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সেই কল্পলোকে বুঁদ হয়ে থেকেছি।**

'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়'... অথবা 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান' গান দুটির সঙ্গে সচেতন ব্যক্তিরা কমবেশি পরিচিত। আমরা সেই শৈশব থেকে শুনে আসছি। তবে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভালো বুঝিনি। নানা সংঘাতে আজও বুঝি না।

স্বাধীনতা এবং মুক্তি মনুষ্যত্ব বিকাশের এপিঠ-ওপিঠ। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি পূর্ণ কার্যকর নয়। অথচ আমরা যুগের পর যুগ ধরে দিবসটি উদযাপন করে আসছি মহাসমারোহে। দিনটিকে সামনে রেখে আমরা আনন্দ-বিলাস কম করি না। স্বাধীনতা ও মুক্তির সঙ্গে যুদ্ধের সংশ্লিষ্টতা অবশ্যই আমাদের চেতনাকে আড়ষ্ট করে। তাহলে কী ভাবব আমরা। মুক্তির সঙ্গে যুদ্ধ অভিধাটি যেন বিশিষ্ট থাকে। কথাটি সাধু; কিন্তু জগতের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের যুদ্ধকে কি অস্বীকার করে!

প্রাণিকুল স্বাতন্ত্র্যবিলাসী। অন্যের অধীন থাকে যত দিন আত্মপরিচয় থাকে অজ্ঞাত। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সব প্রাণীর প্রবল। তবে মনুষ্য প্রাণীর প্রবলতর। তাই নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে মুক্ত করতে সে মুক্তকচ্ছ। তার অবিরাম প্রচেষ্টা রূপান্তরিত হয়েছে জনযুদ্ধে।

মানুষ ইতিহাসের কতটুকু আয়ত্ত করেছে। যেটুকু করেছে তাতে দেখা গেছে শক্তির প্রাবল্য। সেই শক্তি অবশ্যই জনশক্তি। সেই শক্তি দিয়েই অধিকার করায়ত্ত হয়। অনেক সময় অর্জিত অধিকার অস্ত্রের কাছে লুণ্ঠিত হলে অধিকারহারাদের পথে পথে ঘুরতে বাধ্য করে। নিজের বলতে তেমন কিছু থাকে না। আজও তার ধারাবাহিকতা বর্তমান। তাহলে মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাগজি সংগ্রাম করে চলেছে, তার সাফল্য খুব বেশি নেই। তাই যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য। এইতো সেদিন দেখা গেল গণতন্ত্রের সেবা প্রচারকারীদের মাথায় বসে কী ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেল!

অবিভক্ত ভারতের এক নিভৃতকোণে নানা সংঘাতের ভেতর দিয়ে আমরা সবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। বারবার আমাদের মাথায় কড়ি মেরে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে। নানা মুখরোচক বাণী দিয়ে আমাদের ভোলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সেই কল্পলোকে বুঁদ হয়ে থেকেছি।

শতবর্ষেরও কিছু আগে আমরা জেগে ওঠার চেষ্টা করেছি। দেনদরবার কম হয়নি। কথায় কেউ আমল দেয়নি। আমলে এলেও ব্যক্তিগত সুখকে মুক্তি ভেবে মুখ গুঁজে দিন গুজরান করেছি। বিদেশিরা আমাদের মাথার ওপর অস্ত্র রেখে শোষণ করে গেছে। আমাদের মুক্তির দিশা হারিয়ে গেছে।

এইতো সেদিন আমরা গা ঝেড়ে উঠলাম, তা-ও আবার ধর্মের ভিত্তিতে এবং সন্দেহাতীতভাবে তা বহুধাবিভক্ত! বাংলার মানুষের মুক্তির মুক্তিকণ্ঠ শোনা গেল গত শতকের চারের দশকে, বলতে গেলে বাংলার মানুষের এক মুক্তিপ্রিয় গৃহী ব্যক্তির কণ্ঠে। সে ছিল প্রকৃত মুক্তির আহ্বান। সে আহ্বান ধ্বনিত হলো আমাদের তন্ত্রীতে। আমরা একত্র হলাম। নির্বাচন হলো। পরের ইতিহাস, বিশ্ব ইতিহাস যেন সবার জানা।

ধর্মের প্রাধান্য এখানে ছিল না। মানুষ তখন বেশির ভাগই ছিল মুক্তিপ্রয়াসী। আমরা বিজয়ী হলাম সেই নির্বাচনে, তবে ক্ষমতার নাগাল থেকে বহু দূরে। নানা ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো। ইতিহাসের বিস্ময়, নিজেদের সম্পদ নিজেরা আগলে রাখব, সে অধিকার থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হলো। আমরা প্রায় খালি হাতে মনের শক্তিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। প্রতিবেশী ভারত নানাভাবে আমাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের গ্রামীণ তরুণরা বেশির ভাগ যুদ্ধে গেছেন। আমরা বীরের জাতি হিসেবে যুদ্ধ জয় করেছি। অথচ কখনোই আমরা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ছিলাম না। আমাদের বাধ্য করা হয়েছে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। আমরা আমাদের অসংখ্য স্বজন হারিয়ে পেয়েছি দেশ। যার জন্য আমাদের চিরকালের আকুতি। অনস্বীকার্য যে যুদ্ধ ছিল অনিবার্য, তাই আমাদের ত্যাগের বোঝা ছিল দুর্বহ। আমরা স্বাধীন হয়েছি গতে বাঁধা ভাষায়। জন স্টুয়ার্ট মিল যাকে বলেছেন ডেড আইডিয়া। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয়নি। হবে কি আদৌ!

কারণে-অকারণে না চেয়েও যুদ্ধ আসে, যা এড়িয়ে যেতে পারে কতজন। স্বীকার্য, আমাদের একাত্তরের যুদ্ধ ছিল অস্তিত্বের চাবিকাঠি, যা এড়িয়ে যাওয়া ছিল মৃত্যুশেলের অধিক। আর আত্মসমর্পণ করলে তাৎক্ষণিক প্রাণরক্ষা; কিন্তু তিল তিল করে দহনে আত্মনিমজ্জন, যা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণার।

মুক্তিযুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি। কৃষক-শ্রমিক, রণজীবী মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে। যাঁদের বেশির ভাগ বিলীন হয়ে গেছেন। বেশির ভাগ যাঁরা রয়ে গেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন উভয়কুলাশ্রয়ী। জয়ী হলে একটা সুখকর পদ, আর বিপরীত হলে কর্তৃত্ব না পেলেও পদলেহী হয়ে দিন গুজরান। সেই অবস্থা আমাদের পিছু ছাড়েনি।

যুদ্ধ ছিল, আছে এবং থাকবে। হাতের নাগালে শক্ত হাতিয়ার আর ঘরে খাবারের ব্যবস্থা থাকলে মানুষ অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকে। টান পড়লেই উপায় খোঁজে। তখন থেকে মুক্তির সর্বশেষ শিক্ষা হলো মানবমুক্তির চেতনা। সেখানে থাকবে জীবনমুখী যুক্তি আর মানুষের জন্য ত্যাগ। তাতে হয়তো যুদ্ধ তফাত থাকতে, আর শুভবুদ্ধির আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হবে। তখন আনন্দ গানই হবে মানুষের জীবনসংগীত।

**লেখক: সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ**







# বিএনপি কী পেল, কী হারাল



গোলাম মাওলা রনি

হালআমলের গরম খবর হলো- বিএনপি দলীয় সাত এমপি সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাদের পদত্যাগপত্র তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়েছে। সরকারি দল আওয়ামী লীগের মুখপাত্রদের খেদোক্তি হলো- বিএনপি চরম ভুল করল। যাও ছিটেফোঁটা ছিল তাও হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। ওদিকে বিএনপির পরিত্যাজ্য সংসদীয় আসনের দখল পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের করুণাপ্রার্থী হয়ে জাতীয় পার্টি তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জোর গুজব চলছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচিত-সমালোচিত দেবর-ভাবী-পুত্র অর্থাৎ বেগম রওশন এরশাদ, জি এম কাদের ও এরশাদের পুত্র হিসেবে প্রচারিত সাদের সাক্ষাতের ছবি পত্রিকায় আসার পর একদল বলেছে, ওরা বিএনপির পরিত্যক্ত আসনগুলো লাভের জন্য ওখানে গেছে। আবার কেউ বলছে, দলীয় বিরোধ ও দেবর-ভাবীর দ্বন্দ্ব নিরসনে শেখ হাসিনার হুকুম শোনার জন্য তাদের হাজির করানো হয়েছিল।

উল্লিখিত গরম খবরের বাইরে মন খারাপ করা সংবাদ হলো, বাংলাদেশের দু'জন প্রবীণ জাতীয় নেতাকে রাত ৩টার সময় যেভাবে বাসা থেকে তুলে এনে সারা দিন সারাক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নিপীড়ন যা কি না তাদের প্রবীণ শরীরে যথেষ্ট যন্ত্রণার কারণ হয়েছে এবং তাদের সর্বাংশে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সেই দৃশ্য পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর বিবেকবান নারী-পুরুষ যারপরনাই বেদনাহত হয়েছেন। পরবর্তী দিন সন্ধ্যায় তাদের প্রিজন ভ্যানে করে আদালতে তোলা ও জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর দৃশ্য ছিল আরো মর্মান্তিক। মানুষের বিবেক-বিবেচনা-ভদ্রতা-সৌজন্য বোধ ক্যান্সার আক্রান্ত হলে কিংবা ওগুলোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কিংবা পুঁজরক্তজনিত কুষ্ঠ রোগ যখন মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আক্রমণ করে তখন যে অশ্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় ঠিক তদ্রুপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গুমড়ে কেঁদেছে দেশের শান্তিকামী মানুষ।

মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাসের গ্রেফতার-হেনস্তা-কারাগারে তাদের প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে সাধারণ বন্দীদের সাথে রাখার খবরের পাশাপাশি তাদের বন্দী জীবনের প্রাপ্য আদায়ের জন্য এই সম্মানিত মির্জার পরিবারের হাইকোর্টে গমন দেশের ইতিহাসে নতুন এক কালো অধ্যায় সংযোজিত করল। জামায়াতের আমির বয়োবৃদ্ধ ডা: শফিকুর রহমানের গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে হর্তাকর্তাদের বিবৃতি দেশের সাধারণ মানুষকে বেদনাহত করেছে। এই গ্রেফতারের মাধ্যমে জনগণ নতুন করে জানতে পারল, কিছু দিন আগে জঙ্গি কর্মকান্ডের অভিযোগে আমিরে জামায়াতের পুত্র যিনি পেশায় একজন ডাক্তার, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন হর্তাকর্তাদের বক্তব্য হলো- আমিরে জামায়াত ও তার ডাক্তার পুত্র যৌথভাবে দেশে কী কী জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং অনাগত দিনে চালাবেন তা জানার জন্যই ডাক্তার শফিককে গ্রেফতার করা জরুরি ছিল।

দেশের অভ্যন্তরের গরম খবর ও মন খারাপ করা খবরের পাশাপাশি দেশের বাইরেও অনেক গরম খবর পরিবেশিত হয়েছে। একই সাথে মন খারাপ করার মতো অনেক দুঃসংবাদ রয়েছে যা কি না আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটেছে বাংলাদেশের হালআমলের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে। গরম খবরগুলোর মধ্যে- বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের জনসভা নিয়ে আন্তর্জাতিক সব প্রধান পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে ঘটেনি। সানডে টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস, হিন্দুস্তান টাইমস প্রভৃতি দুনিয়া কাঁপানো পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিল বিএনপির জনসভা। আলজাজিরা, বিবিসি লন্ডন, সিএনএন, ফক্স নিউজসহ ভারত-পাকিস্তান-তুরস্ক ও ইউরোপের প্রধান প্রধান টেলিভিশনে বিএনপির সমাবেশ



নিয়ে যে খবর প্রচারিত হয়েছে তাতে অনেকের উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা-নিষ্ঠুরতা-আদিম বর্বরতা ও বিকৃত রুচির নয়া দলিল রচিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, রাজপথের বিরোধী দলের লড়াই-সংগ্রাম ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার খবরের পাশাপাশি আইএমএফ ও আমেরিকান সংস্থা মুডিসের প্রতিবেদন দেশবাসীর জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। দেশের টলটলায়মান অর্থনীতির জন্য আইএমএফের ঋণ যখন অনিবার্য এবং সংস্থাটি যখন ৪৫০ কোটি ইউএস ডলার ঋণ দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছিল, তখন এই সংস্থার পক্ষ থেকে নতুন খবর হলো- সংস্থাটি বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার (Polltical Comitment) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এবং ঋণের শর্ত হিসেবে তা অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে। ঘটনা যদি সত্যই এরূপ হয় তবে আওয়ামী লীগের অনাগত দিনগুলো কেমন যাবে এবং বিএনপির ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা সহজেই অনুমানযোগ্য।

আইএমএফ ছাড়াও মুডিস নামে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান যারা কি না সারা দুনিয়ার ব্যাংকগুলোর মান নির্ণয় করে থাকে, তারা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে সেখানে ব্যাংকগুলোর সার্বিক গ্রেডিং নামিয়ে দেয়া হয়েছে যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো নয়-পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য নিদারুণ দুঃসংবাদ। অর্থনৈতিক খারাপ খবরের পাশাপাশি আরো যেসব খারাপ খবর আমাদের অনাগত দিনের জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ইমেজ তথা ভাবমর্যাদার সঙ্কট সৃষ্টি করবে সেগুলো হলো, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি হামলা নিয়ে জাতিসঙ্ঘের সদর দফতর ও বাংলাদেশস্থ অফিস যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা নজিরবিহীন। একইভাবে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউজ ও ঢাকার লালকেল্লা খ্যাত আমেরিকান দূতাবাস যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তা মূল্যায়ন করলে আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

১০ ডিসেম্বর একটি বিস্ময়কর সফল সমাবেশের মাধ্যমে বিএনপির দীর্ঘ দিনের ডর-ভয় কেটে গেছে। তারা যেভাবে রাজপথে সক্রিয় হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশের বিএনপি অফিসগুলোতে জড়ো হচ্ছে তা রীতিমতো নজিরবিহীন ঘটনা। আওয়ামী লীগের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃসবাদ হলো, তারা দাওয়াত দিয়েও মিত্রদের আনতে পারছে না। কেউ যদি তাদের দাওয়াত রক্ষা করে উপস্থিত হন তবে প্রথমেই খোটা দিতে আরম্ভ করেন যে, কেবল বিপদে পড়লেই আমাদেরকে ডাকেন অন্য সময় তো খোঁজও নেন না। এ ধরনের সরাসরি টিটকারি সহ্য করার পরও সরকারি দল বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে না। উল্টো অনেকের সাথে নতুন করে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের বর্তমান চালচিত্রের বিপরীতে যদি বিএনপির হালহকিকত মূল্যায়ন করি তবে দেখব, কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়া মির্জা ফখরুল-মির্জা আব্বাসরা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়েছেন। তাদের কর্মকান্ড, কথাবার্তা ও আচরণে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সাহস, শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশল অর্জন করেছেন। প্রবাসে থাকা তারেক রহমান ক্রমেই আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, পরিপক্ব ও ঝানু রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন যা ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশের মাধ্যমে বিএনপির সব স্তরের নেতাকর্মী দেশ-জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

বিএনপির দীর্ঘদিনের শরিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা হালআমলে দূর হয়ে গেছে। জামায়াত প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং তাদের কর্মকান্ড দেখে মনে হচ্ছে, তারা রাজপথে আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যেরূপ ভূমিকা রেখেছিল তদ্রুপ জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েই ঘোষণা দিয়েছে। দলের আমির গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের সাহস আরো বেড়ে গেছে। যেমনটি বেড়ে গেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের। বিএনপির এক সময়ের শীর্ষ নেতা ও বর্তমানের এলডিপির প্রধান কর্নেল অলি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করে যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা এখন ভাইরাল আকারে সামাজিকমাধ্যম কাঁপাচ্ছে।

আ স ম আব্দুর রব, মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বে গণতন্ত্র মঞ্চও রাস্তায় নেমে পড়েছে বিএনপির পক্ষে। পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের এতটা প্রতিকূলে চলে গেছে যে, ডা. বি চৌধুরীও বিএনপি অফিসে পুলিশি হামলার নিন্দা জানিয়েছেন! সমাজের বুদ্ধিজীবী, দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বাম ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলো ও বিএনপির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখে চলেছেন বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা। তারা যেভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে তৎপরতা চালাচ্ছেন তাতে করে আওয়ামী লীগ ক্রমেই অশ্বস্তিকর অবস্থার দিকে এগুচ্ছে। আওয়ামী সরকার সর্বশক্তি দিয়ে কূটনীতিবিদদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ফলাফল উল্টো হচ্ছে। হুমকি ধামকি সমালোচনা করেও রাষ্ট্রদূতদের থামানো যাচ্ছে না। আবার বিএনপির লোকজন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে যেভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলেন সেরকম চেষ্টা তদবির করেও আওয়ামী লীগের কোনো লাভ হচ্ছে না, বরং কোনো রাষ্ট্রদূতের বাসা বা অফিসে আওয়ামী লীগের লোকজন দেখা করতে গেলে তা পত্রিকার শিরোনাম হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ দাঁত বের করে কিলবিলিয়ে হেসে গড়াগড়ি দেয়ার চেষ্টা করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিএনপি যে কৌশলের জাল পেতেছে তাতে আওয়ামী লীগ ক্রমে ধরা খাচ্ছে। অধিকন্তু বিএনপি যেভাবে চাচ্ছে ঠিক সেভাবে আওয়ামী লীগ উত্তেজিত হচ্ছে এবং বিএনপির প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। সময় যখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল তখন আওয়ামী লীগ ক্রিয়া করত এবং বিএনপি প্রতিক্রিয়া দেখাত। সময়ের বিবর্তনে এবং প্রকৃতির লীলাখেলায় এখন সবকিছু বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চুরি-চামারির ইতিহাস অনেক লম্বা। কলা-কচু-ডিম-মুরগি-কঙ্কাল থেকে শুরু করে পশুপাখির বিষ্ঠা নাড়ি ভুঁড়ি চুরির বদনামের সঙ্গে নতুন করে খিচুরি চোর পানি চোর বিশেষণ যেভাবে যুক্ত হলো তা বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ না হলে আদৌ হতো কি না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। শিরোনাম প্রসঙ্গে শুধু একটি কথা বলব, আর তা হলো, বিএনপি জনগণের ভালোবাসা পেয়ে গেছে এবং তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে মানুষের যে অতীত ক্ষোভ ছিল তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। আর হারানোর কথা যদি বলতে হয়, তবে বলা যায়, বিএনপি নিদারুণভাবে হারিয়েছে- রাজনীতির ময়দানে আওয়ামী লীগকে নিদারুণভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এর বাইরে গত প্রায় ১৭ বছর ধরে অর্থাৎ সেই ওয়ান-ইলেভেন থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২২ সাল অবধি তাদের যে হীনম্মন্যতা ছিল তা হারিয়েছে। দৃষ্টিসহ যন্ত্রণাসহ স্মৃতিগুলোও হারিয়েছে এবং ফিনিক্স পাখির মতো নতুন জীবন এবং নতুন পালক নিয়ে রাজনীতির ময়দানে গণতন্ত্রের ঝংকার তুলে চলছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

# ফুটবল দিয়ে আরবকে এক হওয়ার মন্ত্র দিল মরক্কো

দাউদ কাত্তাব

কয়েক দশক ধরে আরব বিশ্ব অনৈক্যের ব্যাধিতে আক্রান্ত। যদিও এই অঞ্চল ভৌগোলিক, ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত; তথাপি তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মিলমিশ নেই। সংহতির অভাব বিদেশি শক্তিগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে।

সেই ঔপনিবেশিক আমলের 'ভাগ কর, শাসন কর' কৌশলের রেশ এখনো এ অঞ্চলে রয়ে গেছে এবং সংকীর্ণ মনোভাব আরবদের তাদের বিপুল তেল সম্পদ এবং তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত জনসম্পদকে কাজে লাগাতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপ আমাদের একটি বিকল্প পথ দেখিয়েছে।

চলমান বিশ্বকাপে আরব দেশগুলোর পরপর অপ্রত্যাশিত জয় আরবদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলে এক হওয়ার একটি দুর্দান্ত উদ্দীপক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নভেম্বরে সৌদি আরব আর্জেন্টিনাকে, তিউনিসিয়া ফ্রান্সকে এবং মরক্কো বেলজিয়ামকে পরাজিত করে। তারপর নকআউট পর্বে স্পেন এবং পর্তুগাল উভয়কেই হারিয়ে মরক্কো সেমিফাইনালে জায়গা করা প্রথম আরব দেশ হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেছে।

মরক্কোর কোচ ওয়ালিস রেগরাগুই গোলরক্ষক হিসেবে ইয়াসিন বুনুকে দলের কৌশলের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার ফল ছিল মরক্কোর জয়। গোলরক্ষক বুনু বারবার স্পেনের গোল করার চেষ্টাকে ঠেকিয়ে দেন এবং পেনাল্টি শুটআউটে দেশটিকে বিদায় করে দেন। পর্তুগালের আক্রমণকারীরাও বুনুকে পরাস্ত করার কোনো উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি এবং কোচ রেগরাগুইয়ের দল ১-০ গোলে অত্যাশ্চর্য জয় তুলে নেয়।

একজন ধারাভাষ্যকার বিবিসিকে বলেছেন, 'বিশ্বকাপে এমন ধাক্কা দর্শক এর আগে কবে দেখেছে, তা ভাবার চেষ্টা করছি।' বুনু আনন্দের আতিশয্যে বলেছেন, 'আমার গায়ে চিমটি কাটো, আমি মনে হয় স্বপ্ন দেখছি।'

তবে কিনা দলের সাফল্য আর স্বপ্ন এক জিনিস নয়। মরক্কো প্রথম থেকেই জানত, তারা একটি আন্ডারডগ টিম। ফুটবল খেলায় প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি গোল করার জন্য দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ মনোযোগ ও চেষ্টা থাকতে হয়। মরক্কোর খেলোয়াড়েরা দলের প্রতি সেই নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং পুরো আরব অঞ্চলের মানুষকে তাঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন।

মরক্কোর বিজয়ের পরে আরব শিশুরা রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছে এবং কাতারে ফুটবল দর্শকদের ও মরক্কোর খেলোয়াড়দের আরব সংহতি প্রদর্শনস্বরূপ ফিলিস্তিনি পতাকা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। প্রতিটি বিজয়ী আরব দল তাদের গ্রুপ ছবি এবং আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতিসূচক প্রতীক ও শব্দের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে।

আরবের পরিবারভিত্তিক ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো উন্নতি করতে পারে, কিন্তু আরব করপোরেশনগুলো খুব কদাচিৎই বিশ্ববাণিজ্যে ঝাঁকুনি দিতে পেরেছে। শিগগিরই যে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, এমনটাও মনে হয় না। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, আরব বিশ্বের সফল কোম্পানিগুলোর ৭৫ শতাংশের বেশি হচ্ছে পারিবারিক মালিকানাধীন।

এটি সম্ভবত আর মোটেও আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে স্পেনের লা লিগায় ইতিপূর্বে খেলে আসা গোলরক্ষক বুনু এখন আরব যুবকদের রোল মডেল হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদেহী ও চটপটে বুনুকে তাঁর আত্মবিশ্বাস, নম্রতা এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ আর দশজন খেলোয়াড় থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। ফুটবল এমন একটি খেলা, যেখানে সাধারণত তারকারা প্রায়ই অহংকার প্রদর্শন করে থাকেন; কিন্তু ইয়াসিন বুনুর আচরণে বিনয় ফুটে ওঠে।

তবে অহংবোধ গোটা আরব বিশ্বকে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে রেখেছে। সংহতিকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে একটি দলের কৌশল ঠিক করা উচিত। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো সাধারণত খেলাধুলায় এবং জীবনে এ সংহতি প্রদর্শন করতে পারে না। এটি ঠিক যে আলজেরিয়ার তৌফিক মাখলুফি ২০১২ সালের লন্ডন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ১ হাজার ৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন; মরক্কোর হিচাম এল গুয়েরুজ ২০০৪ সালে এথেন্সে ১ হাজার ৫০০ মিটার এবং ৫ হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছিলেন এবং সিরিয়ার ঘাদা শুয়া আটলান্টা গেমসে ১ হাজার ৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু এসব খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ইভেন্টে জিতেছেন। যখন দলগত খেলার কথা আসে, তখন আরব দেশগুলো সাধারণত জঘন্যভাবে হেরে যায়।

এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আরব বিশ্বে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আরব লিগ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আরব দেশগুলোর আন্তআরব বাণিজ্যে এখনো তাদের আমদানি-রপ্তানি ১০ শতাংশের কম।

আরবের পরিবারভিত্তিক ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো উন্নতি করতে পারে, কিন্তু আরব করপোরেশনগুলো খুব কদাচিৎই বিশ্ববাণিজ্যে ঝাঁকুনি দিতে পেরেছে। শিগগিরই যে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, এমনটাও মনে হয় না। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, আরব বিশ্বের সফল কোম্পানিগুলোর ৭৫ শতাংশের বেশি হচ্ছে পারিবারিক মালিকানাধীন।

তবে সুসম্পাদিত এবং বাস্তবসম্মত কৌশলের ওপর ভিত্তি করে আরব ঐক্য গঠিত হলে এ অঞ্চলে বিশাল পরিবর্তন আনবে। আর এ ক্ষেত্রে বিশ্বকাপে মরক্কোর ভূমিকা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

# মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে

**ড. নিয়াজ আহম্মেদ**

দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ, ৩০ লাখ শহীদ ও অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ, মহান বিজয়ের মাসে তাঁদের প্রতি রইল রক্তিম সালাম ও শুভেচ্ছা। যুদ্ধে অনেকে জীবন দিয়েছেন, আবার অনেকে বেঁচে আছেন কেউ বা পঙ্গু হয়ে। যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের সন্তানদের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই।

আবার তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাবাকে কখনো দেখতে পাননি তাঁদের কষ্ট অনেকের তুলনায় ঢের বেশি। বাবার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন শুধু মা কিংবা অন্যের কাছে শুনে। বাবা বেঁচে থাকলে ছেলে কিংবা মেয়েটি ভালো লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি করতেন, কিন্তু তা তো সম্ভব হয়নি। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের আত্মত্যাগ আমরা কজনই বা মনে রেখেছি। তাঁদের ত্যাগকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করি। এ প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এর উত্তরও আমাদের পেতে হবে। কেননা আমাদের যাবতীয় অর্জনের পেছনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যে চেতনাকে ধারণ করে তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধে, সেই চেতনাকে সামনে রেখেই আমরা তৈরি করেছি আমাদের সংবিধান। যার মূলমন্ত্র একটি অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ। আমাদের যাবতীয় প্রেরণার উৎস। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমরা সেই চেতনার জায়গায় আজও পুরো-পুরি পৌঁছতে পারিনি।

গত ৫০ বছরেরও বেশি সময়ে আমরা স্বাধীন। এই সময়ে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতাও কম নয়। আমাদের বড় ব্যর্থতা আমরা পুরোপুরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আমরা একটি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ তৈরি করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে জবাবদিহি নেই। আর এসবের পেছনে বড় যে শক্তি কাজ করে তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভাব। আমরা যত বেশি এই চেতনা থেকে দূরে সরে যাব তত বেশি সমস্যায় পড়ব। উন্নয়নকে ধারণ, লালন ও বিকশিত করতে হলেও চেতনা দরকার। মোদ্দাকথা, আমাদের সব কিছুর পেছনে কাজ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার। স্বাধীনতার পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যার শুরুটা পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকে। দীর্ঘ সময় আমাদের চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে আমরা আশার আলো দেখতে পাই। কিন্তু ২০০১ সালে আমাদের বড় বিপর্যয় ঘটে। দেশ সম্পূর্ণভাবে বিপরীত মেরুতে চলে যায়। ২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ সময় আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। কিন্তু এখনো আমরা পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন সমাজ তৈরি করতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ছোট কিংবা পরবর্তী সময়ে যাদের জন্ম, তাদের পক্ষে অনেক কিছুই সচক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। তাদের ভরসা বিভিন্ন বইপত্র, প্রমাণ্যচিত্র ও বড়দের কাছ থেকে শুনে বুঝতে পারা। আজকের তরুণ যুবকদের জন্ম যুদ্ধের অনেক পরে। তাদের চেতনার জায়গায় নিয়ে আসতে হলে সঠিক বিষয়টি জানাতে হবে। জানানোর জন্য যেমন দরকার সঠিক কৌশল ও পদক্ষেপ, আর জানার জন্য প্রয়োজন তাদের আগ্রহ। আমাদের কাছে মনে হয় দুটি জায়গায়ই ঘাটতি রয়েছে। কাউকে এককভাবে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কী রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, পেশাজীবী, ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার–কেউই এ দায় এড়াতে পারেন না। আমরা আমাদের তরুণসমাজকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারছি না। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাজ করছে। যে দেশ গঠনে জাতির পিতার পুরো অবদান, যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে একজন ঘোষণা পাঠককে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়। আবার অনেকে তা বিশ্বাসও করে।

**আবার তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাবাকে কখনো দেখতে পাননি তাঁদের কষ্ট অনেকের তুলনায় ঢের বেশি। বাবার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন শুধু মা কিংবা অন্যের কাছে শুনে। বাবা বেঁচে থাকলে ছেলে কিংবা মেয়েটি ভালো লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি করতেন, কিন্তু তা তো সম্ভব হয়নি। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের আত্মত্যাগ আমরা কজনই বা মনে রেখেছি।**

অথচ আমাদের প্রতিটি অর্জন ও সাফল্যের পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে চেতনা ও মূলমন্ত্র। তাইতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পরাজিত শক্তি যখন বিকৃত করে এবং হুংকার দেয়, তখন তরুণ আমরাও চুপসে যাই। প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলি। মুক্তিযোদ্ধা, প্রজন্ম ৭১ ও দু-একটি সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। বাকিরা একেবারে চুপ। এমন তো হওয়ার কথা নয়। কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে ২০১৩ সালে আমরা ফুঁসে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ যখন একজন যুদ্ধাপরাধীর ছেলে বড় হুংকার দেন তখন শাহবাগের মতো আমরা ঝলসে উঠিতে পারি না। সময়ের ব্যবধান বেশি নয়, ২০১৩ থেকে ২০২২ মাত্র। এ জন্য বলছি এ দায় আমার, আপনার, সবার। আজকে আমাদের রাজনীতিবিদদের শপথ নিতে হবে যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো রাজনীতি করবেন না। আজকে শিক্ষকসমাজকে বলতে হবে তাঁরা শিক্ষার্থীদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবেন। বিভিন্ন পেশজীবী গোষ্ঠীকে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরিবারের বড়দের শিশুসন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। উন্নয়ন একটি দেশের জন্য খুব দরকার। একই সঙ্গে চেতনাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে হবে। তাহলে এমনিতেই দেশ অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা এমন মানুষ তৈরি করব, যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, থাকবে ন্যায়ের পক্ষে। যে চেতনাকে ধারণ করে জীবন দিয়েছিলেন লাখ লাখ মানুষ, তাঁদের চেতনা আমাদের মাঝে বিরাজ করবে। বিজয়ের মাসে আমরা এমনটিই প্রত্যাশা করছি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

# ড. মাহাথিরের ভাবনা



মো: বজলুর রশীদ

গত মাসে, ১৯ নভেম্বরের শেষ রাতে, বিশ্ব ও মালয়েশিয়ার জনগণ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ এক উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনের পর্দা নেমে আসতে দেখল। কেদাহর কাছে একটি দ্বীপ, যেটিকে তিনি এক আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছিলেন, সেখানে লঙ্কাভি ভোট যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন।

Gerakan Tanah Air movement গেরাকান তানাহ এয়ার মুভমেন্ট, যার নেতৃত্বে তিনি ছিলেন, সেটিও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। মাহাথিরের ছেলেসহ সব প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়ে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের দরজায় পৌঁছেন। ফলাফল প্রকাশের পর একাধারে চার দিনের নীরবতার পর মানসিকভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত মাহাথির টুইটারে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা জানান। ৯৭ বছর বয়সী মাহাথির উল্লেখ করেন যে, ২০২০ সালে পাকাতান হারাপান সরকারের পতনের পর পেজুয়াং গঠন এবং তার ছেলেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ধরে গঠিত হয়েছিল, তারা এখন বিরোধী দলেও থাকবে না, কোনো দলকে সাপোর্ট দেবে না, কারণ এর ১২৫ জন প্রার্থীর সবাই হেরে গেছে। তিনি বলেন, পেজুয়াং জাতির জন্য সব পরিকল্পনা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি আশা করেন, বিজয়ীরা সরকার গঠন করুক। যারাই সরকারে যাক তারা যেন দেশের সমস্যাগুলো দূরীকরণে কাজ করে। মুখরিজ মাহাথির, মাহাথির-পুত্র যিনি কেদাহ রাজ্যে দু'বার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনিও কিছু দিন আগে আনোয়ার সরকারের সাফল্যের জন্য দলীয়ভাবে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন। জনাব মুখরিজও একজন নামকরা রাজনীতিবিদ, তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন।

মাহাথির ও মুখরিজের এই আচরণ ও মন্তব্য ইয়াং দি-পারতুয়ান আগোং সুলতান আবদুল্লাহ সুলতান আহমাদ শাহের পক্ষ থেকে পাকাপাকি হারাপানের চেয়ারম্যান আনোয়ার ইব্রাহিম এবং পেরিকাতান নাশনাল সভাপতি মুহিদ্দিন ইয়াসিন কাছে পাঠানো হয়, যখন কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনের প্রচেষ্টা চলছিল। আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছিলেন, 'আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হই তবে সবার আগে মাহাথিরের গায়ে জ্বর আসবে।'

মাহাথির আরো গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি লিখেছেন সেটি হলো, তিনি এখন থেকে লেখালেখির দিকে মনোযোগ দেবেন। রাজনীতির ময়দানে আর দৌড়ঝাঁপ করবেন না। লেখালেখির মাধ্যমে উত্তরসূরিদের নির্দেশনা দিতে তিনি মনস্থির করেছেন। 'আমি দেশের ইতিহাস ও কর্মকান্ড নিয়ে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করব।' তিনি বলেন, 'অনেক ঘটনা এখনো রেকর্ড করা হয়নি, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ আমলে যা ঘটেছিল। আমাদের জনগণকে ভেতরের এসব কাহিনী জানানো উচিত।' যারা পত্রপত্রিকায় লিখেন সেসব লেখকের সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্যও দরজা উন্মুক্ত বলে জানান। এই টুইট প্রকাশের পর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তার সাথে দেখা করেন মতবিনিময় করেন এবং বাড়িতে একটি ইনস্টিটিউটের মতো করে সেখানে বক্তৃতার আয়োজন করার অনুরোধ জানান।



জনাব মাহাথির একজন ডক্টরেট ও ডাক্তার বা চিকিৎসাবিদ। তিনি সবসময় সকালে বাগানে কাজ করেন, হাঁটাহাঁটি করেন এবং প্রচুর লেখাপড়া করেন। তিনি বলতেন, এই দু'টি কাজ ছেড়ে দিলে বয়স্কের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে এবং মস্তিষ্ক অকেজো হয়। এরই মধ্যে তার অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে সাড়াজাগানো ও মালয়েশিয়ার জাতিসত্তার সঙ্ঘাত নিরসনে যে বইটি ভূমিকা রেখেছে সেটি হলো, The Malay Dilemma, বইটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এবং বিদেশীরা যারা মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণে যান তাদেরও বইটি পড়তে হয়। এ ছাড়াও Achieving True Globalization and the new Realities, Islam and the Muslim Ummah, The voice of Asia, The way forward : Growth & prosperity, The wit and wisdom, The early years, 1947–1972, Malays forget easily, Reflection of Asian, Terrorism and the real issues তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া অসংখ্য বক্তৃতা ও বিশ্বনেতাদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার গভীরতা বোঝা যায়। তার মেয়ে মারিনা মাহাথিরও বিদুষী নারী। তিনি সাসেক্সে লেখাপড়া করেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেস্ট স্পিকার হিসেবে বক্তৃতা দেন। চট্টগ্রামের ওমেন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতে আসেন। মারিনা একজন সামাজিক-রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট ও লেখক। তার 'অ্যাপল অ্যান্ড দি ট্রি' বইটি সুনাম কুড়িয়েছে।

জনাব মাহাথির ইসলাম বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। তাকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম চিন্তাবিদ মনে করা হয়।

মালয়েশিয়ার অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যার ধর্ম ইসলামের সাথে তার সম্পৃক্ততাকে কোনো কোনো সময় পক্ষপাতদুষ্ট কৌশল হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তবুও সরকার ও সমাজে ইসলামের জন্য আরো বিশিষ্ট স্থান অর্জনের জন্য তার ইচ্ছা তাকে অন্যান্য আধুনিকতাবাদী রাজনীতিবিদদের থেকে আলাদা করে তুলেছে এবং বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের পটভূমিতে মালয়েশিয়ার রাজনীতিকে স্থাপনের জন্য তার প্রচেষ্টা রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ ও অনন্য বলে বিশ্লেষক-গবেষকরা বলেছেন।

মালয়েশিয়ার ওপর মাহাথিরের রূপান্তরমূলক প্রভাব তাকে ঔপনিবেশিক মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চিন্তার নেতাদের একজন হিসেবে গ্রহণযোগ্য করেছে। তিনি প্যান ইসলামিজম ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক প্রবক্তা।

ইসলাম বিষয়ে তার মূল্যবান বক্তৃতামালায় মাহাথির সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ করেন এবং সম্ভাব্য সমাধান ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন। ফ্রান্সে কার্টুন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যে কয়েকজন মুসলিম নৃপতি প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ম্যাক্রোঁর বিচার চেয়েছেন এবং পৃথক আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তখন বলেছিলেন, পশ্চিমারা কখনো এসব বিচার করবে না বরং ইন্ধন জোগাবে। এখন সেটিই সত্য পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইরান, তুরস্ক নিজস্ব গাড়ির মডেল বাজারে ছেড়েছে। উভয় দেশ ও পাকিস্তান চায় মুসলিম বিশ্বে একটি গাড়ির ব্র্যান্ড হোক। মালয়েশিয়া অনেক আগেই প্রোটন ও পেরুদোয়া বিশ্ববাজারে বাজারজাত করতে সক্ষম হয়। এটি জনাব মাহাথিরের একক প্রচেষ্টার ফসল। মুসলিম বিশ্বের অনৈক্যের কারণে উম্মাহর উন্নয়নে তার ডজনখানেক প্রকল্প বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

তার ধারণাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবনতিতে অবদান রেখেছিল, তবে তার জোর ছিল যে প্রতিটি মুসলমানের ইসলামের পক্ষে কথা বলার অধিকার রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তিনি মালয়েশিয়ার রাজনীতির ভবিষ্যতের গণতন্ত্রীকরণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের ভিত্তি প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। সে প্রচেষ্টায় তিনি অনেকখানি সফল। তার বিরোধী রাজনীতিকরাও এ জন্য তাকে সম্মান করেন।

মুসলিম বিশ্বের সমান্তরাল প্রক্রিয়াগুলোর সাথে অনেক বিষয় সংযুক্ত করতে সক্ষম- ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং পশ্চিমে প্রবাসী সম্প্রদায়। মাহাথিরের ইসলামবিষয়ক বক্তৃতা, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাধারণভাবে ধর্মের বৃহত্তর পুনরুত্থান এবং বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশক পরবর্তী ইসলামী পুনরুজ্জীবন ইস্যুকে লক্ষ রেখে পড়তে বা বিবেচনা করতে হবে। তিনি ইসলামী কমন মার্কেট, মুসলমানদের জাতিসংঘ, ওআইসি বিলুপ্ত করে নতুন সংস্থা বানানো, স্বাধীন কাশ্মির, স্বাধীন ফিলিস্তিন, জর্দানকে ইহুদি মুক্তকরণ, জেরুসালেমে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ নিয়োগ, মুসলমানদের যৌথ সেনাবাহিনী গঠন, বিভিন্ন পণ্যের ইসলামী ব্র্যান্ড বাজারজাতকরণসহ নানা কাজের উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা।

ইসলাম প্রচারক জাকির নায়েকের বিষয়ে তিনি দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাকে ভারতে ফেরত পাঠাননি। ভারতে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

# জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সহজ হতো না

অয়নাংশ মৈত্র

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ ডিভিশনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সাবেক কর্মকর্তা কর্নেল আর হরিহরণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। পদব্রজে, নৌপথে ও কপ্টারে নানা দুর্গম জনপদে গিয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সমকালের পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ভারতীয় সাংবাদিক অয়নাংশ মৈত্র।

**প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কী ধরনের রণকৌশল নিয়েছিল? আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।**

**আর হরিহরণ:** স্ট্র্যাটেজিক মিসক্যালকুলেশন নয়, বরং 'অপারেশন সার্চলাইট' ছিল পাকিস্তানের জন্য একটা স্ট্র্যাটেজিক এরর বা কৌশলগত ভুল। আমি এবং ক্যাপ্টেন ঋষি ১৩০টি গণহত্যার কেস বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করি। এই গণহত্যার মধ্যে শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন। মোহাম্মদপুরে রাজাকারদের একটা জেরা কেন্দ্র ছিল। সেখানে নরকঙ্কাল ঝোলানো থাকত। আমরা এক পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভকে নদী পার হয়ে অপহরণ করে এনেছিলাম। তার মাধ্যমে আমরা অনেক পাকিস্তানি অপারেটিভ সম্পর্কে জানতে পারি।

**প্রশ্ন : ওই সময় আপনাদের ৫৭ ডিভিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।**

**আর হরিহরণ:** আমাদের কাছে ২৩ হাজার যুদ্ধবন্দি ছিল। আমাদের কাছে একজন পাকিস্তানী স্টাফ ক্যাপ্টেন কোয়ার্টার মাস্টার সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। ৫৭ ডিভিশন ৬১ জনকে চিহ্নিত করে। আমরা একজন বাঙালী পরমাণুবিজ্ঞানীকে পেয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসি ডিব্রিফিংয়ের জন্য। সেই সময় পাকিস্তান পারমাণবিক ব্যাপারে গবেষণায় খুব প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সামরিক গোয়েন্দারা কীভাবে কাজ করেছে?**

**আর হরিহরণ:** মুক্তিযুদ্ধে আমরা গুপ্তচরের ব্যবহার করিনি বললেই চলে। স্থানীয়রাই ছিল যথেষ্ট। স্থানীয় মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এ যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। স্থানীয় বাঙালিরা আমাদের মিত্রবাহিনীদের জয় বাংলা বলে অভিনন্দন জানাত। ওদিকে অপারেশন সার্চলাইট শুরুর বেশ আগেই পাকিস্তানিরা তাদের সব সিনিয়র বাঙালী অফিসারকে বদলি করে দিয়েছিল। তারা এটা করেছিল এই ইউনিটগুলো যেন বিদ্রোহ না করে।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করতেন কীভাবে?**

**আর হরিহরণ:** স্বাভাবিকভাবেই যথাযথ পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না। আবার হেলিকপ্টারের মতো যানবাহন আমাদের কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল না। জেনারেল গুঞ্জালুস এমনকি রিকশা ব্যবহার করেছিলেন। আবার ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমরা যুদ্ধ করতে করতেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সব ক্ষেত্রেই যে আমরা এয়ারলিফটেড ছিলাম, তা নয়। মনে পড়ে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জ ও কুমিল্লা যাওয়ার রাস্তায় আমরা অনেক বন্দিকে জেরা করেছিলাম। ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে ইন্টেলিজেন্স ইনপুট নিচ্ছিলাম।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের পর আপনাদের অবস্থান কী ছিল?**

**আর হরিহরণ:** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ঢাকার ধানমন্ডিতে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। পাকিস্তানের বাহিনী আত্মসমর্পণের সময়ও আমি ঢাকাতে ছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ড সেক্রেটারি আমার পাশের ভবনেই থাকতেন। আমরা যে বাড়িটায় থাকতাম সেটা পাকিস্তানিদের ছেড়ে যাওয়া। বাংলাদেশ সরকার আমাদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে। আমরা পিলখানা থেকেই কাজ চালাতাম।

**প্রশ্ন : যুদ্ধের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কীভাবে কাজ করেছেন?**

**আর হরিহরণ:** আমরা যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বিদেশি সাংবাদিকরা আমাদের সঙ্গে থেকে তাঁদের কাজ করছিলেন। জার্মান বার্তা সংস্থা, টাইম ম্যাগাজিন, আমার পূর্বতন কিছু সহকর্মী, পিটিআইর রিপোর্টার- সবাই আমার পিছু পিছু ছিলেন। আমরা হেঁটে হেঁটে, কথা বলতে বলতে অনেক মেঠোপথ পেরিয়েছি।

**প্রশ্ন : যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু মনে পড়ে?**

**আর হরিহরণ:** একবার একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে আমার একটি বার্তা দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। পথে একটা সামরিক যান পড়ে থাকতে দেখি। কাছে গিয়ে দেখি সারি সারি ভারতীয় সেনার মৃতদেহ পড়ে আছে। আখাউড়ার কাছাকাছি কোথাও হবে। আমাদের আরেকজন অফিসার লেফটেন্যান্ট মজুমদারের মর্মান্তিক মৃত্যুও আরেকটি ভয়াবহ স্মৃতি। তিনি পাকিস্তানী একটি ট্যাঙ্কে গ্রেনেড লঞ্চ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি ট্যাঙ্কের ওপর ওঠার মুহূর্তেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে হামলা চালায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছি বাঙ্কার থেকে বাঙ্কারে। মৃতদেহ খুঁজতে গিয়ে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সেনাদের মৃতদেহ আলাদাভাবে শনাক্ত করাই যাচ্ছিল না। এতটাই রক্তাক্ত ছিল যে, উর্দিও আলাদাভাবে বোঝার অবকাশ ছিল না।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আতিথেয়তা ও সহায়তা কেমন ছিল?**

**আর হরিহরণ:** মেজর উপেন্দ্রকুমার ও আমি একজন বৃদ্ধ লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকতাম। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, এই ঝুঁকি কেন নিচ্ছেন? তিনি বলেছিলেন, আমি জীবনের অনেকটা অতিবাহিত করেছি। আপনারা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করছেন; আপনারা সুরক্ষিত থাকুন। যুদ্ধ করার সময় আমরা স্থানীয় মানুষদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তারা ডাল ও ভাত পরিবেশন করেছে। নিজেরাই বলেছে, আমরা আপনাদের মাংস পরিবেশন করব না। কেননা, আপনারা হিন্দু। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এত সহজে আসত না। আমরা দেখেছি সাধারণ সবজিওয়ালা, ফেরিওয়ালা কীভাবে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছে।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ পাঁচ দশক পেরিয়েছে। আপনি এখনকার বাংলাদেশকে কীভাবে দেখেন?**

**আর হরিহরণ:** বাংলাদেশ দুর্দান্ত সাফল্য লাভ করেছে নানা ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করেই দেখা যাক না কেন! কোথায় পাকিস্তান, আর কোথায় বাংলাদেশ এখন! কিন্তু সামনের কয়েকটা বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে রেডিমেড গার্মেন্ট রপ্তানির জন্য প্রসিদ্ধ। ইউক্রেন যুদ্ধের আঁচে ইউরোপের অর্থনীতি ধুঁকছে। এদিকে বাংলাদেশ সম্প্রতি এলডিসি তালিকা থেকে উঠে এসেছে। এলডিসিভুক্ত দেশ হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেত, সামনে সেগুলো পাবে না। রেমিট্যান্স বা প্রবাসীদের পাঠানো আয়ের অংশ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখে। ইউরোপের অর্থনীতি যখন মন্দার দিকে যাচ্ছে; যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিও যখন খারাপ অবস্থায়; প্রবাসীদের পাঠানো অর্থও হ্রাস পাবে।

**প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলবেন?**

**আর হরিহরণ:** মোদির জমানায় একটি ভালো কাজ হয়েছে- বাংলাদেশের সঙ্গে সব ছিটমহল সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। দুদিক থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরাহা করা হয়েছে। ট্রানজিটের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে চুক্তিগুলো হয়েছে, তা সুদূরপ্রসারী ফল রাখবে। ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ চুক্তি থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ লাভবান হতে পারে।

**প্রশ্ন : সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এই সাক্ষাৎকার বাংলাদেশের বিজয় দিবসে প্রকাশ হবে। আপনাকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।**

**আর হরিহরণ:** বাংলাদেশের মানুষের জন্যও ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষ থেকে বিজয়ের শুভেচ্ছা।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

# হোমিও চিকিৎসা



## এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

# পুঁজিবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়?

**মোহাম্মদ হিযবুল্লাহ**

বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাবলি প্রায় একই রকম। সীমাহীন অভাব পূরণের উদ্দেশেই সীমিত সম্পদের নিয়োগ বিন্যাসই হলো প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থাৎ, সম্পদে স্বল্পতা ও অভাবের অসীমতা থেকে অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয়। অর্থনীতিবিদ পি এ স্যামুয়েলশনের মত, অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা তিনটি-

১. কী ও কতটুকু উৎপাদন করা হবে।
২. কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে।
৩. কার জন্য উৎপাদন করা হবে।

প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি প্রায় একই রকম হলেও বিভিন্ন দেশের সম্পদের পরিমাণে তারতম্য রয়েছে। সম্পদের এই তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক দেশ তাদের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে নিজস্ব অর্থব্যবস্থা পছন্দ করে থাকে। বর্তমানে চারটি অর্থব্যবস্থা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে- ১. ধনতন্ত্র; ২. সমাজতন্ত্র; ৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও ৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর মধ্যে আংশিক মিল লক্ষ করা যায়। যার ফলে অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন এবং উভয়ের কনসেপ্টগুলো একাকার করে ফেলেন। তাই, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ বোঝাটা জরুরি।

**পুঁজিবাদী অর্থনীতির পর্যালোচনা:** আমাদের মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদ নিছক একটি অর্থব্যবস্থা নয়; বরং একটি জীবনদর্শন ও জীবনব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার অবাধ অধিকার। ব্যক্তি সব প্রকার উৎপাদন উপকরণ, যন্ত্রপাতি ইচ্ছামতো ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। সে ইচ্ছামতো যেকোনো পন্থায় অর্থোপার্জন করতে পারে। আবার যেকোনো পথে নিজ ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ব্যয় করতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার অবকাশ রাখে না। এখানে পুঁজিবাদ ব্যক্তিমালিকানার স্বীকার করে নিয়ে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে তাদের কোনো গলতি নেই। তাদের গলতি হচ্ছে তারা ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণকে লক্ষ রাখেনি। তারা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধের কোনো সীমা নির্ধারণ না করে জুলুম, শোষণ ও অপচয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে- জোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় বিধি। এই মূলনীতিতে বলা হয়েছে- বাজারব্যবস্থাকে কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় বা কোনো গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। এটিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। কারণ যদি এটিকে কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে উৎপাদনের স্বাভাবিক গতিশীলতা ব্যাহত হবে এবং মেধা ও শ্রমের ব্যাপক অপচয় ঘটবে।

তাদের এই মূলনীতিটি আপন স্থানে ঠিক থাকলেও এতে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং কোনো শর্ত রাখা হয়নি। ফলে এতে সম্পদ গুটিকয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। উপরিউক্ত মূল নীতিদ্বয়ই মূলত পুঁজিবাদের ভিত্তি।

পুঁজিবাদের তৃতীয় মূলনীতি হলো- অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের উৎপাদন গতিশীল হয়, উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে এবং মুনাফা অর্জন বেশি হয় সত্য, তবে একজন উদ্যোক্তা অন্যকে পরাস্ত করার জন্য অনেক সময় যে অনৈতিক ও অমানবিক পন্থা অবলম্বন করে তা বর্ণনাতীত। শর্তহীন অবাধ প্রতিযোগিতায় অল্প পুঁজির উদ্যোক্তারা পুঁজিপতিদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারেন না। ক্ষতি পুষিয়ে তুলতে ও অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য তারা অসধুপায় অবলম্বন করে। যেমন- পণ্যে ভেজাল দেয়া, ওজনে কম দেয়া, মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি। যার সামগ্রিক প্রভাব পড়ে জনজীবনের ওপর।

পুঁজিবাদের চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে- মালিক ও শ্রমিকের অধিকারে মৌলিক পার্থক্যকরণ। একদল এতে নিজেদের একক ব্যবস্থাপনায় পণ্য উৎপাদন করে ও উৎপাদন-উপকরণ সরবরাহ করে। এতে সমস্ত লাভ ও মুনাফা তারা নিজেদের পকেটে ভর্তি করে আর লোকসানও তারা একাই বহন করে। আরেক দল নামমাত্র মজুরিতে শ্রম বিক্রি করে। এ প্রক্রিয়ায় মালিকের কাছে সমস্ত মুনাফা পুঞ্জীভূত হয় এবং শ্রমিক তার ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদের পঞ্চম ভিত্তি হলো- রাষ্ট্র বা সরকার জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন, আয় ও উৎপাদনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; বরং ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চতকরণই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাদের কথা হলো- যদি রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ব্যক্তির উৎপাদনস্পৃহা হ্রাস পাবে এবং উৎপাদনের গতিশীলতা বিনষ্ট হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকালীন এই মূলনীতিটি বাস্তবতানুগ হলেও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় এটি গলার কাঁটা হয়ে উঠবে। কারণ পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো অধিক মুনাফা অর্জন। যদি ব্যবসায়ীদের অসাধু কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে তারা অধিক মুনাফা অর্জনের মোহে সমন্বিতভাবে বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট করবে, যা দেশে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করবে।

পুঁজিবাদের অন্যতম একটি ভিত্তি হলো সুদ। আর পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো অধিক মুনাফা অর্জন। এ প্রক্রিয়ায় তারা অবাধ ও স্বাধীন। কাউকে বিনা সুদে 'এক পয়সা' ধার দেয়া পুঁজিবাদের কাছে বোকামির নামান্তর; বরং এর উপযুক্ত বিনিময় অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে। এর হার ও পরিশোধের মেয়াদ আগে থেকেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উল্লিখিত মূলনীতিগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, এই অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষই হলো অধিক মুনাফা অর্জন, যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে ব্যর্থ। এটি যেসব অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে এটি জন্ম লাভ করেছিল তার সিকিভাগও পূরণ করতে পারেনি; বরং পুরো সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার।

**ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা:** ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর সাথে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতির আংশিক মিল দেখা যায়। এ কারণেই সমাজতন্ত্রের ধারকরা বর্তমান ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আপডেট ভার্সন বলে থাকেন এবং উভয় অর্থব্যবস্থার পরিণাম একই হবে মর্মে বলে থাকেন। অথচ উভয় অর্থব্যস্থার অর্থনৈতিক সাফল্য, যুগোপযোগিতা ও পরিণামের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি বিষয় নিয়ে ইসলাম আলোচনা করেছে। মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধানে ইসলাম দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। ইসলামের ধারণা অনুসারে, পুরো পৃথিবীকে আল্লাহ নিজের অধীনে রেখে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক ও অধিপতি একমাত্র তিনি। আল্লাহ বলেন- 'তুমি কি জানো না, যে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর' (সূরা বাকারা, আয়াত-১০৭)।

বান্দাকে তিনি সম্পদের আমানতদার বানিয়েছেন এবং প্রয়োজনমতো যথোপযুক্ত খাতে ব্যয় করার ও তা বৈধ প্রক্রিয়ায় আয় করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে, তিনি বান্দাকে একচ্ছত্র মালিকানা দেননি। সে যেভাবে ইচ্ছা আয় বা ব্যয় করবে- এমন স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়নি।

ব্যক্তিমালিকানা মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। যে বস্তুকে মানুষ নিজের মনে করবে সে বস্তু উৎপাদনে আগ্রহ পায় আর তা সংরক্ষণে যত্নবান হয়। তার জন্য হাজারও কষ্ট স্বীকার করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। অন্য দিকে যে বস্তুতে ব্যক্তির মালিকানা থাকে না, তার প্রতি সে যতত্নশীল হয় না এবং তার জন্য যৎসামান্য শ্রম দিতে সে অলসতাবোধ করে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। তাই ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত বিষয়কে স্বীকার করে উৎপাদনে মানুষের শ্রম ও মেধাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাতে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছে। আল্লাহ বলেন- 'পুরুষরা যা উপার্জন করবে তা তাদের জন্য। মহিলারা যা উপার্জন করবে তা তাদের জন্য' (সূরা নিসা, আয়াত-৩২)।

তবে ইসলাম ব্যক্তিমালিকানার অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি। ব্যক্তিমালিকানায় যেন সম্পদ গুটিকতকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে না পড়ে এবং ব্যক্তির সঞ্চয় যেন সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার ওপর প্রভাব না ফেলে তাই ইসলাম উপার্জনের ক্ষেত্র ও ব্যয়ের খাত হালাল-হারামের বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে। যাতে জুলুম ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ কুক্ষিগত হতে না পারে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা চাহিদা ও জোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধান স্বীকার করে। অর্থব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কিংবা কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ইসলাম জুলুম মনে করে। কারণ এতে ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে যে পর্যায়ে কাজ করে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের বিষয় না থাকলে ব্যক্তির মেধা ও শ্রম সে পর্যায়ে কাজ করে না । আনাস রা: থেকে বর্ণিত- লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ মূল্য নির্ধারণকারী এবং তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। আমি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হতে চাই যে, লোকেরা যেন দাবি করতে না পারে, আমি তাদের জান-মালের ওপর হস্তক্ষেপ করেছি' (সহিহ ইবনে মাজাহ-২২০০)।

বর্ণিত হাদিস থেকে জোগান ও চাহিদাবিধির সুস্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়। তবে সব কিছু পুঁজির মালিকদের হাতে তাদের স্বাধীন ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। কারণ অবাধ স্বাধীনতা দিয়েই মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ও সব সম্পদ গুটিকতকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। ফলে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব পড়ে। যদি তাদেরকে স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও পণ্য বাজারজাত করার অধিকার দেয়া না হয় তাহলে উৎপাদনের গতিশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিনষ্ট হবে এবং মেধা ও শ্রমের ব্যাপক অপচয় ঘটবে।

তবে, তাদের অবাধ স্বাধীনতা যেন সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে এবং বাজারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নষ্ট করে দিতে না পারে সে জন্য ইসলাম তাদের কর্মকাণ্ডকে কিছু শর্ত ও বিধির আওতাধীন করে দিয়েছে। যেমন- ধারণার ওপর অস্পষ্ট ক্রয়-বিক্রয়, পণ্যবিহীন বেচাবিক্রি, সুদি লেনদেন ইত্যাদি হারাম হওয়া। কেননা, এসব প্রক্রিয়ায় মূলত সম্পদ গুটিকতক ধনীর হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। মুনাফা অর্জনে পুঁজিপতিদের অনেক লেনদেন এসব প্রক্রিয়ার ওপরই নির্ভরশীল। এভাবে ইসলাম মানবজীবনের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা আবর্তন করেছে। তা ছাড়া, সম্পদ যেন পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে না পড়ে সে জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেমন- জাকাত, ফিতরা, কাফফারা, দম, মিরাস ইত্যাদি। এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদ গরিব-মিসকিন, অভাবী বা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সব অর্থব্যবস্থার মোটামুটি মৌলিক ভিত্তি দু'টি- ১. ব্যক্তি মালিকানার অধিকার ও ২. জোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় বিধি। সব অর্থব্যবস্থাই মৌলিকভাবে এ দু'টি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। এ দু'টি থেকেই পর্যায়ক্রমে আরো বহু শাখাগত মূলনীতির উদ্ভব হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির পর্যালোচনায় শুধু মৌলিক মূলনীতিদ্বয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো বহু শাখাগত মূলনীতি রয়েছে। শাস্ত্রীয় অর্থনীতির আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণার স্বার্থে আরো বহু শাখাগত মূলনীতির উদ্ভব হতে পারে। তবে সবগুলোই দিন শেষে উপরিউক্ত দুই মৌলিক মূলনীতিকে সাব্যস্ত করবে ও এগুলোর দিকেই ফিরবে।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান। এর অর্থব্যবস্থার প্রতিটি কনসেপ্ট আল্লাহ প্রণীত ও নির্ধারিত। তার প্রতিটি বিধান সুন্দর, সত্য, যুগোপযোগী ও কল্যাণকামী। এতে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ নেই। জুলুম, নিপীড়ন ও বৈষম্যের কোনো সম্ভাবনা নেই।

*লেখক: শিক্ষার্থী, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী*

**পুঁজিবাদের পঞ্চম ভিত্তি হলো- রাষ্ট্র বা সরকার জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন, আয় ও উৎপাদনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; বরং ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চতকরণই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাদের কথা হলো- যদি রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ব্যক্তির উৎপাদনস্পৃহা হ্রাস পাবে এবং উৎপাদনের গতিশীলতা বিনষ্ট হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকালীন এই মূলনীতিটি বাস্তবতানুগ হলেও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় এটি গলার কাঁটা হয়ে উঠবে। কারণ পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো অধিক মুনাফা অর্জন।**

# ড. মাহাথিরের ভাবনা

(১৪ পাতার পর)

জন্মগ্রহণকারী অনেক ভারতীয় মুসলিম নাগরিকত্ব হারিয়ে বিদেশের মাটিতে কবরস্থ হয়েছেন। যেমন, চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসাইন। এসব বিষয় জাকির নায়েকের ইস্যুতে উঠে আসে। কাতার, সৌদি আরব ও আমিরাত এই ইস্যুতে জাকির নায়েককে সাপোর্ট দেয়; ফলে ভারত কোনো সুবিধা করতে পারেনি বরং মোদি সরকার ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়ে নতুন পলিসি ঘোষণা করে নেতানিয়াহুর গালে যেন চপেটাঘাত করলেন।

মাহাথির অনেক সময় বিতর্কিত মন্তব্য করেন। কংগ্রেস ফর মালয় সারভাইভাল আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত করার দাবি জানান। তিনি বলেছেন, সিঙ্গাপুর একসময় মালয়েশিয়ার জোহরের মালিকানাধীন ছিল, সিঙ্গাপুরকে জোহর অঙ্গরাজ্যের সাথে সংযুক্তর জন্য মালয়েশিয়ার কাছে ফিরিয়ে দেয়া উচিত এবং এ জন্য মালয়েশিয়ার প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলা উচিত যে কেবল পেদ্রা ব্রাঙ্কা নয় সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জও মালয়েশিয়ার, কেননা তারা মালয় ভূমির লোক। জরুরি কাজ শুরু না করলে মালয় উপদ্বীপটি ভবিষ্যতে অন্য কারো হবে কি না মাহাথির এমন আশঙ্কা করেন। তিনি সংশয় প্রকাশ করেন যে, মালয়েশিয়ায় এখন ভূমিপুত্ররা মালিক নয়, অনেক দরিদ্র মালয় অন্যদের জমি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন, অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। যদি ভুল হয় তা হলে এসব ভুল সংশোধন করা উচিত, যাতে জমিজমা মালয় ভূমিতে থেকে যায়।

চলমান কাতার বিশ্বকাপ সম্পর্কে মাহাথির বলেন যে, জাপানি সমর্থকরা কিভাবে তাদের দলের পরাজয়ের পর স্টেডিয়ামের আবর্জনা সংগ্রহ করে জায়গাটি পরিষ্কার করতে সহায়তা করেছিল তা খুবই অবাক করার বিষয়। এমন বেদনাদায়ক পরাজয়ের পর জাপানি ভক্তরা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। তাদের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, অহঙ্কার ও সম্মানবোধকে ব্যক্তিগত দুঃখ বা দুঃখবোধের কাছে নতি স্বীকার করতে দেয়নি।

জনাব মাহাথির লুক ইস্ট নীতির অন্যতম প্রবক্তা। মালয়েশিয়ার নাগরিকদের যদি জাপানিদের মতো একই মনোভাব, নৈতিকতা ও কর্মসংস্কৃতি থাকে, পাশাপাশি তাদের কাজের প্রতি গর্ববোধ থাকে এবং ব্যর্থ হলে লজ্জাবোধ থাকে, তা হলে তারাও জাপানিদের মতোই সফল হব। লুক ইস্ট পলিসি মালয়েশিয়া-জাপান সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি মুক্ত হতে চাইলেও তার গোঁড়া সমর্থকরা এবং তাকে যারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তারা নিরিবিলি বসবাস করতে দিচ্ছেন না। যত দিন আছেন তিনি যেন তত দিন আলোকবর্তিকা নিয়ে রাজনীতির মহাসড়কে হেঁটে যান।

জনাব মাহাথির এখন কি শুধু বই লিখবেন, লেকচার দেবেন বা ইনস্টিটিউট চালাবেন, নাকি রাজনীতির মঞ্চ ছেড়ে মালয়েশিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করবেন, নাকি আবার জিটিএ নিয়ে কাজ করবেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। আর এসবই তিনি একসাথেও করতে পারেন। সবচেয়ে বড় বাধা তার বয়স। কারো জানা নেই নিয়তি তাকে কতটুকু সময় দেবে।

জিটিএর মহাসচিব মারজুকি ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তারা তাদের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। জিটিএ সুপ্রিম কাউন্সিল সম্প্রতি শেষ হওয়া সাধারণ নির্বাচনে তাদের কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন করেছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে জিটিএ একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে যাবে।

জনাব মাহাথির ভোটারদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তাদের ক্রুসেড বাস্তব, যদিও তারা সংখ্যায় খুবই কম। মাহাথির, তার সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আবেগঘন খোলা চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি প্রত্যেককে চিনি না, তবুও যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, পেজুয়াং/জিটিএর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান দেখিয়ে অন্যদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের সাহসের জন্য আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমরা সংখ্যায় কম হলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড অব্যাহত থাকবে।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

### এমপি পদত্যাগে সংসদের কিছু হয় না, তবে...

কামাল আহমেদ

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ৫১ বছরের অভিযাত্রায় আমাদের শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে যত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তার তুলনা বিশ্বের আর কোনো দেশের আছে কি না, বলা মুশকিল। এর মধ্যে অবশ্য দুই দফার সামরিক শাসনও কিছু রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে, যার প্রভাব থেকে এখনো নিষ্কৃতি মেলেনি।

একটি বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের আকাঙ্খা থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলেও আমরা রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় এবং বহুদলীয় উভয় রকম ব্যবস্থাই দেখেছি। আবার সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণের পর আমরা যেমন বহুদলীয় সংসদ পেয়েছি, তেমনই একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা ও বিরোধী দলের আসন অলংকৃত করা অদ্ভুতুড়ে ব্যবস্থাও দেখেছি।

এখন সংসদের বিরোধী দলের আসন থেকে বিএনপির সংসদ সদস্যরা পদত্যাগের পর আমরা দেখব আরেক ধরনের সংসদ, যে সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসা কেউ আর মন্ত্রিসভায় নেই, কিন্তু আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁদের কার্যকর বিরোধী দল গণ্য করাও কঠিন। তাঁরা সরকারি ঘোষণায় বিরোধী দল, কিন্তু বাস্তবে সরকারের সহযোগী। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও শুধু এ রকম অনন্য নজির তৈরির জন্যই আমরা নিজেদের বিশ্বের রোল মডেল ভাবতে পারি।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এমপিদের সংসদ থেকে পদত্যাগে সংসদের কিছুই হবে না। তিনি আওয়ামী লীগের অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো ঠিকই বলেছেন। সংসদ থেকে বিএনপির সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করে যে নতুন কোনো নজির তৈরি করলেন, তা নয়।

এর আগেও অনেকবার অনেক দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেছেন, তবে সেখানেও আওয়ামী লীগই এগিয়ে আছে। বিএনপির সংসদ সদস্যদের আগে অন্য যে সংসদ সদস্য নিজে থেকেই পদত্যাগ করেছিলেন, তিনি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ। তিনি সংসদ সদস্যপদ ছাড়ার আগে ছেড়েছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদ, কিন্তু ২০০৯ সালের জুনের সে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। এর প্রায় তিন বছর পর ২০১২ সালের এপ্রিলে তিনি সংসদের সদস্যপদ থেকেই ইস্তফা দিয়ে স্পিকারের কাছে ইমেইল পাঠান। তখনো তা গৃহীত হয়নি। অবশেষে ওই বছরের ৭ জুলাই তিনি সশরীর স্পিকারের দপ্তরে হাজির হয়ে পদত্যাগপত্র দিলে তখন তাঁর পদত্যাগপত্রগুলো কার্যকর হয়।

তার আগের পদত্যাগের নজিরটি ১৯৯৪ সালের এবং ডিসেম্বর মাসের। সংসদ থেকে পদত্যাগের অন্তত তিনটি ঘটনা দেখা যাচ্ছে ডিসেম্বরেই ঘটেছে। সে বছরের ২৮ ডিসেম্বর পঞ্চম সংসদের বিরোধী দলগুলোর মোট ১৪৬ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন, যাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ছিলেন ৮৮, জাতীয় পার্টির ৩৫, জামায়াতে ইসলামীর ১৮, বাকশালের ৫, সিপিবির ৫, ন্যাপ এবং গণতান্ত্রিক পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (সিরাজ), এন-ডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটের একজন করে। নির্বাচনের

## বিজয়ের মাস

# মুক্তিবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ভাবনা

সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবিতে সংসদ থেকে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করেন।

সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে সংসদীয় ব্যবস্থায়ও। শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে যোগ্যতা হারানোয় কেউ পদত্যাগ করেননি; তাঁদের সবার পদত্যাগের কারণ রাজনীতি এবং তা প্রতিবাদ হিসেবেই। আবার তা শুধু সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের প্রতিবাদ নয়, সংসদ সদস্যদের পদত্যাগে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো সরকারের পতন হয়নি, ক্ষমতাসীন দলের ভেতরের



প্রতিবাদও আছে। এসব প্রতিবাদের কোনোটিতেই তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে রাজনীতিতে তার প্রভাব ঠিকই অনুভূত হয়েছে।

২৯ ডিসেম্বরের জনকণ্ঠ পত্রিকায় 'শেষ চেষ্টা ব্যর্থ: বিরোধী দলের পদত্যাগ' শিরোনামের প্রতিবেদনে লেখা হয়, স্পিকারের দপ্তরের পাশের কক্ষে রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে সংসদের উপনেতা বি চৌধুরী, সালাম তালুকদার ও কর্নেল অলি আহমদ বিরোধীদলীয় নেতাদের বৈঠকে এসে পৌঁছান। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ৩০ দিন আগে পদত্যাগ করবেন, তবে মেয়াদ শেষে নির্বাচনের আগে বিরোধী দল হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদি কোনো কর্মসূচি দিয়ে সরকারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারবে না–মর্মে চুক্তি হতে পারে। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদলীয় নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন পদত্যাগের। অবশেষে ৯টা ১৫ মিনিটে ওই বৈঠকে উপস্থিত স্পিকারের কাছে তিন দলের সংসদীয় নেতা মোট ১৪৬ জন সংসদ সদস্যদের পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকারের সমঝোতার প্রস্তাব এভাবেই ভেস্তে যায় বলে সেদিনের ডেইলি স্টার ও বাংলাদেশ অবজারভার-এর খবরেও বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালীন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী অবশ্য পদত্যাগপত্রগুলো গ্রহণ করেননি। ১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী স্পিকার সিদ্ধান্ত দেন, পদত্যাগপত্রগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিরোধী দল সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন সংসদ অধিবেশনের অনুপস্থিতির ৯০ দিন পূরণ হলে সংবিধান অনুসারে এসব সদস্যদের পদ শূন্য হয়ে যায়। এরপর স্পিকার এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়ে পাঠান।

সুপ্রিম কোর্ট এসব সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হওয়ার রায় দেন। তবে সেসব শূন্য হওয়া আসনে কোনো উপনির্বাচন হয়নি। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত নির্বাচন দলগুলো বর্জন করে। সেই ষষ্ঠ সংসদেই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার জন্য সংবিধানের সংশোধনী পাস হয় এবং সংসদ গঠিত হওয়ার পর মাত্র চার কার্যদিবস তা অধিবেশনে বসে। ৩০ মার্চ ষষ্ঠ সংসদ ভেঙে দিয়ে গঠিত হয় বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

এর আগেও সংসদ থেকে সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের নজির আছে। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়ে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৮৬ সালে সংসদের নির্বাচন আয়োজন করেন। সেই নির্বাচন সব দল বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫-দলীয় জোট শেষ মুহূর্তে নির্বাচনে অংশ নেয়। জামায়াতে ইসলামীও সে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। সেটি ছিল চতুর্থ সংসদ, যাতে আওয়ামী লীগের আসন ছিল ৭৬টি এবং জামায়াতে ইসলামীর ১০।

এ ছাড়া সিপিবি, ন্যাপ, জাসদসহ (রব) আরও কয়েকটি দলের কয়েকজন সদস্য ছিলেন। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী দলগুলোর সদস্যদের পদত্যাগের কথা ওঠে। ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস বার্তা সংস্থা এপির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় যে এরশাদ সংসদ ভেঙে দিয়েছেন (বাংলাদেশ'জ পার্লামেন্ট শাট এমিড স্ট্রাইকস, আনরেস্ট)। ওই বছরের নভেম্বরের ১০ তারিখ থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট যুগপৎ আন্দোলনে একের পর এক হরতাল পালনের কর্মসূচি শুরু করলে এরশাদ জরুরি অবস্থা জারি করেন। ওই খবরেই বলা হয় যে ৩ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেছেন।

যে কোনো ইস্যুতে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচি পালন করে থাকে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন। গত ১৮ সেপ্টেম্বরে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ।

তারও আগে, বস্তুত প্রথম সংসদেই পদত্যাগের নজির তৈরি হয় ১৯৭৫ সালে। সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠিত হলে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম এ জি ওসমানী এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন পদত্যাগ করেন। আর জাসদের ময়েন-উদ্দিন আহমেদ মানিক ও আবদুল্লাহ্ সরকার বাকশালে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাঁদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়।

সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে সংসদীয় ব্যবস্থায়ও। শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে যোগ্যতা হারানোয় কেউ পদত্যাগ করেননি; তাঁদের সবার পদত্যাগের কারণ রাজনীতি এবং তা প্রতিবাদ হিসেবেই। আবার তা শুধু সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের প্রতিবাদ নয়, সংসদ সদস্যদের পদত্যাগে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো সরকারের পতন হয়নি, ক্ষমতাসীন দলের ভেতরের প্রতিবাদও আছে। এসব প্রতিবাদের কোনোটিতেই তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে রাজনীতিতে তার প্রভাব ঠিকই অনুভূত হয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক

## ফারদিনের মৃত্যু

# কেন মরিবার হল তার সাধ?

**এহসান মাহমুদ**

বুয়েটের শিক্ষার্থী ফারদিন 'খুন হননি, আত্মহত্যা করেছেন'- এই সংবাদ পাঠের পরে জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কথাই মনে পড়ল; যেখানে আছে- 'কাল রাতে- ফাল্গুনের রাতের আঁধারে/ যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/ মরিবার হল তার সাধ।' ফারদিন খুন হয়েছেন, নাকি আত্মহত্যা করেছেন, তা নিয়ে অনেকে কৌতূহলী এমনকি 'আসল খবর' জানতে 'উৎসাহী' হলেও ঘটনাটি হত্যা, দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা- এই সুরাহা এখনও হয়নি। দিনটি ছিল ৪ নভেম্বর, ২০২২। রাজধানীর রামপুরা থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকায় যান বুয়েটছাত্র ফারদিন নুর পরশ। নিখোঁজের তিন দিন পর ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। এ ঘটনায় ফারদিনের বান্ধবী বুশরাসহ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'হত্যা করে লাশ গুম' করার অভিযোগে রামপুরা থানায় মামলা করেছিলেন ফারদিনের বাবা নুর উদ্দিন রানা। ওই মামলার ভিত্তিতে গত ১০ নভেম্বর রামপুরা এলাকার একটি বাসা থেকে বুশরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুশরা এখনও কারাগারে।

বুয়েটের একজন শিক্ষার্থী, তাঁর কী এমন ঘটতে পারে, যার জন্য তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নিলেন? ডিবি যুক্তি হিসেবে পারিবারিক চাপ, দুই ভাইয়ের পড়াশোনার টাকা জোগানো, ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়া এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে স্পেনে যাওয়ার টাকা সংগ্রহ করতে না পারাকে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ফারদিন অন্তর্মুখী ছিলেন। সবাইকে সবকিছু বলতেন না। তাঁর পরীক্ষার ফলও ধারাবাহিকভাবে খারাপ হচ্ছিল। ফারদিন চার জায়গায় ছাত্র পড়াতেন। সেই টাকা দিয়ে নিজের ও ছোট দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। এত ছাত্র পড়াতে গিয়ে তাঁর বাসায় ফিরতে দেরি হতো। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার জন্য তাঁকে পরিবার শাসন করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকা নিয়েও পরিবার থেকে বাধা ছিল। ঘটনার দিন তিনি যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাতে মনে হয়, ফারদিনের মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। আত্মহত্যার জন্যই তিনি কেরানীগঞ্জের বাবুবাজার ব্রিজে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই সময় ব্রিজ এলাকায় অনেক লোক থাকায় সম্ভবত তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।



মনোবিশ্লেষকরা 'বাইপোলার ডিজঅর্ডার' বলে একটি বিষয়ের কথা বলে থাকেন। এমনটা হলে বিষণ্ণতা ও মনোবৈকল্যের চাপ অনেককেই আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে। শেষাবধি কারও কারও ক্ষেত্রে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া পথ খোলা থাকে না। ফারদিনের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে বলে পুলিশের বক্তব্য শুনে ধারণা জন্মাতে পারে। কিন্তু যখনই আমরা ফারদিনের বাবার মুখে শুনি: 'ফারদিন ছিল সংগ্রামী, অদম্য মেধাবী; যে কোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলতে পারত। ও নিজে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। সে আত্মহত্যা করতে পারে না'- তখন পুলিশের একই ঘটনার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ আমাদের কোনো মীমাংসা দিতে পারে না। সমকালে প্রকাশিত সংবাদে ফারদিনের আত্মহত্যা করার কারণ কী- এমন প্রশ্নের আরও চমকপ্রদ বক্তব্য পাওয়া গেছে র‍্যাব কর্মকর্তার কাছে। তিনি বলেছেন : 'আমি আত্মহত্যার কথা বলিনি। বলছি, সুলতানা কামাল সেতুর রেলিং থেকে স্বেচ্ছায় ফারদিন পানিতে ঝাঁপ দিয়েছেন। এটি অ্যাডভেঞ্চার, নাকি অন্য কোনো কারণে তা তদন্ত কর্মকর্তাদের তদন্তে উঠে আসবে।'

আমরা স্মরণ করতে পারি, ফারদিনের মৃত্যুর পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বরাত দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য গণমাধ্যমে আসে। প্রথমে বলা হলো, চনপাড়াকেন্দ্রিক মাদক গ্যাং তাকে খুন করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে একবার দাবি করা হয়, ঢাকার ভেতরে খুন হয়ে থাকতে পারেন ফারদিন। র‍্যাবের ভাষ্য, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তারা পেয়েছে- ফারদিন ওই দিন রাত ২টা ১ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর বিবিরবাগিচা থেকে লেগুনায় ওঠেন। রাত আনুমানিক ২টা ২০ মিনিটে সুলতানা কামাল ব্রিজের অন্যপাশে তারাব বিশ্বরোডের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় লেগুনা থেকে নামেন। রাত ২টা ২৬ মিনিটে সুলতানা কামাল ব্রিজের তারাব প্রান্তে তাঁর অবস্থান ছিল। রাত ২টা ৩৪ মিনিটে ওই ব্রিজের প্রায় মাঝখানে আসেন ফারদিন। রাত ২টা ৩৪ মিনিট ৯ সেকেন্ডে সুলতানা কামাল ব্রিজের রেলিং ক্রস করেন তিনি। রাত ২টা ৩৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে সুলতানা কামাল ব্রিজের ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দেওয়ার পর রাত ২টা ৩৪ মিনিট ২১ সেকেন্ডে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিতে পড়েন ফারদিন। রাত ২টা ৩৫ মিনিট ৯ সেকেন্ডে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া রাত ২টা ৫১ মিনিটে ফারদিনের হাতের ঘড়িতে পানি ঢুকে অকার্যকর হয়ে পড়ে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পুলিশের এই বিস্তারিত তথ্য হাজির করা যেমন ঘটনার বিশদ বুঝতে সাহায্য করবে, পাশাপাশি একই ঘটনার বহুমাত্রিক ভাষ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। ফারদিনের ঘটনায় আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও অতিকথন বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ফারদিনের নিখোঁজ হওয়া, শীতলক্ষ্যা থেকে মরদেহ উদ্ধার, ফারদিনের বান্ধবীকে গ্রেপ্তার, চনপাড়া বস্তিতে র‍্যাবের অভিযান, সিসিটিভি ফুটেজ, পুলিশ ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে আত্মহত্যা দাবি এবং ফারদিনের বাবার আর্তনাদ- এ সবকিছু যেন আমাদের তথ্য অধিকারকে অদ্ভুত আঁধারে ছেয়ে ফেলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্ত কার্যক্রমের নামে চমকপ্রদ তথ্য আমাদের ক্লান্ত করছে এবং জাগিয়ে তুলছে বিপন্ন বিস্ময়।

লেখক: সহ সম্পাদক, সমকাল

### সাক্ষাৎকারে মনজুরুল আহসান খান

# দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুক্তি এখনও আসেনি

## সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সাইফুর রহমান তপন

প্রবীণ বাম নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুরুল আহসান খান গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবির উপদেষ্টা। এর আগে ১৯৯৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পরপর তিন মেয়াদে দলটির সভাপতি ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি লেখালেখিতেও যুক্ত জীবনে বারবার কারাভোগ করা এ বাম নেতা। তাঁর রচিত 'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস্ব' পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ। মনজুরুল আহসান খানের জন্ম ১৯৪৫ সালে, কলকাতায়।

**প্রশ্ন : আপনার জন্ম ও শিক্ষাজীবন নিয়ে কিছু বলুন।**

**মঞ্জুরুল আহসান খান:** আমার জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার তাঁতীবাজারে। আমার বাবা তখন ওখানে সরকারের খাদ্য বিভাগে চাকরি করতেন। আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার সেগুনবাগিচা স্কুলে; সেখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ি। ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠে পুরানা পল্টনে ফকিরাপুল খালের কাছে সরকারি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একটা শাখা স্কুল ছিল, সেখানে ভর্তি হই। সপ্তম শ্রেণিতে পুরান ঢাকায় মূল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চলে যাই; তখন আমার বাবা রংপুরে বদলি হলে রংপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হই। ওখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করি। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ি নটর ডেম কলেজে। পরে ওখানেই বিএসসিতে ভর্তি হই। তবে বিএসসি পাস করেছি জগন্নাথ কলেজ থেকে।

**প্রশ্ন : জগন্নাথে কেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** নটর ডেম কলেজে আমরা একটা আন্দোলন করি। তখন আমার নেতৃত্বে সেখানে প্রথম ছাত্র সংসদ গঠিত হয়। বিএসসি ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার বাবাকে ডেকে বলেন- আপনার ছেলে আমাদের জন্য একটা সমস্যা; ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যান। তখন জগন্নাথের রাতের শিফটে ভর্তি হই। সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী সাইদুর রহমান; সাংবাদিক শফিক রেহমানের বাবা; তিনি আমাকে ভর্তির সুযোগ দেন।

**প্রশ্ন : আপনার রাজনৈতিক জীবন শুরু হলো কখন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** নটর ডেমে আন্দোলন চলাকালে আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। সেটাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রশ্ন : কোন সালে এটা?

মনজুরুল আহসান খান: ১৯৫৭ সাল।

**প্রশ্ন : আপনি ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** নটর ডেমে আন্দোলনের সময় মতিয়া চৌধুরী আমাদের উৎসাহ দিতে এসেছিলেন। আসলে তখন ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ ছিল। কবি জসীম উদ্‌দীনের ছেলে ফিরোজ আনোয়ার বাবুও ওই আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়। জগন্নাথে আসার পর আমাকে সেখানকার ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি করা হয়েছিল; তবে বেশি দিন ছাত্র রাজনীতি করিনি। নটর ডেমে থাকতেই আমি শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ি।

**প্রশ্ন : কীভাবে?**

**মনজুরুল আহসান খান:** নটর ডেম কলেজের পাঠাগার থেকে আমি 'ক্যাপিটাল' নামে একটা বই নিয়েছিলাম। পুরো ক্যাপিটাল ওটাতে ছিল না; ছিল একটা সংকলন- ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো এবং ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নিয়ে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো আমি এক রাতে পড়ে ফেলি এবং কমিউনিজমের প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ওই বই আমি পরে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে দিই। তিনিও খুব ইম্প্রেসড হন এটা পড়ে। সেখানে লেখা ছিল শ্রমিক শ্রেণিই একমাত্র কাউকে শোষণ করে না, বরং শোষিত হয়। অতএব এরাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে। এটা আমাকে শ্রমিক আন্দোলনে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। তখনই; বিএসসি পড়াকালে আমি পোস্তগোলা-শ্যামপুরে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে চলে যাই।

**প্রশ্ন : কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলেন কখন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** পোস্তগোলায় যাওয়ার পর আমার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয় কলেজের এক বন্ধু জয়নাল আবেদিনের মাধ্যমে। পার্টি তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে; তার এক নেতা নাসিম আলীও তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে; তাঁর সঙ্গেই আমার কথা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে পার্টির কাজ শুরু করি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আমি ভালোভাবেই যুক্ত ছিলাম। শ্রমিক আন্দোলনে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি। পোস্তগোলায় একটা বড় ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল- উজালা; আমি উজালার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হই। তেজগাঁও শ্রমিক আন্দোলনেও আমার অংশগ্রহণ ছিল। সেখানকার টিঅ্যান্ডটি ফ্যাক্টরির শ্রমিক ইউনিয়ন আমার হাতে তৈরি হয়। একটা বাইসাইকেল নিয়ে তেজ-গাঁও থেকে পোস্তগোলা যেতাম; মাঝখানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের পেছনের একটা বস্তিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম। ওই বস্তিতে এক মহিলা থাকতেন, যিনি আমার নানার বাসায় কাজ করতেন। তাঁর ছেলে কাসেম ইন্টারকনে কাজ করত। ওর মাধ্যমে ইন্টারকনের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এক পর্যায়ে সেখানকার কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদ খালি হলে আমাকে তাতে নির্বাচিত করা হয়। পুরো পাকিস্তানে ইন্টারকনের চারটা হোটেল ছিল। আমাকে এক সময় অল পাকিস্তান ইন্টারকন হোটেল কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান করা হয়। এর পর আমি সড়ক পরিবহনেও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে নেতৃত্বে চলে আসি।

**প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগ দিলেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলার পর অনেক পুলিশ সদস্য অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের শান্তিনগর, চামেলীবাগ এলাকায় বিভিন্ন বাসায় আশ্রয় নেয়। আমাদের বাসায়ও কয়েকজন এসেছিল। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তখনই প্রথম আমি ওদের কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে গুলি চালাই। এক পর্যায়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশ সদস্যরা গ্রামের দিকে চলে যায়। আমরাও এতে তাদের সহযোগিতা করি। আমার বিয়ের তারিখ ছিল ৪ এপ্রিল। এরই মধ্যে পার্টির নেতা জ্ঞান চক্রবর্তীর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই; সেখানে নির্দেশ ছিল আমাকে আগরতলা যেতে হবে। প্রায় এক কাপড়ে লুঙ্গি পরে বেরিয়ে গেলাম বেরাইদ গ্রামের দিকে। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখি নৌকায় পার্টির তখনকার সাধারণ সম্পাদক বারীন দত্ত (ছদ্মনাম আবদুস সালাম), তাঁর স্ত্রী শান্তি দি, খোকা রায় এবং আরও কয়েক নেতাকে। তাঁদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন হেঁটে এবং নৌকায় আগরতলায় পৌঁছি। আমাদের এ যাত্রাপথ ছিল ঘটনাবহুল।



**আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থি অংশ তখন বামপন্থিদের মুক্তিযুদ্ধে নিতে চাচ্ছিল না। ভারতের কংগ্রেসও নারাজ ছিল; বিশেষ করে সিপিএমের সঙ্গে সেখানে তখন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। ভারতীয়রা তাই আমাদের কোনো অস্ত্র দিচ্ছিল না। তবে বসে না থেকে সেখানকার বরদলুই ক্যাম্পে আমরা গেলাম। আমার নেতৃত্বে প্রথম ট্রেনিং শুরু হলো।**

**প্রশ্ন : মণি সিংহ কোথায় ছিলেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** তিনি তখন রাজশাহী জেলে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যে জেল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে আগরতলায় যোগ দেন।

**প্রশ্ন : আগরতলার অভিজ্ঞতা কী?**

**মনজুরুল আহসান খান:** আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থি অংশ তখন বামপন্থিদের মুক্তিযুদ্ধে নিতে চাচ্ছিল না। ভারতের কংগ্রেসও নারাজ ছিল; বিশেষ করে সিপিএমের সঙ্গে সেখানে তখন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। ভারতীয়রা তাই আমাদের কোনো অস্ত্র দিচ্ছিল না। তবে বসে না থেকে সেখানকার বরদলুই ক্যাম্পে আমরা গেলাম। আমার নেতৃত্বে প্রথম ট্রেনিং শুরু হলো। এক পর্যায়ে যখন বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা কমে যায় তখন মস্কো ও সিপিআইর সহযোগিতায় মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সালাম ভাই, খোকা রায় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ইন্দিরা রাজি হন আমাদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার। তবে এটা ছিল খুব গোপন একটা তৎপরতা- বাংলাদেশ সরকারও জানত না বিষয়টা। জুলাই মাসের দিকে ২০০ জনের প্রথম ব্যাচ গেল ওসমান গণির নেতৃত্বে। সেখানে সেলিম ছিলেন; আমার নেতৃত্বে গেল ৪০০ জনের দ্বিতীয় ব্যাচ। আমাদের প্রথম ব্যাচ অপারেশনে যায় বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের নেতৃত্বে; যে ব্যাচটা চৌদ্দগ্রামের বেতিয়ারায় একটা অ্যাম্বুশে পড়ে নিজামউদ্দিন আজাদসহ ৯ জন শহীদ যান। দ্বিতীয় ব্যাচ যায় আমার নেতৃত্বে। আমাদের সঙ্গে পানিওলা গ্রামের কাছে পাকিস্তানিদের যুদ্ধ হয়। আরও কয়েকটা যুদ্ধ হয় তখন। ফেনী স্বাধীনের সময় আমি সেখানে ছিলাম। চৌমুহনী স্বাধীনের সময়ও আমি ছিলাম।

**প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বর কোথায় ছিলেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** তখন আমরা ছিলাম নরসিংদীর রায়পুরায়। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল- সেখান থেকে আমরা ভাগ হয়ে অপারেশনের জন্য ঢাকায় ঢুকব। সেখানে গিয়ে আমরা শুনলাম পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের কথা। তবে ওই রাতেই আমাদের ঢুকতে নিষেধ করে ভারতীয় বাহিনী। পরদিন আমরা ঢাকায় আসি।

**প্রশ্ন : ঢাকায় এসে কী দেখলেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** প্রথম দিকে পরিস্থিতি বেশ ভালোই ছিল। সিক্সটিন্থ ডিভিশনের (ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা) অত্যাচার তখনও শুরু হয়নি। তবে কিছুদিন পরই শুরু হলো দুর্নীতি-অনিয়ম আর অরাজকতা। তখন পার্টি আমাকে সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য করে নেয়। একটা মিটিংয়ে আমি প্রস্তাব করেছিলাম এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর জন্য। কিন্তু অনিল মুখার্জিসহ কয়েকজন নেতা বললেন, এটা ঠিক হবে না। তাতে মুজিব সরকার দুর্বল হয়ে যাবে। আমার মত ছিল- মুজিব সরকার আন্দোলন নয়; দুর্নীতির কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যা হোক, আমার ওই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তো তারা আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাকশালে যোগ দেয়।

**প্রশ্ন : আপনারা তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে তিনদলীয় ঐক্যজোট গঠন করেছিলেন।**

**মনজুরুল আহসান খান:** হ্যাঁ; তবে এটার মাত্র একটা মিটিং হয়েছিল। আমার অবস্থান ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল- ভালো কাজের সহযোগিতা, খারাপ কাজের বিরোধিতা। কিন্তু সে পথে পার্টি যায়নি।

**প্রশ্ন : তখন সরকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেনি?**

**মনজুরুল আহসান খান:** করেছে; তবে অনেক দেরিতে। শেখ সাহেব দুর্নীতি দমনে সেনা নামালেন। দেখা গেল, বেশিরভাগ আওয়ামী লীগের লোক ধরা পড়ছে। তখন পার্টির মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হলে শেখ সাহেব অভিযান বন্ধ করে দিলেন। এতে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হলো। অন্যদিকে মেজর ডালিমকে নিয়ে এক বিয়েবাড়িতে একটা ঝামেলা হলো; সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সিনিয়রিটি দেওয়া হলো। এটা নিয়েও সেনাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হলো। এসবকে কাজে লাগিয়েই ১৫ আগস্টের ক্যুর হোতারা এগিয়ে গেল।

**প্রশ্ন : ওই ক্যুর বিরুদ্ধে আপনাদের ভূমিকা কী ছিল?**

**মনজুরুল আহসান খান:** তখন পার্টি থেকে ১৫ আগস্টের হোতাদের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আমাকে তা অর্গানাইজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিলাম। কথা ছিল- ভারতে গিয়ে সে যুদ্ধটা আমরা পরিচালনা করব। কিন্তু মস্কো রাজি না হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়।

**প্রশ্ন : আচ্ছা, বিজয়ের ৫১ বছরে দেশ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী হবে?**

**মনজুরুল আহসান খান:** আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি; আমাদের একটা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা আছে- এগুলো বড় অর্জন। তা ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে; কিছু সংকটেরও সমাধান হয়েছে। পদ্মা সেতুর মতো অবকাঠামো তৈরি হয়েছে; আমরা উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় ঢুকেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মুক্তি বলতে যা বোঝায়, তা এখনও আসেনি। দুর্নীতির চরম বিস্তার ঘটেছে; অর্থ পাচার চলছে; কানাডাতে বেগমপাড়া গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হলো, নির্বাচনী যে প্রতিষ্ঠানটা গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেছে বর্তমান সরকার। দুইটা মেয়াদে ভোটারবিহীন নির্বাচন হলো। মানুষ ভোট দিতে পারেনি; সরকারি লোকেরা আগে থেকেই ভোট দিয়ে রেখেছে। আমি এটা প্রধানমন্ত্রীকেও বলেছি। আমি তাঁকে বলেছি, এতে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেল। এর ফলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি রাষ্ট্র চালাতে পারবেন না।

**প্রশ্ন : এ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী বলে আপনি মনে করেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** একটা বিকল্প শক্তির উত্থান ছাড়া এ সমস্যা থেকে দেশ বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং সেটা বামপন্থিদেরই করতে হবে।

**প্রশ্ন : কিন্তু বামপন্থিরা বিকল্প শক্তি হবে কী, খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছে!**

**মনজুরুল আহসান খান:** আসলে বামপন্থিদের মধ্যে এখন শ্রেণিসংগ্রাম একেবারে নাই হয়ে গেছে। শ্রেণিসংগ্রাম হলো যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামের চালিকা শক্তি। একমাত্র গার্মেন্টে কিছু কাজ হচ্ছে; অন্য কোথাও কিছু হচ্ছে না। শুধু শ্রমিকদের মধ্যে না; কৃষকদের মধ্যেও বামপন্থিদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম যখন গ্রামে পড়ে থেকে ক্ষেতমজুর আন্দোলন করেছেন; তখন তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ভোকাবুলারি বা ভাষা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন উকিল আর ডাক্তার সাহেবরা ক্ষেতমজুর সমিতি করেন। তাঁদের দিয়ে কী হবে?

**প্রশ্ন : আপনার দল সিপিবি বামদের মধ্যে বড় দল। এ ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?**

**মনজুরুল আহসান খান:** সিপিবি চেষ্টা করছে, তবে তা যথেষ্ট নয়।

**প্রশ্ন : প্রধান দুই দলের মধ্যে আগামী নির্বাচন নিয়ে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। বিএনপি সরকারকে উৎখাতের কথা বলে রাজপথ গরম করছে। বামপন্থিরাও সরকারকে ফ্যাসিস্ট বলছে; কিন্তু রাস্তার আন্দোলনে তাদের দেখা যাচ্ছে না; আপনার বক্তব্য কী?**

**মনজুরুল আহসান খান:** দেখুন, এখন মানুষকে মোবি-লাইজ করছে বিএনপি; জামায়াত তাকে গোপনে সহযোগিতা করছে। বামপন্থিদের এ মোবিলাইজেশনের ক্ষমতা নেই। ফলে কার্যকরভাবে কিছু করার ক্ষমতা নেই তাদের। বামপন্থিরা সরকারকে যেভাবে ফ্যাসিস্ট বলছে, আমি তার সঙ্গে একমত নই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টে ফ্যাসিজমের একটা সংজ্ঞা আছে; প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী হতে হবে, অলিগার্কি হতে হবে; ব্যাংক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজি এক হতে হবে ইত্যাদি। সে অনুসারে এ সরকারকে ফ্যাসিস্ট বলা যায় না। যাই হোক, বামপন্থিদেরকে শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে গণভিত্তি তৈরি করতে হবে; কনস্টিটিউয়েন্সি গড়ে তুলতে হবে; একটা প্রতিরোধের শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে; তবেই পরিস্থিতি বদলাতে পারবে তারা। আমার মনে হয়, বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ পেতে আমাদের একটা নতুন প্রজন্মের বাম নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।



# ট্রাইব্রেকারে ফ্রান্স-কে হারালো আর্জেন্টিনা

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে যায়। ৯৭ সেকেন্ডের ব্যবধানে দুই গোল করে বসেন এমবাপ্পে। খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। এটাও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। কারও ধারণা ছিল না দুই গোল হওয়ার পরও খেলার ভাগ্যে এমন ঘটবে।

কিন্তু হাই ড্রামা যে অপেক্ষা করছে তা ছিল কল্পনার বাইরে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের মধ্যে মেসির গোলে ফের এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। খেলার রেজাল্ট তখন ৩-২। ম্যাচের বাকি দুই মিনিট। তখনই গঞ্জালো মন্তিয়েলের হ্যান্ডবলের কারণে দ্বিতীয়বারের মতো পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। গোল করেন এমবাপ্পে।

খেলায় আবার উত্তেজনা ফিরে আসে। তখন অবধারিত হয়ে যায় পেনাল্টি শুটআউট। পেনাল্টি শুটআউটই খেলার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। স্বপ্ন পূরণ হয় মেসির। ৩৬ বছর আগে দিয়েগো ম্যারাডোনা মেক্সিকো থেকে বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছিলেন বুয়েন্স আয়ার্সে। মেসি বরাবরই স্বপ্ন দেখতেন। তার ভাগ্যে কি এটা জুটবে? কাতার বিশ্বকাপে শুরুটা ছিল বাজে, অপ্রত্যাশিত। সৌদি আরবের সঙ্গে হেরে যাওয়ার পর সতীর্থরা ভেঙে পড়লো। কিন্তু মেসি ভেঙে পড়েননি। মেসি শপথ করেছিলেন- ট্রফি আমাদের নিতেই হবে। বহু বছর পর ফুটবলদুনিয়া এমন রোমাঞ্চকর ফাইনাল দেখলো। যা ইতিহাস হয়ে থাকবে। যদি ম্যারাডোনা আজ বেঁচে থাকতেন হয়তো সবচাইতে বেশি খুশি হতেন তিনি।

পেনাল্টি শুটআউটে ফ্রান্সের হয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পে প্রথম শট নেন। এবারো তাকে আটকানো গেল না। আর্জেন্টিনার পক্ষে লিওনেল মেসিও বল পাঠান জালে। তবে কিংসলে কোম্যানের নেয়া দ্বিতীয় শট আটকে দেন মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনা হালে পানি পায়। বদলি নামা পাওলো দিবালা ব্যবধান ২-১ বানিয়ে ফেলেন। ফ্রান্স তৃতীয় শটেও ব্যর্থ। এবার অরেলিয়েন চুয়ামেনি বল মারলেন পোস্টের বাইরে। এতে আর্জেন্টিনার জয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। চুয়ামেনির মতো ভুল হয়নি লিয়ান্দ্রো পারেদেসের। ব্যবধান ৩-১। চতুর্থ শটে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ফ্রান্সের। আর্জেন্টিনা তখন টানা দুটি শট মিস করলেই কেবল ফ্রান্সের ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু এনজো ফার্নান্দেজ সে সুযোগ দেননি। গোল করে আর্জেন্টিনাকে এনে দেন বিশ্বকাপ। মেসির হাতে বিশ্বকাপ উঠলো ঠিকই। দিনের শেষে হিরো এমবাপ্পে। তার পায়ে বল যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল কিছু একটা হবেই। গোটা আর্জেন্টাইন শিবির আতংকে রীতিমতো কাঁপছিল। শেষ অব্দি মেসিই হলেন সৌভাগ্যবান। তবে এর জন্য তাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছে।

কাতারের জাতীয় দিবসের উৎসবে এটা হচ্ছে মেসির উপহার। ফুটবলদুনিয়া খুশি, আনন্দিত। উন্মাদনা আর আবেগের সমাপ্তি ঘটলো। তবে এখানে বলে রাখি- ৮৮ হাজার ৯৬৬ জন দর্শকের বেশির ভাগই ছিলেন আর্জেন্টাইন। পরের দৃশ্য কী আর লিখবো। গোটা স্টেডিয়ামটি মনে হচ্ছিল ভেঙে পড়বে। এতটা উচ্ছ্বাস আর কখনো দেখা যায়নি। মেসির চোখে তখন পানি। কারণ আর্জেন্টিনার এটা সহজ জয় নয়। অনেক কষ্টের। অনেক লড়াইয়ের ফসল।

### রেকর্ড বইয়ে শুধু মেসি আর মেসি

**স্পোর্টস ডেস্ক:** বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফিতে চুমো দেওয়ার ম্যাচে বহু অর্জনে নাম লেখালেন লিওনেল মেসি। অমরত্বের দিনে বিশ্বমঞ্চে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন আর্জেন্টিনাই অধিনায়ক। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন জার্মান গ্রেট লোথার ম্যাথিউসকে। একই সঙ্গে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বমঞ্চে ২০ গোলে সম্পৃক্ত (গোল ও অ্যাসিস্ট) হলেন এই তারকা। লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে পেনাল্টি গোলে এই অর্জন ধরা দেয় রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকার। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের এক আসরে গ্রুপপর্ব, শেষ ষোলো, কোয়ার্টার-ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করলেন ৩৫ বছর বয়সী মেসি। প্রায় একশ বছরের বিশ্বকাপ ইতিহাসে যেখানে পা পড়েনি আর কারো। ফুটবল ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে দুটি 'গোল্ডেন বল' জিতলেন মেসি। ২০১৪ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে ট্রফি এনে দিতে না পারলেও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন তিনি। লুসাইল স্টেডিয়ামে গতকাল ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নেমে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি গড়েন মেসি। সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমে ম্যাথিউসের পাশে বসেন তিনি।

সাবেক জার্মান মিডফিল্ডার ম্যাথিউস ২৫ ম্যাচ খেলেন পাঁচটি বিশ্বকাপে- ১৯৮২ (২), ১৯৮৬ (৭), ১৯৯০ (৭), ১৯৯৪ (৫), ১৯৯৮ (৪)। গোল করেন তিনি ৬টি। মেসিও খেলেছেন পাঁচটি বিশ্বকাপ। ২০০৬ আসরে ৩টি, ২০১০ সালে ৫টি, ২০১৪ সালে ৭টি, ২০১৮ সালে ৪টি ও কাতার আসরে ৭ ম্যাচের সব খেলেছেন ৩৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। চার আসরে ২৪ ম্যাচ খেলে তালিকায় তিনে আছেন সাবেক জার্মান ফরোয়ার্ড মিরোস্লাভ ক্লোসা। চার আসরে ২৩ ম্যাচ খেলে তিন নম্বরে ইতালিয়ান গ্রেট পাওলো মালদিনি। পরের স্থানে আছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পাঁচ আসরে তিনি খেলেছেন ২২ ম্যাচ। ম্যাচ সংখ্যার পাশাপাশি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সময় খেলার রেকর্ডও গড়ছেন মেসি। চারটি বিশ্বকাপ খেলার পথে জার্মানির পাওলো মালদিনি মোট ২ হাজার ২১৭ মিনিট খেলেছিলেন। গতকাল ফাইনালের নির্ধারিত ৯০ মিনিট ও অতিরিক্ত ৩০ মিনিটসহ মেসি খেলেছেন মোট ২ হাজার ২৯০ মিনিট। ২০০৬ থেকে শুরু করা মেসির এটি টানা পঞ্চম বিশ্বকাপ। এবারের আসরে আর্জেন্টিনার হয়ে প্রতিটি মিনিটই তিনি মাঠে ছিলেন। এই সোনালি ট্রফি জিততে এবারের আসরে ৭ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি। প্রথম ফুটবলার হিসেবে তিনি গড়েন ভিন্ন পাঁচ আসরে অ্যাসিস্ট এর কীর্তি। ক্রোয়েশিয়ার জালে বল পাঠিয়ে গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে (১০) ছাড়িয়ে বিশ্বমঞ্চে আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড করে নেন একার (১২)। ১৯৬৬ আসর থেকে বিবেচনায় নিয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের এক আসরে ভিন্ন তিন ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্ট-এর ডাবল, প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে ভিন্ন চার ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্ট এর অনন্য অর্জনও তার। ১৯ গোলে সম্পৃক্ত থেকে মেসির পরে আছেন তিন জন- জার্মানির জার্ড মুলার, মিরোস্তাভ ক্লোসা ও ব্রাজিলের রোনালদো। ২৬ ম্যাচে সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী জানেন, ম্যাচসংখ্যা বা মিনিটের রেকর্ড যতই হোক, সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ওই সোনালি ট্রফিই।

### মেসির অমরত্বের রাতে 'মহানায়ক' ডি মারিয়া

**আরিফুর রহমান:** আনহেল ডি মারিয়া কাঁদলেন। অঝোরে কাঁদলেন। ৮ বছর আগেও মারাকানায় কেঁদেছিলেন তিনি। মারাকানার সেই কান্নায় মিশে ছিল হৃদয় ভাঙ্গার গল্প। এবারের কান্নাটা ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগার, তিন দশকের অপ্রাপ্তি আর আক্ষেপ ঘুচানোর আনন্দের কান্না এটি।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সেরা পার্শ্বচরিত্র বললে কি ভুল হবে ডি মারিয়াকে? ব্রাজিলে ২০২১ কোপা আমেরিকার জয়সূচক গোলটাও করেছিলেন তিনি। রোববার ফ্রান্সের বিপক্ষে বিশ্বকাপের নাটকীয় ফাইনালের শেষ অঙ্কে নায়ক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কিন্তু ডি মারিয়া? আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ের পথটা তো তারই তৈরি করে দেওয়া। শুরুতে পেনাল্টি জিতলেন। গোলও করলেন একটি।

গল্পের ভূমিকার প্রথম লাইনে লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের সঙ্গে তাই ডি মারিয়াকে রাখতেই হবে। না হয় অপূর্ণ থেকে যাবে সব।

ইনজুরিতে ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলতে পারেননি ডি মারিয়া। বেঞ্চে বসে কেঁদেছিলেন তিনি। একের পর এক চান্স মিস করে আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল জার্মানির কাছে। সেদিন মারাকানায় ডি মারিয়া থাকলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতো, আর্জেন্টাইন ভক্তরা এটা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করতেন। এবার গ্রুপপর্বের ম্যাচগুলো ভালোভাবেই পার করেন ডি মারিয়া। কিন্তু নকআউট পর্বে ফিটনেসের কারণে খেলেছেন মাত্র ৮ মিনিট! সেমিফাইনালে নামাই হয়নি তার। লিওনেল স্কালোনি ডি মারিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ফাইনালের জন্য।

সেই ডি মারিয়া আট বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে নেমে গোল করলেন। গোলের পর চোখে অশ্রু ধরে রাখতে পারছিলেন না তিনি। মার্কোস আকুনিয়ার বদলি হয়ে বেঞ্চে ফিরে যাওয়ার পরও বারকয়েক কেঁদেছেন। শেষদিকে কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলগুলো ডি মারিয়ার হৃদয়ে যেন তীর হয়ে বিঁধছিল। প্রার্থনা করছিলেন। হয়তো বলছিলেন, 'ঈশ্বর আমাদের আর হতাশ করবেন না!' গত ৩৬ বছরে দু'বার ফাইনালের হৃদয় ভাঙে আর্জেন্টিনার। এবার হেরে গেলে কী হতো সেটা উপরওয়ালাই জানেন। কিন্তু প্রেক্ষাপট সেদিকেই যাচ্ছিল। ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে ৯০ মিনিট পর ২-২ সমতা! মেসি ১০৯ মিনিটে গোল করলেন। সেটিও যথেষ্ট হলো না। ১১৮ মিনিটে দ্বিতীয় পেনাল্টিতে গোল করে এমবাপ্পে ফের সমতা এনে দিলেন ফ্রান্সকে। নাটকীয়ভাবে ফের মোড় নিলো ম্যাচ। নার্ভের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিচ্ছিল দু'দল। শেষ পর্যন্ত স্নায়ু পরীক্ষায় আর্জেন্টিনাই জিতলো। টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জিতে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন।

গঞ্জালো মন্তিয়েলের হ্যান্ডবলের কারণে দ্বিতীয় পেনাল্টি পেয়েছিল ফ্রান্স। টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার চতুর্থ গোলটি করে কেঁদে ফেলেন গঞ্জালো মন্তিয়েল। ডি মারিয়াসহ দলের অন্য খেলোয়াড়রাও সে কী কান্না!

### গোল্ডেন বল মেসির, গোল্ডেন বুট এমবাপ্পের

**স্পোর্টস ডেস্ক:** ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে দুটি 'গোল্ডেন বল' জিতলেন লিওনেল মেসি। ২০১৪ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে ট্রফি এনে দিতে না পারলেও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মেসি। এবার ট্রফি জিতিয়েই শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবটি হাতে নিলেন। সর্বোচ্চ ৮ গোল করে গোল্ডেন বুট জিতেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে। সেরা গোলরক্ষকের খেতাব 'গোল্ডেন গ্লাভ' জিতেছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। টুর্নামেন্টের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় এনজো ফার্নান্দেজ।

গত আসরে গোল্ডেন বল জেতেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদরিচ। সর্বোচ্চ ৬ গোল করা ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন পান গোল্ডেন বুট। ৪ গোল করে উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এবার মেসি, এমবাপ্পে, আলভারেজ, জিরু- চারজনেরই গোল্ডেন বুট জয়ের সুযোগ ছিল। ফাইনালে নামার আগে আর্জেন্টাইন তারকা মেসি ৫ গোলের পাশাপাশি ৩ অ্যাসিস্ট ছিল।

আর ৫ গোলের সঙ্গে এমবাপ্পের অ্যাসিস্ট ছিল দুটি। হুলিয়ান আলভারেজ ও অলিভিয়ের জিরু ৪টি করে গোল করেছিলেন। ফাইনালে মেসি করেন জোড়া গোল। এমবাপ্পে হ্যাটট্রিক।

১৯৮২ সালে ইতালির পাওলো রসিকে দিয়ে শুরু গোল্ডেন বল অ্যাওয়ার্ড। এরপর দিয়েগো ম্যারাডোনা, রোমারিও, জিনেদিন জিদানের মতো গ্রেটরা জিতেছেন এটি। কিন্তু কেউ দু'বার জিততে পারেননি। আর গোলরক্ষকদের সেরা পুরস্কার 'গোল্ডেন গ্লাভ' পাওয়ার দৌড়ে আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সঙ্গে ছিলেন ফ্রান্সের হুগো লরিস, ক্রোয়েশিয়ার ডমিনিক লিভাকোভিচ ও মরক্কোর ইয়াসিন বুনু। ফাইনালে ম্যাচের শেষ মিনিটে দুর্দান্ত একটি সেভ করেন মার্টিনেজ। এরপর টাইব্রেকারে ঠেকান কিংসলে কোম্যানের শট। এর আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালেও টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে আর্জেন্টিনাকে জেতান মার্টিনেজ।

১৯৯৪ সালে 'লেভ ইয়াসিন অ্যাওয়ার্ড' নামে চালু হয়েছিল সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার। ২০১০ থেকে নাম পাল্টে হয় গোল্ডেন গ্লাভ। সেবার স্পেনের ইকার ক্যাসিয়াস জেতেন খেতাবটি। ২০১৪তে জার্মানির ম্যানুয়েল নয়্যার ও গত আসরে সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন বেলজিয়ামের থিবো কুর্তোয়া।

**এক নজরে কাতার বিশ্বকাপ**

চ্যাম্পিয়ন: আর্জেন্টিনা (তৃতীয় শিরোপা)
রানার্সআপ: ফ্রান্স
টুর্নামেন্ট সেরা: লিওনেল মেসি (৭ গোল ৩ অ্যাসিস্ট)
গোল্ডেন বুট: কিলিয়ান এমবাপ্পে (৮ গোল)
সেরা গোলরক্ষক: এমি মার্টিনেজ
সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়: এনজো ফার্নান্দেজ

### এটা নিয়তি নির্ধারিত!

**সাজেদুল হক:** আপনি কি নিয়তিতে বিশ্বাস করেন? করতে পারেন, আবার নাও পারেন। তবে গতরাতে লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে যা হলো তারপরও ভাগ্যকে বিশ্বাস না করা খুবই কঠিন। ফাইনাল তখনও চলছিল। ঢাকায় এক সিনিয়র সাংবাদিকের দেয়া ফেসবুক স্ট্যাটাসের অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, সকল ফাইনালের মা। টিভি পর্দায় ১২০ মিনিট খেলা আর টাইব্রেকার দেখার পর কিবোর্ডে আঙ্গুল চলছে না। কিছু লেখা সত্যিই কঠিন! মনে হয় যেন, পরাবাস্তব কোনো সিনেমা দেখে উঠলাম। সবকিছু কেউ একজন ঠিক করে রেখেছেন। দূর থেকে। খুব দূর থেকে। কিংবা কাছ থেকে।

এতো কাছে যে আমরা বুঁঝতে পারি না। চিত্রনাট্য লেখা রয়েছে। সে অনুযায়ী চলছে। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তা দেখছেন। তাদের কিছুই করার নেই।

খেলা শুরুর আগেই বলা হচ্ছিল এটি মেসি বনাম এমবাপ্পের লড়াই। কিন্তু প্রথমার্ধে খেলা দেখে কেই বা তা বলবে! বরং পুরোটা সময় পায়ের জাদু দেখালেন ডি মারিয়া। এ ফাইনালে তার খেলা নিশ্চিত ছিল না। ২০১৪ সালে ফাইনালে ওঠেও ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি। গতরাতে যেন তার সব হিসাব মেটালেন। নাকি নিয়তি তাকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিলো। একটি পেনাল্টি আদায় করলেন। নিজে গোলও করলেন। এতোটা আবেগি হয়ে পড়লেন যে চোখে পানি দেখা গেলো। তবে গল্পটা সেখানে শেষ হয়নি। এমনটা হয়ে গেলে তো আর অলৌকিক জগত থেকে কারও চিত্রনাট্য লেখার প্রয়োজন ছিল না। আর্জেন্টাইন কোচের কি মনে হলো! তিনি ডি মারিয়াকে উঠিয়ে নিলেন। হয়তো বয়স বা ইনজুরি ছিল বিবেচনায়। এটা কেন মেসি বনাম এমবাপ্পের লড়াই বলা হচ্ছিল তা টের পাওয়া গেলো একটু পরেই। পুরো ম্যাচেই খুব একটা বল পাচ্ছিলেন না। কিন্তু প্যারালাল কোনো জগত থেকে এমবাপ্পে হঠাৎ নেমে এলেন। ৭০ সেকেন্ডের মধ্যে দুই গোল করলেন। সবকিছু পাল্টে গেলো মুহূর্তে। মেসির চেহারাও। তবে মহানায়করা এতো সহজে মঞ্চ ছাড়েন না। ছাড়লে তো তারা আমার আর আপনার মতোই হতেন! নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে মেসির একটি জোরালো শট ফিরিয়ে দেন লরিস। তবে ১০৮ মিনিটে আর পারেননি। ফের মেসির গোল। মনে হলো খেলা শেষ। কিন্তু অলৌকিক চিত্রনাট্যের সেখানেই শেষ নয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল কোটি কোটি মানুষের। নার্ভের এমন পরীক্ষাও নেয় ফুটবল। শেষ মুহূর্তে আবার পেনাল্টি থেকে এমবাপ্পের গোল। অর্ধ শতাব্দির বেশি সময় পর বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক। সহকর্মীদের অনেকে তখনও সংশয়ে। কী হচ্ছে এসব! উাস্তব? নাকি কল্পনা। বলছিলাম, এটা নিয়তি নির্ধারিত। বিশ্বকাপ মেসিই জিতবেন। হলোও তাই! মেসির জন্য জীবন দিতে চেয়েছিলেন মার্টিনেজ। ভাগ্য পরীক্ষায় দুটি শট আর শেষ দিকে প্রায় নিশ্চিত একটি গোল ঠেকিয়ে নায়ক বনে গেলেন।

লিও'র শোকেসে অনেক ট্রফি। কিন্তু বিশ্বকাপের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। মারাকানা তার চোখের পানি দেখেছিল। হিগুয়েইনের সেই অবিশ্বাস্য মিস। কোনোদিনও ভোলা যাবে না। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। মেসি আমাদের বিনোদন দিয়ে গেছেন। তার বা পায়ের তৈরি শিল্পের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। সেদিনও তার খেলা দেখে মনে হয়েছিল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকর্ম, নুসরাত ফতেহ আলীর সংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। না, গতরাতে মেসি পুরোটা ক্লাসিক ছিলেন না। কিন্তু এটিই তার জীবনের সবচেয়ে মহিমাময় রাত। তার হাতে বিশ্বকাপ। ভাষ্যকার বলছিলেন, মেসির ম্যাজিকাল নাইট। এই একটি রাতের বিনিময়ে তিনি জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন। অনেক সময় একটি কথা বারবার লিখলেও ক্লিশে লাগে না। সত্যি বলছি, মেসির হাতে বিশ্বকাপ যাবে এটি নিয়তি নির্ধারিত। মানুষের প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না। প্রিয়, মেসি আপনাকে অভিনন্দন। আপনার হাতে উঠতে পেরে বিশ্বকাপ নিজেও আনন্দিত!

### যা ছিল কাতার বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে

**স্পোর্টস ডেস্ক:** লুসাইল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ফ্রান্স ম্যাচের মধ্যদিয়ে পর্দা নামল কাতার বিশ্বকাপের। ম্যাচ শুরুর আগে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হয় বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠান। জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে শুরুতে বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত স্মরণীয় মুহূর্তগুলো তুলে ধরেন আয়োজকরা। একইসঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় পরের আসরের (২০২৬) তিন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডাকে। রোববার কাতারের জাতীয় দিবস হওয়ায় ফাইনালের তিন ঘণ্টা আগে লুসাইল স্টেডিয়ামের আকাশ রাঙিয়েছে কাতার বিমান বাহিনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতো সমাপনীতেও দেখা যায় উটের প্যারেড। আতশবাজি আর ড্রোন ক্যামেরায় তোলা নান্দনিক শটগুলোতো ছিলোই। শুরুতে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং 'হায়া হায়া' গানে পারফর্ম করেন আমেরিকান-নাইজেরিয়ান গায়ক দাভিদ এদেলেকে ও কাতারি গীতিকার আয়শা। তারপর মঞ্চ মাতান পুয়ের্তো রিকান গায়ক ওয়ুনা ও ফ্রেঞ্চ র‍্যাপার জিমস। বিশ্বকাপের আরেক থিম সং 'আরবো' গাইলেন তারা।

'লাইট দ্য স্কাই' গান দিয়ে শেষ হয় বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠান। যেখানে পারফর্ম করেন মরক্কান-কানাডিয়ান নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি, আমিরাতি পপ স্টার বালকিস, ইরাকি মিউজিশিয়ান রাহমা রিয়াদ ও মরক্কান গায়ক মানাল।

# অবসর নিচ্ছি না ঃ মেসি

(প্রথম পাতার পর)থেকে অবসর নিচ্ছি না। চ্যাম্পিয়নের মতো খেলা চালিয়ে যেতে চাই।' কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যাচসেরা হয়েছেন মেসি। জিতেছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও। টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্ট মেসির। অসংখ্য রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, মেসি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জিতেছেন চারবার। একবার করে জিতলেন কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বাধিক ৯৮ গোলও তার। সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকার কোনো ইচ্ছাই আর অপূর্ণ নেই।




# নিউইয়র্কে যথাযোগ্য

(শেষের পাতার পর)

মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। নিউইয়র্কে প্রতি বছরের মতো এবারো এই কর্মসূচী আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকা। নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। এর মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধের ওপর চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক ও র‍্যালি। অনুষ্ঠানে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার আহ্বায়ক মিথুন আহমেদ। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে নিউইয়র্কে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সন্তান এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত

(শেষের পাতার পর)

সংখ্যা অত্যাধিক। তিনি জীবনে কোন দিন মন্দের মোকাবেলা মন্দ দিয়ে করেননি বরং ভালো দিয়েই করেছেন। তাঁর জীবন চরিতের কোথাও উদাহরণ পেশ একটি ঘটনাও পাবেন না।

এই সুন্নাহর আলোকে একজন বিবেকবান মু'মিন ও আল কুরআনের অনুসারী একটি সত্যনিষ্ঠ দলের বৈশিষ্ট্য এমনও হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে। আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না। তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো তারা অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই।" (আর রাদ-১৯-২২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,"হে নবী সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।"(হা-মিম আস সেজদাঃ৩৪)

উল্লেখিত আয়াতে বিবেকবান মু'মিনের কর্মপদ্ধতি, নীতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে:

**কর্মপদ্ধতি হলো:**"তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।" এটি হচ্ছে অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে। সুরা আরাফের ১৭২ নং তা আরো স্পষ্ট আকারে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,"আর হে নবী!লোকদের স্বরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর স্বাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে ছিলো:নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো এ কথা তো জানতাম না।" প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে নেয়া এ অংগীকার তার প্রকৃতির মধ্যে মিশে আছে। মায়ের গর্ভ থেকে মৃত্যু অবদি অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব লাভ এবং তাঁর প্রতিপালন কর্মকা-ের আওতাধীনে সে প্রতিপালিত হতে থাকে তখই এটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রিযিকের সাহায্যে জীবন যাপন করা, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে কাজে লাগানো এবং তাঁর দেয়া শক্তিগুলো ব্যবহার করা- এ গুলো মানুষকে স্বতস্ফুর্তভাবে একটি বন্দেগীর অংগীকারে বেঁধে ফেলে। কোন সচেতন, বিবেককান ও বিশ্বস্ত মানুষ এ অংগীকার ভেংগে ফেলার সাহস করতে পারে না।

**নীতি হলো:** "তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো তারা অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।" এমন সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের সামগ্রীক কণ্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। বিশ্ব মুসলিমদের মাঝে অশান্তির প্রধান কারণ হলো, তারা আজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে। হোক তাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বা হোক তা ধর্মীয়। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের কড়ায় গন্ডায় হিসাব দিতে হবে সে ভয়ও তাদেরকে বিচলিত করে না। অথচ স্বয়ং আল্লাহর রাসুল স: এ হিসাবের ভয়েও বিচলিত হতেন। তিনি হযরত আয়েশা রা: কে নামাযে এ দো'আ করতে শিখিয়েছেন"আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবাই ইয়াসিরা" হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিও সহজ করে।

**কার্যক্রম বা বৈশিষ্ট্য হলো:** "তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই।" তারা সবর করে মানে নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকংখা নিয়ন্ত্রণ করে, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানীতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও লোভ-লালসার চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্ত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মু'মিন আসলে পুরোপুরি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ার আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবেলা করে। নামায কায়েম করে। সমাজে পুরোপুরি নামায যাতে চালু হয়ে যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে। আর আল্লাহর দেয়া রিযিক হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে। ফরয খরচ তথা যাকাত এবং অন্যান্য সাদাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

তারা মন্দের মোকাবেলায় একই মন্দ বা অন্য কোন মন্দ কাজ দিয়ে করে না বরং মন্দের মোকাবেলায় ভালো কোন কাজের মাধ্যমে করে। অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য অন্যায়ের সাহায্য গ্রহণ না করে ন্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যাচার করুক না কেন জবাবে তারা পাল্টা সত্যই বলে। কেউ তাদের সাথে যতই বিশ্বাস ভংগ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। রাসুলুল্লাহর সা: নিম্নোক্ত হাদীসটি এ অর্থই প্রকাশ করে: "তোমরা নিজেদের কার্যধারাকে অন্যের কর্মধারার অনুসারী করো না। এ কথা বলা ঠিক নয় যে লোকেরা ভালো করলে আমরা ভালো করবো এবং লোকেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো। তোমরা নিজেদেরকে একটি নিয়মের অধীন করো। যদি লোকেরা সদাচরণ করে তোমরাও সদাচরণ করো। আর যদি লোকেরা তোমাদের প্রতি অসৎ আচরণ করে তাহলে তোমরা জুলুম করো না।" রাসুলের স: আরেকটি হাদীস একই অর্থ প্রকাশ করে, রাসুলুল্লাহ স: বলেন,আল্লাহ আমাকে নয়টি কাজের হুকুম দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি এ চারটি কথা বলেছেন: কারো প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় আমি যেন ইনসাফের কথা বলি। যে আমার অধিকার হরণ করে আমি যেন তার অধিকার আদায় করি। যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি যেন তাকে দান করি। আর যে আমার প্রতি জুলুম করবে আমি যেন তাকে মাফ করি। একই অর্থ প্রকাশ করে নিম্নের হাদীসটিও। "যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" হযরত উমরের রা: উক্তিটিও এ অর্থ প্রকাশ করে: "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি আচরণ করো।

**এ ভাগ্যবান কারা:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।" (হা-মীম আস সেজদাঃ৩৫) অসৎ কর্ম বা দুস্কর্মকে সৎকর্ম দ্বারা মোকাবেলা করা কোন ছেলেখেলা নয়। এ জন্য দরকার সাহসী লোকের। এ জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পাওে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামী তাকে তার উচ্চসন থেকে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচু প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিৎ আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

**পুরস্কার হলো:** এ ব্যক্তিদের সাথে আখেরাতে কি ধরণের আচরণ করা হবে নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:" আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। তারা নিজেরা এতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সাথে বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে থাকবে। ফেরেশতারা সবদিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং বলবে: "তোমাদেও প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"-কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ!"(আর রাদ:২২-২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"যারা আত্মসংযমী তাদেরকে বিনা হিসেবেই প্রতিদান দেয়া হবে।" ওমর রা: বলেন, "যখন আমরা আত্মসংযমী ছিলাম, তখনকার জীবনই সুন্দর ছিল।" (বুখারী কিতাবুর রিকাক)

# পরের টেকনিক কি! এখন চলছে পোস্ট মর্টেম

(শেষের পাতার পর)

না কোন গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে কতগুলো ধাপ পার হতে হয়। আমি বেশ আগে থেকেই বলে আসছি, স্বাভাবিক হিসেবে পাঁচ বছর মেয়াদী সরকারের প্রথম দুই বছর বিরোধী দলের কাটে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। পরের বছর বালা-মুসিবত কিছুটা কমে এলে স্টক টেকিং, মানে কি আছে কতটা হারালো। তার পরের বছর ঘর গোছানো এবং ওয়ার্মআপ। শেষের বছর আন্দোলন, নির্বাচনের ছয় মাস আগ থেকে ফাইনাল রাউন্ড। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এসপার-ওসপার। অবশ্য এর মাঝে কোন অন্যথা হলে ভিন্ন কথা। ১৩ বছরের ধকল কাটিয়ে বিএনপি কেবল ওয়ার্মআপের পর্যায়ে আছে, এর মধ্যে ১০ তারিখে কিভাবে সরকার ফেলে দেবে হিসাবটা মিলছিলো না। মীর্জা সাহেবও বলেছিলেন এটা হচ্ছে তাদের বি-ভাগীয় গনসমাবেশ কর্মসূচীর শেষটা। তার মানে এ দিনই সরকার ফেলে দেবার কোন পরিকল্পনা তাদের নাই। এক পর্যায়ে এও বলেছিলেন, ১০ তারিখে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষনা করা হবে। সেটাই হওয়ার কথা। বিভাগীয় গনসমাবেশ কর্মসূচীর পর চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবার জন্য মাঝখানে আরও বেশ কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হবে। অতীতে তেমনটাই হয়েছে। সে হিসাবে ফাইনাল রাউন্ড শুরু হওয়ার কথা জুলাই অগাস্টে কোরবানীর ঈদের পর। কিন্তু সিচুয়েশনটা টানটান হয়ে ওঠে কিছু নেতার অতিকথন এবং সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু অর্বাচিনের বেহুদা লম্ফঝম্ফের কারনে। বিভাগীয় সমাবেশগুলোয় বাধাবিপত্তি সত্বেও অভাবনীয় সাফল্য বিশেষ করে সাধারণ মানুষের বিপুল অংশগ্রহনের কারনে কিছু অকালপক্ক মনে করলেন এই বুঝি মোক্ষম সুযোগ, ঢাকায় একটা টোকা মারলেই সরকার পড়ে যাবে।

তাতেও সমস্যা ছিল না, এমন ধারনা পোক্ত করতে সরকারও কম গেলো না। তারা অমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন কেন সেটাও এক রহস্য! আরও এক রহস্য বিএনপি নয়াপল্টন নিয়েই গোঁ ধরে রইলো কেন! শেষ পর্যন্ত তো পল্টন ছাড়তেই হলো। সোহরাওয়ার্দী কি গোলাপবাগের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ! যে জনসমাগম গোলাপবাগে হয়েছে তা যদি সোহরাওয়ার্দীতে হতো ইমপ্যাক্টটা কেমন হতো! আবার পল্টনেই যদি অনুমতি মিলতো খিচুড়ি খেয়ে রাস্তায় বসে গেলেই কি সরকার দৌড়ে পালাতো! বেশী উত্তেজনায় মতিভ্রম হওয়া বিএনপি নেতাদের পুরনো রোগ, এবার আরও একবার তার প্রমান মিললো।

সরকার পক্ষের কাছে কি গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল জানিনা তবে তারা যে সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু বাচালের তর্জনগর্জনে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল এটা বেশ বোঝা যায়। নইলে পল্টন দেওয়া যাবে না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ বা অফিস রেইড করে কাচিয়ে সবাইকে নিয়ে জেলে ঢোকানো, দুই মীর্জাকে কথা বলার জন্য উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটকানোর কোন সঙ্গত কারন খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো আগেই খবর পেয়ে গেছিলো কোন স্যাংশন আসছে না, পুরনো তরীকা ধরেছিল, অথবা ওপরের নজরে পরতে ওভার স্মার্ট হয়ে উঠেছিল। যেটাই হোক, কি হলো আখেরে! এইযে যানবাহন বন্ধ, পথে পথে চেকপোস্ট, '৭১এ খানসেনাদের লুঙ্গি খুলে দেখার মত বাসযাত্রী পথচারিদের মোবাইল খুলে চেক করা, পাড়া মহল্লা রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাঠিসোটা হাতে দলীয় ক্যাডারদের মহড়া- এত কিছু করেও তো জনসমাগম ঠেকানো গেল না। গোলাপবাগে পারমিশন মিলেছে- খবর চাউড় হওয়ামাত্র হাজার হাজার মানুষ ছুটে গেল! রাতেই মাঠ পূর্ণ। কোথায় ছিল এত মানুষ! কারা এরা! যেন ১৬ই ডিসেম্বর একাত্তুর। সারেন্ডারের সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়! তাহলে এই এত গ্রেপ্তার হামলা মামলা গুলী- কোন কাজে দিলো!

এইসব গায়েবী মামলা বা হাজার হাজার গ্রেপ্তারে কিছু অসৎ পুলিশের হয়তো পোয়াবারো হলো, কিন্তু এদেরকে তো কেয়ামত পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে না। অফিসও ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। মাঝখান থেকে কিছু বিদেশী নসিহত এসেছে, আল জাজিরা একটা দীর্ঘ এক্সক্লুসিভ বানিয়ে এমন একটা মেসেজ দিয়েছে- বাংলাদেশের জনগন এখন গনতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে রাজপথে। এতে কি সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল হলো! অতি উৎসাহিরা সব সময় ডুবিয়েই থাকে, কোন সরকারকে কখনও ভাসাতে দেখি নাই।

এর পর কি!

বিএনপি তো কেবল শুরু করলো, সরকার? হামলা গুলী মামলা গ্রেপ্তার- মোটামুটি শেষ কার্ডটা তো খেলে ফেলেছে। এর পর! বিরোধীরা একের পর এক তাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবে, কিভাবে মোকাবিলা হবে সে সব! চিরাচরিত পুরনো কার্ড! পিটুনী গুলী! রাতের আঁধারে বাড়ী বাড়ী গিয়ে হানা, ছেলেকে না পেয়ে বাপকে পিটিয়ে মেরে নেতা-কর্মীদেরকে দৌড়ের ওপর রেখে! নিষেধাজ্ঞা! ১৪৪ ধারা! ধরে ধরে স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্টে অনির্দিস্টকালের জন্য ডিটেনশন! জরুরী অবস্থা! তাতেই কি স্রোত আটকে রাখা যাবে! দেখতে দেখতে এর মধ্যে নির্বাচন এসে যাবে। সবাইকে যদি ফাটকে নিয়ে তোলা হয় নির্বাচনটা হবে কাদেরকে নিয়ে! আমরা আর আমরার মামুরা! সারা দুনিয়া বলছে ইনক্লুসিভ ইলেকশন। ১৪ ১৮ মার্কা আর একটা ইলেকশন কি দুনিয়াকে গেলানো যাবে! সরকারি এক নেতা নাকি বলেছেন তারাও নিষেধাজ্ঞা দিতে জানেন, তার অর্থ অমন একটা ইলেকশন করে সবাইকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো!

১০ ডিসেম্বর ভালোয় ভালোয় পার হয়েছে কিন্তু তৈরী করেছে এমনি অনেক প্রশ্ন। চলছে বিশ্লেষন। তবে রাজনীতির হিসাব বলে এ খেলায় বিরোধীদের হারাবার কিছু নাই, যতটা আছে সরকার পক্ষের। অতি উৎসাহি বা ক্লাউনদের কথায় না নেচে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করা গেলে সবার জন্যই ভাল হবে, স্বাভাবিক বিচারবোধ এটাই বলে।

# কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'ভাঙচুর ও লুটপাটে' অর্ধকোটি টাকা

(প্রথম পাতার পর)

কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বলেন, গত ৭ ডিসেম্বর নয়াপল্টন কার্যালয়ে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলা, ভাঙচুর, দ্রব্যাদি ও অর্থ লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার এবং কার্যালয়ের আশপাশে বেপরোয়া গুলি ও টিয়ারগ্যাস, খুন, জখম ও নেতাকর্মীদের গণগ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় কার্যালয় থেকে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, হার্ডডিস্ক, নথিপত্র, ব্যাংকের কাগজপত্র, নগদ অর্থ লুট করেছে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীরা। যা প্রকৃত পক্ষে একটি ডাকাতির ঘটনা। খন্দকার মোশাররফ বলেন, ৭ ডিসেম্বর পুলিশি হামলার পর পুলিশের ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীরা বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর ও মালামাল লুটে অংশ নেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এই ঘটনায় নগদ অর্থসহ ক্ষতি ও লুট হওয়া সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৫০,৮২,৫০০ (পঞ্চাশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা।

তিনি বলেন, কোনো অফিস বা গৃহ তল্লাশির সময় মালিকপক্ষ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সাক্ষী হিসেবে রাখার আইন রয়েছে। সেই সাধারণ আইন অগ্রাহ্য করে পুলিশ যা করেছে তা হানাদার বাহিনীর আচরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনায় জড়িত পুলিশের কর্মকর্তা ও সদস্যদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত গণমানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে এবং একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিপুল অস্ত্র সজ্জিত বিশাল সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দলীয় নেতাকর্মী, এমনকি সাধারণ পথচারীদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ, গুলি, টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করেছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মকবুল আহমেদকে হত্যা করেছে। অসংখ্য নেতাকর্মীকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়েছে। অফিসের ভেতর ঢুকে চেয়ারপারসন, মহাসচিবসহ নেতাদের এবং দলও অঙ্গ দলের অফিস কক্ষ ভেঙে তছনছ করা হয়েছে।

কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন দ্রব্য লুট ও ভাঙচুর করেছে। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল ও সিসি ক্যামেরাসহ আসবাবপত্র বিনষ্ট করেছে। এসব অপকর্মকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের অপচেষ্টায় মিডিয়ার সামনেই ব্যাগে করে ককটেল বহন করে তা অফিসের বিভিন্ন কক্ষে রেখে বিএনপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দলের মহাসচিবকে তার অফিসে ঢুকতে বাধা দিয়ে অফিসের সামনে তাকে ঘেরাও করে রেখেছে। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সিনিয়র এ সদস্য বলেন, ঘটনার পরদিন পুলিশ বাদী হয়ে যে ৪টি মামলা করেছে, তার মধ্যে শুধু পল্টন থানায় করা ১০ নং মামলায় ৭ ডিসেম্বর বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও আশপাশ থেকে গ্রেপ্তারকৃত কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী, সাবেক মন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, সাবেক এমপি খায়রুল কবীর খোকন, ফজলুল হক মিলন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, এবিএম মোশারফ হোসেন, সেলিম রেজা হাবিব এবং এড. শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, সেলিমুজ্জামান সেলিম, শাহ মো. নেছারুল হক, রফিকুল ইসলাম মাহতাব, আবুল কালাম আজাদ, হারুন অর রশিদ, মোস্তাক মিয়া, আব্দুল খালেক ও খন্দকার আবু আশফাকসহ ৪৫০ জন নারী ও পুরুষ নেতাকে গ্রেপ্তারকৃত আসামি উল্লেখ করে এবং আরও ১,৫০০ থেকে ২,০০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি দেখানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৭ জন নারী কর্মীও রয়েছেন। অন্য ৩টি মামলায় গ্রেপ্তারকৃত ও অজ্ঞাত আসামি মিলিয়ে ৭ ডিসেম্বরের ঘটনায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এর আগে দলের সমবায় বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন এবং ৩রা ডিসেম্বর রাজশাহী বিভাগীয় জনসমাবেশ থেকে ফেরার পথে যুবদল সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু ও অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা নূরুল ইসলাম নয়নসহ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ৮ ডিসেম্বর সকালে দলের মহাসচিব কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিজ অফিসে যেতে চাইলে নাইটিঙ্গেল মোড়ে তাকে অন্যায়ভাবে বাধা দেয়া হয়। ঐ দিনই দিবাগত রাত ভোর ৩টার দিকে উত্তরায় নিজ বাসভবন থেকে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং শাহজাহানপুরে নিজ বাসভবন থেকে ঢাকার বিভাগীয় জনসমাবেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ও সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে সাদা পোশাকে তুলে নেয়া হয়। সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রান করে বিকালে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর গত কয়েক দিনে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ১৩০০ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসব ঘটনা জনগণের তীব্র ঘৃণা ও অনাস্থার শিকার পতনোন্মুখ সরকারের স্বৈরাচারী কায়দায় টিকে থাকার ব্যর্থ প্রয়াস বলেই দেশবাসী মনে করে। মোশাররফ হোসেন বলেন, পুলিশ তাদের মামলায় বলেছে, বিএনপি নেতাকর্মীরা নাকি ইট-পাথর, বাঁশের লাঠি এবং ককটেল নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। বিপুল ও মারাত্মক সব আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক হাজার পুলিশকে ইটপাথর, বাঁশের লাঠি ও তাদের ভাষায় ককটেল দিয়ে আক্রমণ করার মতো হাস্যকর অভিযোগ জনগণ বিশ্বাস করে না। পুলিশের এজাহারেই বলা হয়েছে যে, তারা ৭ ডিসেম্বর বিকালে মোট ১৭৯টি টিয়ারগ্যাস ও ৪৬০টি শটগানের গুলি ছুড়েছে এবং ৬টি সাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করেছে। প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। এর বিপরীতে তাদের ওপর আক্রমণকারী বিএনপি নেতাকর্মীদের ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবে আলামত দেখানো হয়েছে ফুটপাথ ও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ৫ বস্তা ইটের টুকরা (যা শহরের যেকোনো সড়ক থেকে যেকোনো সময় সংগ্রহ করা যায়), ৮০টি বাঁশের লাঠি (যা শহরের বহু স্থানে প্রকাশ্যে বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়) ও লালটেপে মোড়ানো কথিত ককটেলের ভগ্নাংশ (যা ব্যবহৃত টিয়ার গ্যাসের শেল কিংবা পথের আবর্জনারও অংশ হতে পারে)।

এমন অসম যুদ্ধের বিবরণ ছোটদের গল্প কিংবা স্বৈরাচারী শাসকদের প্রেসনোটেই শুধু দেখা যায়। তথাকথিত ক্রসফায়ারের গল্পের মতোই এসব গল্প এখন শুধুই কৌতুকের খোরাক এবং অক্ষমের আর্তনাদ। তিনি বলেন, দলের মহাসচিবকে অফিসের নিচে বসিয়ে রেখে এবং দলের অন্যান্য নেতাদের কয়েকটি কক্ষে আটকে রেখে অসংখ্য টিয়ারগ্যাস, গুলি, সাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করে গোটা এলাকাকে রণক্ষেত্র বানিয়ে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তা ও সদস্য দলীয় কর্মীর মতো প্রতিপক্ষকে হেয় ও বিপদাপন্ন করার জন্য সাদা ব্যাগে করে নিজেরাই ককটেল নিয়ে মহাসচিবের ও জাসাস কার্যালয়ের টয়লেটে মোট ১৫টি ককটেল রেখে তা উদ্ধারের যে নাটক করেছে, মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়েছে। একইসঙ্গে আমরা বিএনপি'র সংগ্রামী মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য মির্জা আব্বাস সহ গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও বানোয়াট মামলাসমূহ প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম

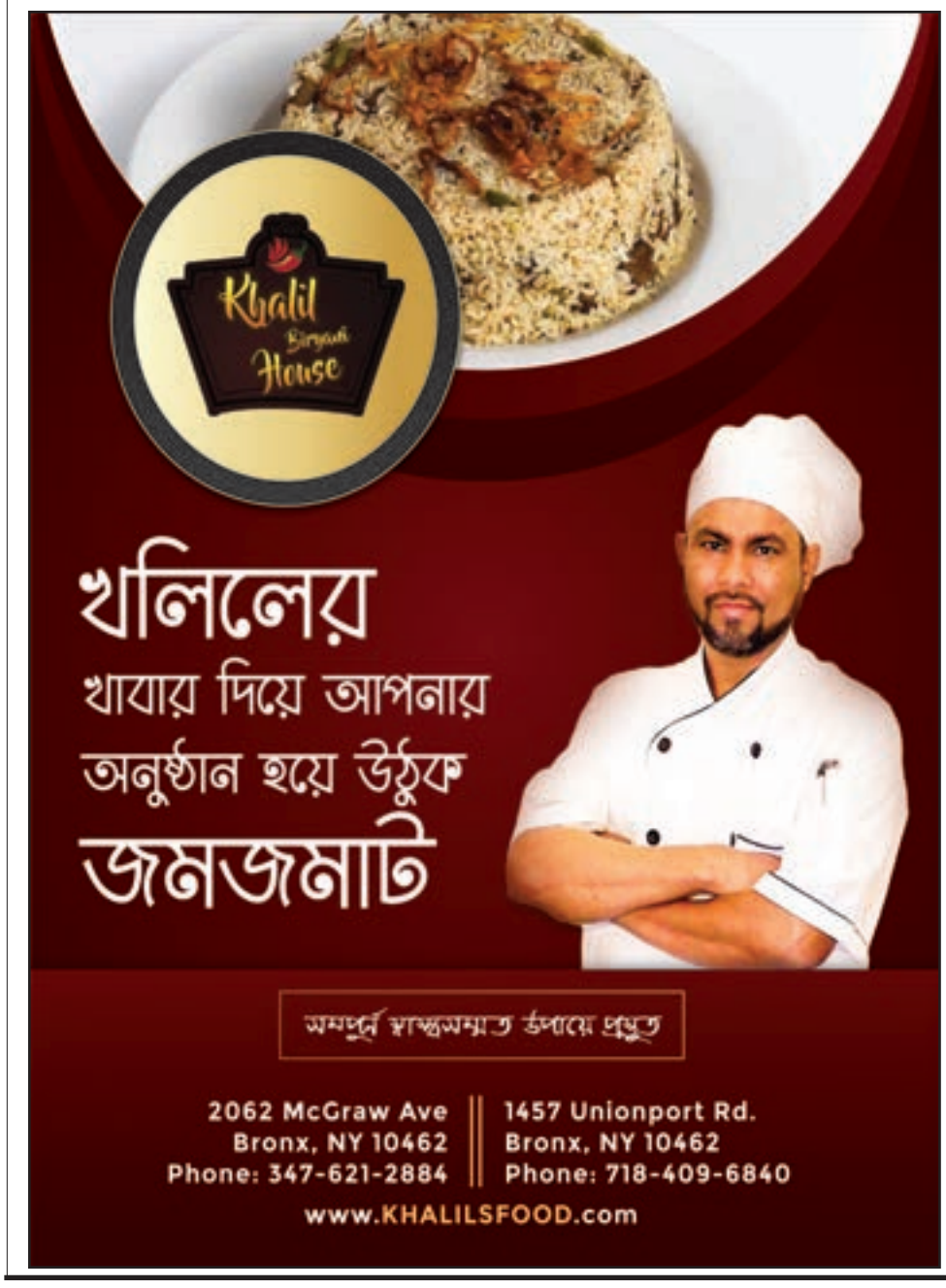
# শুভ বিবাহ

সিলেট জেলার মোগলা বাজার উপজেলার দৌলতপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত লিয়াকত আজাদ তালুকদার ও আছিরা বেগম তালুকদারের পুত্র মোহাম্মদ আব্দুল আজাদ তালুকদারের সাথে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার ভোগতেরা গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া ও পারভীন বেগমের কন্যা মোছাম্মৎ জানানত ফেরদৌস রিমির শুভ বিবাহ গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার মৌলভীবাজারের বিশ্বনাথপুরস্থ মদিনা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী উপস্থিত ছিলেন। নতুন বর-করে সকলের দোয়া প্রার্থী-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।










# VIVID MORTGAGES® INC.

*Crystal Clear Loans®*

## আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

**Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557**

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

## *YOUR DREAM HOUSE*



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

## For Free consultation & Pre-Approval

**Hope Sekezi : NMLS # 244341**

**Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557**

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

**211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428**

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

# যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিজয় দিবস পালন




শেখ শফিকুর রহমান: বাংলাদেশের ৫১তম মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের ইটজি রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক এমডি। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভীন ও প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম) যৌথ পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শামসুদ্দিন আজাদ, সহ সভাপতি লুৎফুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রবাসী কল্যান সম্পাদক সোলায়মান আলী, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মাসুদ সিরাজী, সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাখাওয়াত বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুল মওলা, শ্রমিকলীগ নেতা খান শওকত, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা জেড এ জয়, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও ১৫ আগষ্টে নিহত 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদদের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকা দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক বলেন বিএনপি আবারও পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়, তাদের সেই স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়ন হবেনা। বিএনপিকে বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী তারেক জিয়া লন্ডনে বসে বাংলাদেশকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিনত করার সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীকে সজাগ থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, দূর্যোগপুর্ন আবহাওয়া উপেক্ষা করে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা যোগদান সভায় করেন।

## পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসন। ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে সোজা সেগুনবাগিচায় যান পিটার হাস। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানান। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর স্টেট ডিপার্টমেন্টে ডাক পান ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। পূর্বনির্ধারিত সময় দূতাবাসের একাধিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইমরান আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছান। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ দূতের সঙ্গে কথা বলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন রোববার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকে বলেন, এটা ঠিক তলব ছিল না. বাংলাদেশ দূত কনসালটেশনে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশ কোনো প্রেসার বা চাপ বোধ করছে কি-না? কিংবা উদ্বিগ্ন কি-না? এক সম্পূরক প্রশ্নে সচিব বলেন, 'না, আমরা চাপ বা উদ্বিগ্ন নই। বোধ হয় আপনারাই (মিডিয়া) বেশি উদ্বিগ্ন।'

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতের সঙ্গে আমেরিকান মন্ত্রীর বৈঠকের বিস্তারিত না জানালেও শাহীনবাগে কী ঘটেছিল এবং তার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের তৎপরতার বিস্তারিত তুলে ধরে রোববার একটি ই-মেইল বার্তা প্রচার করেছে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস।

মুখপাত্রের ওই ই- মেইল বার্তায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়।

জানানো হয়, 'মায়ের ডাক' সংগঠনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকটিতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত। নিরাপত্তাজনিত কারণে বৈঠকটি শেষ না করেই শাহীনবাগ ত্যাগ করতে হয়। কারণ রাষ্ট্রদূত যে বিল্ডিংয়ে অবস্থান করছিলেন তার প্রবেশদ্বারে কিছু বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন। তারা ভবনটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন, এতে বৈঠকে বিঘ্ন ঘটে। অন্যরা রাষ্ট্রদূতের গাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল। মুখপাত্র জানান, তারা ঘটনার পরপরই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকেও তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানবাধিকার রয়েছে জানিয়ে মুখপাত্র বলেন, এ কারণে আমেরিকান দূতাবাস মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেয় এবং নিয়মিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে থাকে। 'মায়ের কান্না' (যারা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার জন্য শাহীনবাগে জড়ো হয়েছিল) সংগঠন কখনোই (সাম্প্রতিক বছরগুলোতে) দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

এদিকে রাতে দায়িত্বশীল একটি কূটনৈতিক সূত্র মানবজমিনকে জানায়, আমেরিকান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানকে পিটার ডি হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালে রাষ্ট্রদূত ইমরান ঢাকার অবস্থান ও পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করেন।




জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmint TV | jadoo TV | BTV | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | myCable | YUPPTV | World Cable

Jago bd com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

# আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।




২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

## South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

## Southeast USA Group Inc.

**জ্যাকসন হাইটস:**
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
**Phone: 718-639-6207**
**Cell: 917-566-1612**

**ব্রংক্স:**
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
**Phone: 347-621-0378**
**718-427-5919**

**e-mail: usa.bd54@gmail.com**



# সাহিত্য সাময়িকী

## ছিঁড়ে যাওয়া ঐক্য-একাত্তর

### নাসির আহমেদ

ছিলাম সেখানে একা পড়ন্ত বেলায় খুব স্মৃতি ভারাতুর
তারা গেল বিজয়ের উৎসবে সদলবলে আনন্দ-ভ্রমণে!
অতঃপর তোমাকে দেখলাম দেশ কী বিষণ্ন একা!
একখন্ড মেঘ যেন ভেসে আছো অন্তহীন জলের ওপরে!

আমি সেই নৈঃসঙ্গ্যের স্মৃতিজলে একা একা ভাসি
দূর দিগন্তের সঙ্গে যেখানে পাহাড় মিশে আছে
সেই অন্তহীন দূর আকাশ-রেখায় দেখি আমার কৈশোর
যুদ্ধদিনের সেই রুদ্ধশ্বাস ছবি আর রক্তস্নাত লাশের বহর!

কেউ কি রেখেছে মনে আমার সবুজ জুড়ে সেই রক্তঢেউ!
কেন প্রাণপ্রিয় এই পতাকা এখনো দোলে বিপন্ন বাতাসে!
কেন পঙ্গপাল-প্রায় পরাজিত ঘাতকেরা উগ্র ফণা তোলে!
কারা খাল কেটে আনে হিংস্র কুমীর এই সোনার বাংলায়?

কেন তুমি ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতায় একা ঐক্য-একাত্তর!
এই প্রশ্নে নিরুত্তর দুঃসময় আজ বুকে তোলে তীব্র ঝড় ।

## চিরদিনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো সবুজ ভূখন্ড

### শাহীন ইবনে দিলওয়ার

পরাধীনতার শিকলে বাঁধা মুক্তিকামীর
ধ্যান জ্ঞান ছিলো মুক্ত পাখীর আকাশ
যোদ্ধাদের খালি পায়ের আওয়াজে
ভেসে আসছিলো মধ্যযুগের অশ্বারোহী
ঘোড়সওয়ারের শত্রু বধের তোপধ্বনি ।

সবাই আশায় বুক বাঁধছিলো দ্বিধাহীন
সহস্র বছরের বাংলা আত্মপরিচয়ে ঋদ্ধ হবে
নয় মাস কেটে গেলে পৃথিবীর মানচিত্রে
নতুন দেশটির জন্ম অঝোর রক্তপাতের ফসল
স্বাধীকারের গোলা পূর্ণ হবে এবার ।

বাঙালীর সহস্র বছরের শিকল খুলে গেলো
যুথবদ্ধ মুষ্ঠির প্রবল প্রতাপে শত্রুরা দৃষ্টির বাইরে
দাঁতালো শুকর জন্মের মতো ভয় পেয়ে গেছে
পৃথিবীর মানচিত্রের কোল ঘেষে মাথা তুলে
চিরদিনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো সবুজ ভূখন্ড ।

## রোদগুলি বাড়ি ফেরে

### সোহরাব পাশা

অন্ধকার খুলে নেয় জোছনার জামা

রৌদ্রের শিকড় ছিঁড়ে বারুদের ঝড়
জল পোড়ে জলের ভেতর

পোড়ে স্বপ্নঘর দেওয়ালের ঘড়ি
রবীন্দ্র-জীবনানন্দ
পুড়ে যায় মায়ের চোখের রোদ ভেজা
বিনম্র সবুজ ভাষা

বসন্ত বাতাসে ফোটে পুষ্পপ্রতিশ্রুতি
বিক্ষত মাঠের পোড়া ঘাসে, ওড়ে নীল প্রজাপতি
সুবর্ণ সকাল
রোদগুলি বাড়ি ফেরে

## সাজ শিল্পীদের কথা

### মুস্তফা হাবীব

কৃষকের দুচোখে ভিড় করে অদৃশ্য স্বপ্নেরা,
সে সোনার ফসলে সাজাবে মাঠ প্রান্তর,
সাজাবে বাড়ির উঠোন, সাজাবে গোলা ।

ছলছল ভরা যৌবনা নদীর মত রমণীরা,
সাজায় তাদের কমলা রঙ ঠোঁট চ্যাপিস্টিকে ।
শাড়িতে সাজায় শরীরী ঢেউ তরঙ্গ ।
নদীরা জলস্রোতে সাজায় মাঠ পলল মাটিতে ।

তবে অধিকাংশ রাজশিল্পী, কাঠশিল্পী কখনও
নিজ খেয়ালে সাজাতে পারে না আপন ঘর,
পরের ঘর বানাতেই রচনা করে জীবন সমাধি ।

চিত্রশিল্পীরা রঙতুলি নিয়ে বসে থাকে
কখন আসবে খদ্দের স্বপ্নের ফরমায়েশ হাতে
মুদ্রার বিনিময়ে অন্যের স্বপ্ন সাজাতেই সাঁজবেলা ।

তবে কারো মত আমি আমাকে সাজাতে ব্যাকুল নই
স্বপ্ন বুনে যাই পরমানুষের জন্য দিনের পর রাত,
অন্যের সুখ সমৃদ্ধির জন্য সাজাই শব্দের ইস্তেহার
আজন্ম কবিতায় সাজাই, স্বপ্নের খেয়া বাংলাদেশ ।



## বর্ণমালা বলতে

### দুলাল সরকার

আমি যখন বিভেদ নিয়ে ভাবি
কিংবা যখন উদ্যত হই ভাংগতে
তখন তুমি পাশে দাঁড়াও বর্ণমালা তখন
তুমি সাহস দিয়ে
শরীক কর প্রতিবাদের অংশে;

দাঁড় করে দাও প্রান্তজনের বন্ধু হয়ে
নিরব মাটির শক্তিগুলো
বাংলা ভাষা পড়তে
চাষা ভুষার মনের কথা, অনুভূতি শিখতে
বাংলা তোমার ব্যবহারে নিজেকে খুব
সমৃদ্ধশালী করতে;

প্রয়োজনীয় মনে করি মৃত্তিকাকে ডেকে ডেকে
মাতৃভূমি বলতে
মাঠের মধ্যে রোদ্রে গিয়ে বসে থেকে
দিগন্ত দূর শস্য সবুজ শুকতে;

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে শেকড় সহ
বিষবৃক্ষটা উপড়ে- বর্ণমালা শেখাও তুমি
ভালবাসবে কি করে সে সব শিখতে ।

## বিজয়ের আলো

### মোখলেসুর রহমান

জুলুমই অন্ধকার তার পথে হাঁটে অন্যায় আর অবিচার ।
ডালপালা প্রসারিত করে চারদিক গতি পায় দিনের পর
কালোরাত ।
কালোরাত
কালোরাত
কালোরাতে জুলুম ঝরালো ।

দিকবিদিক বাংলার মাটিতে আগুন মিশ্রিত জুলুমের স্টেনগান
তারপর আলোর করুণ হাওয়ায় আসমানের সিঁড়ি দিয়ে থরথর নেমে আসে জমিনে
আলোর আলোকিত মেলা ।

ঘোর লাগা মুক্তির স্বপ্নে প্রতিভার ছায়ার বিস্তার
মাটির প্রজন্মে
বিবেকের প্রজন্মে
জ্ঞানের প্রজন্মে ।

আকাশের রহমতে মেঘমালার বর্ষন সিক্ত করে মাটির প্রজন্ম
আলোকিত শক্তির অবয়ব অন্তরাত্মায় দেখে তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ ।
আর ডান ও বাম বাংলার পথঘাট মেঠোপথ রাজপথ আলপথ নদীনালা খালবিল

বিস্তৃত মাঠ-প্রান্তর ।

স্বপ্নে স্বপ্নে গৌরবগাঁথা সংগ্রাম । প্রান্তরে প্রান্তরে উজ্জীবিত সূর্যোদয়ের ইতিহাস । যুদ্ধে যুদ্ধে
আলোকিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ।
শ্বাস- প্রশ্বাসের দমে দমে ছিলো আলোকিত জীবনের গান ।
মুখ মুখে ছিলো বিজয়ের আলো । ছিলো আলোকিত বিজয়ের গান- জয় বাংলার জয়
পেলাম মানচিত্র পেলাম ১৬ই ডিসেম্বর ।

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 87-54 168th Street, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 859 Fillmore Ave |
| Jackson Heights, NY 11372 | Jamaica, NY 11432 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |

# পরীমনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন রাজিব



**বিনোদন ডেস্ক:** রাজধানী ঢাকার বনানী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত নায়িকা পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন জব্দ তালিকার সাক্ষী রাজিব হাসান। বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন।

এদিন মামলায় জামিনে থাকা দুই আসামি আশরাফুল ইসলাম দিপু ও কবির হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় পরীমনির পক্ষে তার আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত সুরভী হাজিরা দেন। এরপর আদালত জব্দ তালিকার সাক্ষীর জবানবন্দি নেন। এ সময় আসামিপক্ষ জেরার জন্য সময়ের আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ১২ জানুয়ারী দিন ধার্য করেন।

গত ১২ মে পরীমনির আইনজীবী ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফ চেয়ে আবেদন করেন। এরপর গত ২ জুন আদালত পরীমনির ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফ করেন।

২০২১ সালের ৪ আগস্ট অভিযান চালিয়ে পরীমনিকে তার বনানীর বাসা থেকে আটক করে র্যা ব। অভিযানে নতুন মাদক এলএসডি, মদ ও আইস উদ্ধার করা হয়। তার ড্রয়িং রুমের কাভার্ড, শোকেস, ডাইনিং রুম, বেড রুমের সাইড টেবিল ও টয়লেট থেকে বিপুল পরিমাণ মদের বোতল উদ্ধার করা হয়।

পরদিন গত ৫ আগস্ট র্যা ব বাদী হয়ে রাজধানীর বনানী থানায় পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলায় দায়ের করেন। তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৪ অক্টোবর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির পরিদর্শক কাজী মোস্তফা কামাল আদালতে পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এরপর চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি আদালত পরীমনিসহ তিন আসামির অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, চিত্রনায়িকা পরীমনির বাসা থেকে জব্দ করা মাদকদ্রব্যের বৈধ কোনো কাগজপত্র ছিল না। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে সিআইডিকে জানানো হয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরীমনির নামে মদজাতীয় পানীয় সেবনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। গত বছরের ৩০ জুন ওই লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়।

পরীমনি বিভিন্ন স্থান থেকে এই মামলার দুই আসামি আশরাফুল ইসলাম ও কবির হোসেনের মাধ্যমে অবৈধ মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে বাসায় রেখেছিলেন। মাদকদ্রব্য রাখার বিষয়ে তিনি কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। পরীমনি তার গাড়িটি মাদকদ্রব্য বহনের কাজে ব্যবহার করতেন।



# কিয়ারা-সিদ্ধার্থের বিয়েতে দাওয়াত পাচ্ছেন যারা

**বিনোদন ডেস্ক:** টালিউড থেকে বলিউড সর্বত্রই বাজছে বিয়ের সানাই। এবার শোনা যাচ্ছে– বিয়েরপিঁড়িতে বসতে চলেছেন বলিউডের দুই তারকা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। প্রথমে জানা গিয়েছিল, চলতি বছরের শেষের দিকে বিয়ে। তার পর তারিখের জল্পনা আগামী বছর জানুয়ারি হয়ে আগামী বছর এপ্রিলে গিয়ে ঠেকেছে।

হিন্দুস্তানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে দুটি জায়গা চূড়ান্ত করেছেন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য। শুধু তাই নয়, আদভানি ও মালহোত্রার পরিবার বিয়ের সব আলোচনাও শেষ করেছে। বিয়েতে কারা আমন্ত্রিত থাকবেন, কবে বিয়ের দিন ঘোষণা করা হবে সব নাকি চূড়ান্ত।

ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি জায়গা হবে চন্ডীগড়ের দ্য ওবেরয় সুখবিলাস। এ জায়গাটি যেহেতু দিল্লির খুব কাছেই অবস্থিত, সেহেতু মনে করা হচ্ছে– মালহোত্রা পরিবারের জন্য জায়গাটি সুবিধার হবে যাতায়াতের জন্য। তবে রিসেপশন পার্টিটি মুম্বাইয়ে হবে বলেই জানা গেছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বলিউডের নামিদামি তারকারা।

সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বিয়েতে কারা আমন্ত্রিত থাকবেন সে তালিকা করছে দুই পরিবার। জানা গেছে, তাদের বিয়েতে বলিউডের বিভিন্ন বন্ধুসহ অভিনেতা ও সিনেমা নির্মাতারা উপস্থিত থাকবেন। এদের মধ্যে করণ জোহর ও অশ্বিনী ইয়ার্দি তো থাকবেনই। এ ছাড়া বরুণ ধাওয়ান, ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফ, রাকুল প্রীত সিংয়ের নামও শোনা যাচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের নিকট আত্মীয়, বন্ধুরাও উপস্থিত থাকবেন বলেই শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও সিদ্ধার্থ-কিয়ারার ঘনিষ্ঠ প্রযোজক এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য সতীর্থরাও থাকবেন বিয়েতে।

বর্তমানে সিদ্ধার্থ ও কিয়ারা তাদের ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কিয়ারা এখন 'আরসি ১৫' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। অন্যদিকে সিদ্ধার্থ সম্প্রতি নির্মাতা রোহিত শেঠির 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স'র শুটিং শেষ করেছেন। এ ছাড়া তাকে 'যোধা' সিনেমাতেও দেখা যাবে।



# 'পাঠান' বয়কটের ডাকের প্রতিবাদে কড়া বার্তা শাহরুখের

**বিনোদন ডেস্ক:** বলিউডে তারকা শাহরুখ-দীপিকার 'পাঠান' ছবির প্রথম গান মুক্তি পেয়েছে দুদিন আগে। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিতর্ক। গানের দৃশ্য শেয়ার করেই দেওয়া হয়েছে ছবি বয়কটের ডাক। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে 'বয়কট পাঠান' ট্রেন্ডিং। এদিকে মধ্যপ্রদেশে 'পাঠান' নিষিদ্ধের হুমকি দিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, 'খারাপ অভিপ্রায়ে' বানানো এই ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির যোগ্য নয়। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়কটের ডাক উঠে। তবে 'পাঠান' বয়কটের ডাকের প্রতিবাদে কড়া বার্তা দিয়েছেন বলিউড কিং।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ডাকে কলকাতায় আসেন শাহরুখ। সেখানেই নিজের বক্তৃতায় তিনি সিনেমার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার কুপ্রভাবের প্রসঙ্গ তুলেন।

শাহরুখ বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থাকায় এখন অনেকেরই চিন্তাভাবনার পরিসরটা ছোট হয়ে আসছে। তবে আমার বিশ্বাস সিনেমা এর চেয়ে অনেক বড়। এবং সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে সে নিজের মতো টিকে থাকবে।'

কারো নাম উল্লেখ না করলেও বাদশাহ যে নিন্দকদেরই জবাব দিয়েছেন; তা শাহরুখের এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শেষে শাহরুখ 'পাঠান' ছবির সংলাপ ধার করে বললেন, 'ম্যাঁয়, আপ অওর সব পজিটিভ লোক আভি জিন্দা হ্যায়।' অর্থাৎ, আমি আপনিসহ সব ইতিবাচক চিন্তার লোকজন এখনো জীবিত আছে।

আগামী বছরে মুক্তি পেতে চলেছে 'পাঠান' সিনেমা। তার আগে ছবিটির একটি গানের ভিডিও 'বেশরম রং' মুক্তি পেয়েছে সম্প্রতি। আর এই গানে বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের নাচ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিওতে দীপিকা কখনো বিকিনি স্যুট পরে, কখনো বা মনোকিনি পোশাকে নাচতে দেখা গেছে। অভিনেত্রীর এমন পোশাক পরে নাচের কারণে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই বলেছেন- এভাবে শরীর দেখাতে হবে বিক্রির জন্য! দীপিকার মতো এত বড়মাপের অভিনেত্রীকে ছবিতে নেওয়ার পরও যদি তাকে এমন পোশাক পরে নাচতে হয়, তাহলে বলিউডের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন- দীপিকাকে এভাবে একদম মানায় না। এই নাচ কোনো পর্নো ছবির নায়িকাও করতে পারতেন। 'বয়কট পাঠান' হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা হয়েছে– পাঠান ছবিতে তোতলাটা নায়িকাকে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিয়েছে আর গানের নাম দিয়েছে বেশরম রং। শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে বহু বছর পর বড়পর্দায় একসঙ্গে পেতে চলেছেন দর্শকরা। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই বিতর্কে জড়ালেন তারা।

# 'দেশ তখনই মানুষ হবে, মানুষ যখন হবে দেশি'



**বিনোদন ডেস্ক:** ১৬ ডিসেম্বর ছিলো মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিনে জয় পেয়েছিল বাঙালী জাতি। মহান বিজয় দিবসে বাঙালীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। বিজয় দিবসে সব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম।

শুক্রবার ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে এক স্ট্যাটাসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন- দেখতে দেখতে ৭১ এর ৫১ হয়ে গেল। বিজয়ের ৫১, বাংলাদেশের ৫১। তিনি আরও বলেন, এক অন্য ধরনের গৌরবগাঁথা লিখা হয়েছিল আমাদের বীর যোদ্ধাদের হাত ধরে। আমরা পেলাম বিজয়, দেশ হলো মুক্ত। অথচ সেই বিজয়কেই আমরা মুক্ত হতে দিয়েছি কই? বরং বন্দি করে রেখেছি। মিম লেখেন- আসুন, মুক্ত করি জয়। আমাদের জীবনে আবারও ফিরে আসুক বিজয়। বিজয় আসুক আমাদের ভাবনায়, ভালোবাসায়, বিজয় আসুক উদারতায়, সমতায়, অধিকারে, মানব আর দেশপ্রেমে। আসুন দেশটাকে সবাই ভালোবাসি, আরও বেশি। দেশ তখনই মানুষ হবে, মানুষ যখন হবে দেশি।

সবশেষ তিনি লেখেন- দেখতে দেখতে ৭১-এর আজ ৫১। আসুন দাঁড়াই একে অন্যর জন্য। সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।









# আনন্দঘন পরিবেশে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক

**নিউইয়র্ক:** নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক ও ৮ম বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠান গত ১১ ডিসেম্বর শনিবার বর্ণিল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় নিউইর্কের অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় । লায়ন্স ক্লাবের সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ ও মূলধারা ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সবর উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠান ছিল প্রানবন্ধকর । অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আহসান হাবীব ও সেক্রেটারী লায়ন্স মো: হাসান জিলানী সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

কয়েক পর্বে সাজানো অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোচনা পর্ব সংগঠনের প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আহসান হাবিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট এর সিইও এবং লায়ন্স ক্লাবের ডিরেক্টও লায়ন্স নুরুল আজিম । কি নোট স্পিকার হ্যারাবেল জাজ পী ডি জি এন্থনি প্যারাডিসো, গেস্ট অফ ওনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক এস্টেট ডিস্ট্রিক্ট ৩৮ অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার । এনওয়াইপিডি ১১৫ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর জামিল এস তাহেরী, নি-উইয়র্ক মেয়র অফিসের এশিয়ান উপদেষ্টা লায়ন ফাহাদ সোলাইমান, কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ নিউইয়র্কের ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন্স রেমন্ড স্মিথ ও সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন্স টেরি পালদিনী, নিউইয়র্ক ফিল-এম লায়ন্স ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন্স নানা লোজাডা স্মিথ, এসডি ২০ আর ২ লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন চেয়ার পিডিজি লায়ন্স লরি ই রিগার, ডিলিংস ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ পিডিজি মেদাদি সি, আমাদু সি, পিডিজি সিড বউমগার্টেন, পিডিজি লোরেটা উউ, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারার লায়ন্স অস্কার । লায়ন্স রিজিওনাল চেয়ারপার্সন লায়ন আসেফ বারী, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর রোকেয়া আখতার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, ফোবানা ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স কাজী আজম, ফোবানা ২০১৯ মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন্স ফিরোজ আহমেদ ,আমেরিকান বাংলাদেশ সোসাইটি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিন মেহেদী, নজরুল একাডেমী ইউএসএ ইনকের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম দুলালসহ আরো অনেকে ।

আরো উপস্থিত ছিলেন প্যাসিফিক গ্রুপের সিইও লায়ন্স মোহাম্মদ খালেক, শাকিল চৌধুরী, ঠাকুরগাঁও ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল মিল্টন, লিবার্ট রেনোভেশন প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ আজাদ, আশা হোম কেয়ার চেয়ারম্যান লায়ন ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক লায়ন্স ডা. চৌধুরী এস হাসান, সিপিএ লায়ন্স মুহাম্মদ চিশতী, লায়ন্স গোলাম সারওয়ার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এর সাধারণ সম্পাদক লায়ন্স মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান ।

এপর্বে প্রায় ২শত লোকের উপস্থিতিতে ক্লাবের সকল কার্যকরী কমিটির সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন সেক্রেটারী লায়ন্স মোহাম্মদ হাসান জিলানী । নতুন কমি-টির সদস্যরা হলেন, প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আহসান হাবিব, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আসেফ বারী, পাস্ট ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লায়ন্স মোঃ মতিউর রহমান, লায়ন্স শাহ নেওয়াজ, লায়ন্স মুহাম্মাদ সাঈদ, ১ম ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান, ২য় ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আমেনা নেওয়াজ, ৩য় ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স মু-নমুন হাসিনা বারী, ৪র্থ ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স এএম রেজা রশীদ, ৫ম ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স ফাহাদ সোলায়মান, সেক্রেটারী লায়ন্স মো: হাসান জিলানী, জয়েন্ট সেক্রেটারী (এডমিন) লায়ন্স ডেইজি ইয়াসমীন, জয়েন্ট সেক্রেটারী (প্রজেক্ট) লায়ন্স ফামিদ রকি, ট্রেজারার লায়ন্স এম মজুমদার, ট্যাইল টুয়েস্টার লায়ন্স মোস্তফা অনিক রাজ, লায়ন্স টেম্যার লায়ন্স রুহুল আমিন, মেম্বারশিপ চেয়ার লায়ন্স জেএফএম রাসেল, ডাইরেক্টর লায়ন্স রাইয়ান তাজ, লায়ন্স হারুন ভূইয়া, লায়ন্স মহব্বত আখন্দ, লায়ন্স একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিম, লায়ন্স আবেদা খানম, লায়ন্স আবুল কাসেম চৌধুরী, লায়ন্স মোহাম্মদ কাশেম, লায়ন্স নূরুল আজিম, লায়ন্স মুকুট, লায়ন্স জয় ।

অনুষ্ঠানে অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে প্রক্লামেশন এবং কার্যকরী কমিটির সবাইকে সাইটেশন প্রদান করেন । নুতুন কমিটির সদস্যদের অভিষেকের পাশাপাশি দশজন নতুন সদস্য লায়ন্স ক্লাবে ইনস্টল করা হয় । ক্লাবের পক্ষ থেকে অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় । অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠানের কনভেনার ছিলেন ক্লাব ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, সদস্য সচিব ক্লাব মেম্বারশিপ সেক্রেটারি লায়ন্স জেএফ এম রাসেল, চিফ কোঅর্ডিনেটর লায়ন্স আলমগীর খান আলম । সার্বিক সহযোগিতায় লায়ন্স রকি আলিয়ান লায়ন্স ফেমড রকি ,লায়ন্স আসাদ চৌধুরী, লায়ন রুহুল আমিন, লায়ন্স একেএম এ রশিদ, লায়ন্স কামরুল মুজুমদার ও ট্রেজারার লায়ন্স মোহাম্মদ মশিউর মজুমদার প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল এবং কনভেনার লায়ন্স রকি আলিয়ান, পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন্স আসিফ বারী ও মোহাম্মদ সাঈদ । নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয় । নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয় ।

রাত ১০টায় নৈশভোজের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী লায়ন্স আমেনা নেওয়াজ, লায়ন্স ট্রিনিয়া হাসান, লায়ন্স ডেইজি ইয়াসমিন, লায়ন্স রায়ান তাজ, লায়ন্স অনিক রাজ ও লায়ন্স তাসকিন আহমেদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন । বিশেষ আয়োজনে ছিল নৃত্যাঞ্জলী ডান্স গ্রুপের নতুন প্রজন্মের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান । সবশেষে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।



# শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সুরক্ষার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানালো বাংলাদেশ



**নিউইয়র্ক:** 'অবশ্যই শান্তিরক্ষীদের উপর আক্রমণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজের সকল অংশিদারদের নতুন নতুন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন'। গত ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সুরক্ষার লক্ষ্যে গঠিত 'গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে এ কথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

নতুন গঠিত এই গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস-টিতে কো-চেয়ার হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ, মিশর, ফ্রান্স, ভারত, মরক্কো এবং নেপাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর। বাংলাদেশসহ অন্য পাঁচটি সহ-সভাপতি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিগন স্ব স্ব দেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের পিস অপারেশন বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ পিয়েরে ল্যাক্রুয়া এবং অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগের প্রতিনিধি।

শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে একটি বহু অংশিদারীত্ব ভিত্তিক প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জবাবদিহিতার বিষয়টিকে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার উপর জোর দেন।

প্রদত্ত বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিশ্ব শান্তি রক্ষার প্রতি বাংলাদেশের সুদৃঢ় অঙ্গিকার। শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সুরক্ষার লক্ষ্যে তিনি স্বাগতিক দেশের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা, ঘটনার দ্রুত তদন্ত, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল প্রযুক্তির বাস্তবায়ন এবং ভুল ও বিকৃত তথ্যের প্রচার বন্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। নবসৃষ্ট এই গ্রুপ অব ফ্রেন্ডসটি যেসকল কাজ করবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-স্বাগতিক দেশকে সহযোগিতা প্রদান, মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ তৈরি, সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান, সর্বোত্তম অনুশীলন ও সম্পদ ভাগাভাগি এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ। এসকল কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রুপটি শান্তিরক্ষীদেও বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল প্রকার সহিংসতামূলক কার্যকলাপ প্রতিহত করার নিমিত্তে কাজ করে যাবে। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী দিনে ৩৬ টি দেশ গ্রুপটিতে যোগদান করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

## ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

# জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

# IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

**প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:**

**শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:**

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

**রেসিডেন্সি:**

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

**কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:**

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

**অপরিহার্য দায়িত্ব:**

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

**ifnj2022@gmail.com**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721

বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142


## আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত এত সোজা নয়

(প্রথম পাতার পর)

কথা বলেন।

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজয় আমরা এনেছি, এই বিজয়ের পতাকা সমুন্নত করেই চলতে হবে। আবার যেন ঐ খুনি, যুদ্ধাপরাধী, যাদের আমরা বিচার করেছি, তারা ক্ষমতায় এসে এই দেশকে ধ্বংস করতে না পারে। সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, এতই সোজা আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা, আওয়ামী লীগ পারে। আইয়ুব খানকে উৎখাত করেছি, ইয়াহিয়া খানকে যুদ্ধে পরাজিত করে উৎখাত করেছি, জিয়া যেখানেই গেছে আন্দোলন তার বিরুদ্ধে হয়েছে, এরশাদকে উৎখাত করেছি, খালেদা জিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারির ভোট চুরির পর তাকে উৎখাত করা হয়েছে, আবার ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে নির্বাচন করতে চেয়েছিল সেটাও বাতিল হয়েছে। কাজেই আওয়ামী লীগ পারে। আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা এত সোজা নয়।

তিনি বলেন, তবে তারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসলে চক্রান্ত করতে পারবে, ষড়যন্ত্র করতে পারবে যেমন ২০০১ সালে চক্রান্ত করে আমাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়নি তার ভোগান্তি এদেশের মানুষের হয়েছে।

তিনি বলেন, তাই মানুষকেও সজাগ থাকতে হবে। আবার তারা ভোগান্তিতে পড়বে, নাকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজয়ের পতাকা সমুন্নত রেখে উন্নয়নের পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে গড়ে তুলবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কম্পিউটার ব্যবহারে পরদর্শী হবে, আমাদের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের ই-গভর্নেন্স, ই-বিজনেস, ই-জনগোষ্ঠী সবকিছু আমরা এভাবে করবো। এমনকি স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা সবকিছুকেই আমরা সেভাবে গড়ে তুলবো এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এর গতিকে আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের বিজয়ের মাসে বিজয়ের দিনে এটাই প্রতিজ্ঞা হবে যে, বিজয়ের পতাকা সমুন্নত রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবো। উন্নয়নশীল দেশ হয়েছি এখন উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলবো।

দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, শাজাহান খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম ও সিমিন হোসেন রীমি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এবং উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন সভা সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ আমাদের সমর্থন করে, ভোট আমাদের আছে কিন্তু নির্বাচনে কারচুপি করে হোক, ষড়যন্ত্র করে হোক, চক্রান্ত করে হোক বার বার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে বাধা দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের শক্তিই সব থেকে বড় শক্তি আর একটা বিশ্বাস আর উপরে রাব্বুল আলামিন তো আছেনই কাজেই সেই মানুষের শক্তি নিয়েই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। আর '৯৬ থেকে ২০০১ এদেশের মানুষের জন্য স্বর্ণযুগ ছিল। তারপর আবার একটা চক্রান্ত হলো, আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি। ফলে বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, লুটপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি, মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। অগ্নিসন্ত্রাস, নির্যাতন কিনা হয়েছে এদেশে। কিন্তু প্রতিটি সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানুষের পাশে থেকেছে। আর আমরা সরকারে যখন থেকেছি এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা মোকাবিলা করেছি।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতসহ আরও কিছু পার্টি মিলে দাঁড়ালো কিন্তু আরেকটি জিনিস খুব অবাক লাগে কোথায় লেফটিস্ট আর কোথায় রাইটিস্ট। যারা লেফটিস্ট তারা মনে হলো ৯০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। অর্থাৎ সেই জামায়াত- বিএনপি তাদের সঙ্গে আমাদের বাম, অতি বাম, স্বল্প বাম, তীব্র বাম, কঠিন বাম সব যেন এক হয়ে এক প্যাটফরমে। 'সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এদেশ। সে কথাই মনে হয়, কোথায় তাদের নীতি আর আদর্শ, কোথায় কি', বলেন তিনি।

তিনি বলেন, কী কারণে যারা হত্যাকারী, ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাকারবারি করে সাজাপ্রাপ্ত আসামি, গ্রেনেড হামলা করে আইভি রহমানসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী হত্যার বিচারের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামি, মানি লন্ডারিংয়ে সাজাপ্রাপ্ত, এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করে যে দলের প্রধান সাজাপ্রাপ্ত আসামি তাদের নেতৃত্বে এত বড় বড় তাত্ত্বিক এত বড় বড় কথা বলে, এত কিছু করে তারা এক হয়ে যায় কীভাবে। কীভাবে এক হয়ে যায় সেটাই আমার প্রশ্ন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অপরাধটা কি? আওয়ামী লীগতো ক্ষমতায় বসে নিজে খাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ তো দেশের মানুষকে খাওয়াচ্ছে। দেশে গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে ঘর দিচ্ছি। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সংবিধানে বর্ণিত মানুষের প্রতিটি মৌলিক চাহিদা আমরা পূরণ করে যাচ্ছি।

আমদানি ব্যয় বাড়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অনেক জিনিস আমদানি করতে হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আমদানি ব্যয় বেড়েছে। সেজন্য দামও বেড়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্য ও গ্যাসের মূল বেড়ে গেছে। বিশ্বে দাম বাড়লে আমাদের কী করার আছে। বিদ্যুতের দাম উৎপাদনের খরচ অনুযায়ী দিতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ-গ্যাস দেয়া আর সম্ভব নয়।'


## SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

**একাউন্টিং**
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

**নোটারী পাবলিক**

**ফ্যাক্স সার্ভিস**

**রেজ্যুমি**
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

**রেজিষ্ট্রেশন**
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

## দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

# Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভাব্য
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

## Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

# ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

# কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ








সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



## ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd





# ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

**ওয়াশিংটন ডিসি:** বাঙালী জাতির দীর্ঘ আকাঙ্খিত স্বাধীনতার জন্য যেসকল বীর মুক্তিযোদ্ধা লড়াই এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫২তম বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। গৌরবময় বিজয় দিবস স্মরণে দূতাবাস দিনব্যাপী এক কর্মসূচির আয়োজন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের প্রথম পর্বের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন, এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান ডেপুটি চিফ অব মিশন ফেরদৌসী শাহরিয়ার, মিনিস্টার (কর্মাস) মোঃ সেলিম রেজা, কাউন্সেলর (পাবলিক ডিপ্লোমেসি) আরিফা রহমান রুমা এবং কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল-১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

পরে জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও উন্নয়নের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এবং মিস আফরিন আক্তার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট,



আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রদূত ইমরান তার স্বাগত বক্তব্যে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত ৩০ লাখ শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত দুই লাখ নারীর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

মহান বিজয় দিবসকে বাঙালী জাতির জন্য একটি গৌরবময় দিন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালী জাতি ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান জাতির পিতা ও ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান।

আফরিন আক্তার তার বক্তব্যে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখে এবং আশা করে আগামী ৫০ বছরে দু'দেশের মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দু'দেশের জনগণ, সরকার ও অর্থনীতির মধ্যে, অসাধারণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আফরিন আক্তার দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর বলেও উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বলেন, মাত্র কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষি ভিত্তিক সমাজ থেকে অর্থনৈতিক শক্তিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। তিনি বলেন এটি সত্যিই গর্ব করার মতো গল্প যে বাংলাদেশ লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বের করে এনেছে এবং প্রজন্মের মধ্যে মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন করবে, যা সত্যিই অসাধারণ।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাইরেও আফরিন আক্তার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সরবরাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিপুল সংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মিণীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের James Brennan Flanigan প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা বাংলায় আবৃত্তি করেন। বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংস্কৃতিক সংগঠন ধ্রুপদী'র শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের সাথে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন।

দিনব্যাপী কর্মসূচির দুই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাউন্সেলর শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি ও ফার্স্ট সেক্রেটারী মোঃ আতাউর রহমান। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দূতাবাসে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও উর্ধ্বতন কূটনৈতিকবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।


বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com



Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



| | |
|---|---|
| লাইভ তেলাপিয়া | $3.49/lb |
| লাইভ বাফেলো | $3.49/lb |
| আমেরিকান ইলিশ | $1.99/lb |
| দেশী রুই | $1.79/lb |
| Herring Fish (চাপিলা মাছ) | $2.49/lb |
| Porgy | $1.49/lb |

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

| | |
|---|---|
| দেশী স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস | $ 9.99 |
| ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস | $ 18.99 |
| স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস | $ 13.99 |
| সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস | $ 12.99 |

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com





# জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

**নিউইয়র্ক:** যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় সম্পৃক্ত তরুন বাংলাদেশী-আমেরিকানসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। আলোচনা পর্ব শুরুর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-উৎসর্গকারী বীর শহীদগণের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র পপ্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এর পর উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-আমেরিকান নেতৃবৃন্দ। তাঁরা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আগত অতিথিদের আলোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদৎবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য আমরা জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছি যা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মর্যাদা ও সক্ষমতার স্বাক্ষর"।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, আমরা এখন শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, বিশ্বশান্তি রক্ষা, শান্তি-বিনির্মাণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক আলোচনা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ অসংখ্য বহুপাক্ষিক প্লাটফর্মে বাংলাদেশ নেতৃত্বশীল ভূমিকা রেখে চলেছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। স্থায়ী প্রতিনিধি আরও বলেন, "আমরা আজ বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশ। আশা করা যায়, ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কোভিড ব্যবস্থাপনা ও অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বের কাছে আজ রোল মডেল বাংলাদেশ"।

প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অগ্রণী ভূমিকা বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকানগণ এখানকার মূল ধারার রাজনীতিতে নেতৃত্বশীল ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এখানকার প্রবাসী ভাই-বোনেরা নিয়মিত রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী রাখতে সহায়তা করছেন। জাতির পিতা ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, তাদের দেশের ফিরিয়ে বিচারের আওতায় আনতে মিশনের উদ্যোগে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

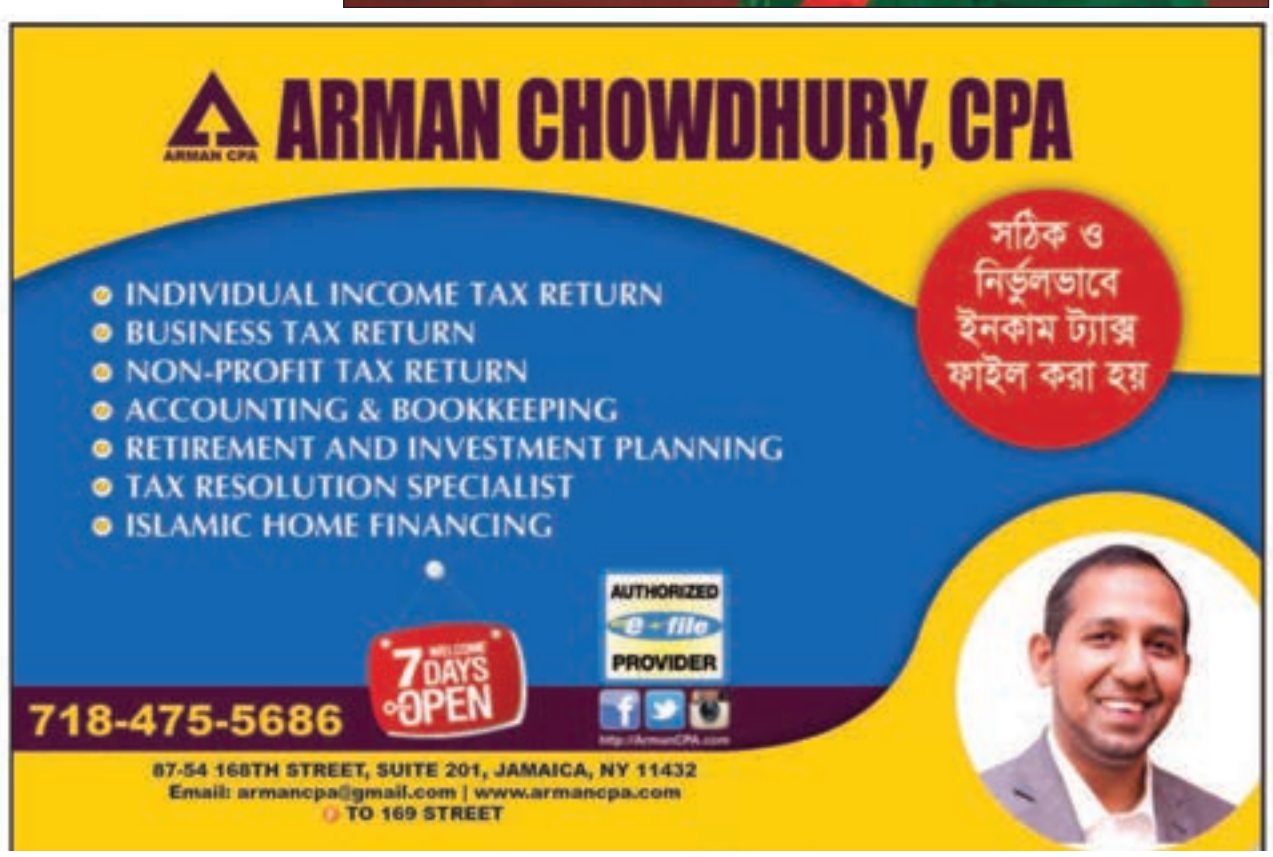
আলোচনা পর্ব শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক রথীন্দ্রনাথ রায় এবং শহীদ হাসান। নৃত্যগীতি পরিবেশন করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-এর একদল নৃত্যশিল্পী। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার আহবায়ক মিথুন আহমেদ এর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয় সাংস্কৃতিক পর্ব ।























# প্রতিটি বাংলাদেশীর শ্লোগান হোক ‘জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

করেছেন আইন শৃংখলা ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার দাবি। তিনি বলেছেন, প্রতিটি বাংলাদেশীর প্রাণের শ্লোগান হওয়া উচিৎ ‘জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ।’ বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস উপলক্ষে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ আয়োজিত ‘বিজয়ের বায়ান্ন’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। সিটির উডসাইটের গুলশান টেরাসে নিউইয়র্কের পথিকৃৎ হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপাপ ও অ্যালেগ্রা যৌথভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে ওই অনুষ্ঠানের।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ধর্ম ও মানবতার বাণী প্রচার করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মুহম্মদ আব্দুস সাদিক, বাইবেল থেকে পাঠ করেন রেভারেন্ড জেমস রয় এবং রামায়ণ ও গীতার শ্লোক থেকে আলোচনা করেন রাশেশ্বরী গোল্লাপুরি।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ আরো বলেন, সন্তানের ভ্রুণ থেকে শুরু করে প্রসব পর্যন্ত যে যন্ত্রণা, যে ভালোবাসা ও পরীক্ষা তা প্রতিটি মা উপলব্ধি করেন। সন্তান পৃথিবীর আলো দেখে বড় হয় পুরোটাই মায়ের মমতা ও যত্নে। মায়ের চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। এই সত্য প্রত্যেক জাতির সঙ্গেও মিলে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে যারা যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা বাংলাদেশের সরকার গঠন করতে পারেননি। তাদেরকে দিয়ে আমরা সরকার গঠন করিনি। আমাদের ছিল না রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা। আমাদের কেউ মন্ত্রী ছিলেন না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী ছিলেন পাকিস্তান সরকারের, তাও কিছুদিনের জন্য। আমরা পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর মেম্বার পর্যন্ত ছিলাম না। পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আমাদের বড় ভায়েরা সরকার গঠন করেন। তারাই আমাদের মুরুব্বি। আমরা তাদেরকেই মেনেছি। আমরা মেনে মেনেই এ পর্যন্ত এসেছি। এর ভেতরেই আমরা অনেক মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছি। বহু জীবন হারিয়েছি। বহু নেতা ও মুরুব্বিদের হারিয়েছি।

আবু জাফর মাহমুদ নিজের জীবনচিন্তা ও ধর্মানুভূতির কথা তুলে ধরে বলেন, জাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয়, আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা পবিত্র হয়। কিন্তু আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন, যে ভালোবাসা দিয়েছেন তার জন্য কী করেছি, তার জাকাত কি? আমি বিশ্বাস করি, সেই জাকাতটিই হচ্ছে দেশের জন্য নিবেদিত হওয়া। সেই তাগিদ ও কর্তব্যের তাড়না থেকে, নতুন প্রজন্মের সামনে দেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে, মহান মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরার চিন্তা থেকেই এই আয়োজন।

তিনি ষাটের দশকের দূরদর্শী ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খানের কথা তুলে ধরে বলেন, তিনি জয় বাংলা শ্লোগান তুলে গোটা ছাত্রসমাজকে আন্দোলিত করে গোটা জাতির মধ্যে তার প্রভাব ছড়িয়ে দেন। সেই শক্তির রেশ এখনও চলছে। কিন্তু আজকে ভারতের বাঙালিরাও ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দেয়।

মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা আমাদের রাষ্ট্রগঠন করেছি, আমরাই আমাদের পতাকা নির্ধারণ করেছি, আমরাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নিয়েছি। তাই জয় বাংলা শ্লোগান যখন দেন, তা যদি ভালোবেসে দেন, তাহলে তার সঙ্গে অবশ্যই রাষ্ট্র থাকতে হবে। বাংলাদেশ থাকতে হবে। ‘জয় বাংলা’র পাশাপাশি শ্লোগান হতে হবে ‘জয় বাংলাদেশ’। এটিই প্রতিটি বাংলাদেশীর শ্লোগান।

অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জল ইতিহাস নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সম্মাণিত অতিথি নিউইয়র্কের মেয়র এরিক এডামস উপস্থিত হতে না পারায় তার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার দিলিপ চৌহান যোগ দেন। তিনি অভিবাসীদের সুযোগ ও স্বপ্ন পুরণের প্রশ্নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উদযাপনের ব্যতিক্রমী ও বর্ণাঢ্য আয়োজনকে দৃষ্টান্তমূলক বলে অভিহিত করেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের হাতে মেয়র এরিক অ্যাডামস এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মানসূচক ‘রিসাইটেশন’ প্রদান করেন।

দিলিপ চৌহান জানান, এটি মেয়রের পক্ষ থেকে দেয়া সর্বোচ্চ সম্মাননা। সেসময় মেয়রের জন্যও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ এর বিশেষ সম্মাণনা প্রদান করা হয়।

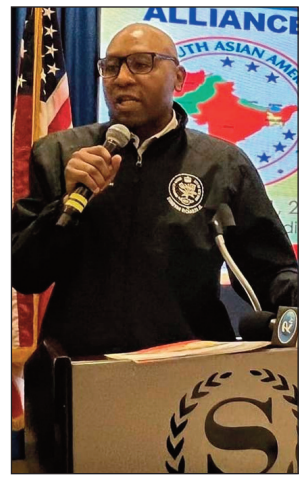
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, টাইম টিভি ইউএসএ’র সত্তাধিকারী ও বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ড. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নি-উইয়র্ক মেয়রের উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শুটার ও অলিম্পিয়ান এস এম ফেরদৌস, চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কাজী আযম, সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন ইউএসএ’র সভাপতি আশরাফ উদ্দিন, মূলধারার রাজনীতিক মামনুনুল হক, অধ্যাপক এম রহমান সুজন প্রমুখ।

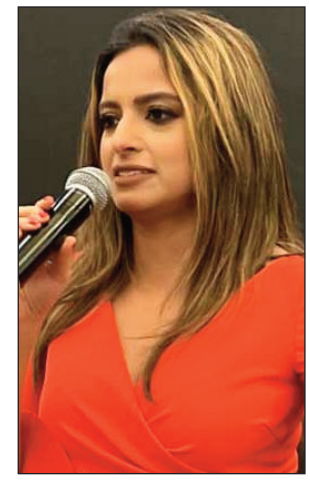
আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানসহ জনপ্রিয় সব দেশগান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী রিজিয়া পারভীন ও চন্দন চৌধুরী। আবৃত্তি করেন অভিনয় শিল্পী ও আবৃত্তিকার টনি ডায়েস ও মোস্তফা কামাল। নৃত্য পরিবেশন করেন প্রিয়া ডায়েস।

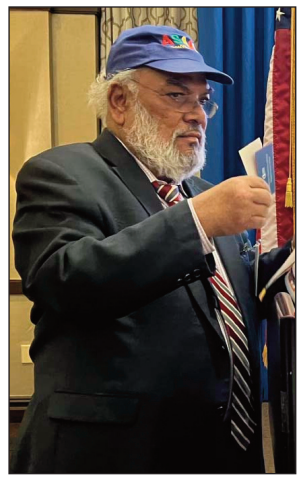
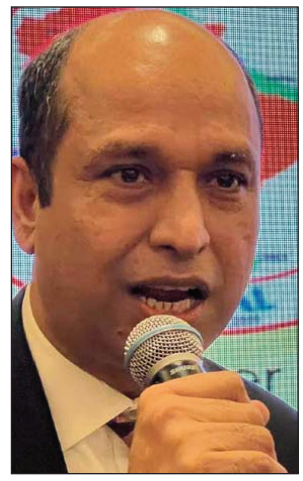
অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক দেশবাংলা সম্পাদক ডা. চৌধুরী সার-ওয়ার হাসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম সহ নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।


















# নিউইয়র্কের নিরাপত্তায় কোন ছাড় নয়

(শেষের পাতার পর)

পরিনত হয় । খবর ইউএনএ'র ।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস ও ইউএস কংগ্রেসে মাইনরোটি লীডার কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরিস । ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রাখেন ইউএস সিনেটের লীডার সিনেটর চাক শুমার । এতে চাক শুমার বলেন, আমি সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিকে ভালোবাসি । কারণ এই কমিউনিটি পরিশ্রমী এবং অগ্রসরম্যান । তার নিজের ও আমেরিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে ।

কনভেনশনে মেয়র এডামস তাঁর বক্তৃতায় সিটির নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন এজন্য কোন ছাড় নয় । তিনি বলেন, আমরা চ্যালেঞ্জিং সময় অতিবাহিত করছি । সম্মিলিতভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে । তিনি বলেন, সিটি হলে আমি আমার জব করছি, আপনারা সকলেই আপনাদের জব যথাযথভাবে পালন করুন । আপনারা যেমন একটি পরিবারের প্রধান, আমিও এই সিটির প্রধান । তাই সিটিবাসীর কল্যাণে যা করার তাই করবো । এজন্য সকলের সহযোগিতা চাই । আমাদের মনে রাখতে হবে হেইট ক্রাইম বন্ধ সহ 'সিটির নিরাপত্তা' আমাদের প্রথম গোল । এব্যাপারে অভমি কোন আপোষ করবো না । তিনি অ্যাসাল-এর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং অ্যাসাল একটি ভালো সংগঠন বলে উল্লেখ করেন ।

মেয়রের বক্তব্যের পর অ্যাসাল চেয়ারম্যান মাফ মিসবা উদ্দিন তাঁকে অ্যাসাল-এর লগো সম্বলিত ক্যাপ উপহার দেন ।

কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফিরিস তার বক্তব্যের শুরুতে অ্যাসাল-এর কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন অ্যাসাল কমিউনিটির জন্য খুবই ভালো কাজ করছে । তিনি কনভেনশনে উপস্থিত ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে এশিয়ান কমিউনিটির ভালো বন্ধু হিসেবে উল্লেখ এবং তার কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন । হেকিম জাফরিস বলেন, আমি ইমিগ্রান্ট । আমার বাবাও ছিলেন সোস্যাল ওয়ার্কার । আমার জীবনের পথচলার সাথে অভিবাসীদের সাথে দারুন মিল রয়েছে । বলেন, আমিও একজন লেবারের ঘরে জন্ম নেয়া মানুষ । সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছি । প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমেরিকানদেও জন্য ভালো হেলথ কেয়ার ব্যবস্থার জন্য কাজ করছি । আর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নে ইউনিয়নগুলো ভালো ভূমিকা রাখছে ।

কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফিরিস বলেন, আমি আপনাদের সাথে আছি এবং থাকবো । আমার-আপনার লড়াই হচ্ছে ভালো কমিউনিটি, ভালো জীবনযাত্রা, সুশাসন, আইন শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র আর শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য ।

কনভেনশনে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেস ওমেন গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পোট্রোলার দিনাপোলি, নিউইয়র্ক সিটি কম্পোট্রোলার ব্রাড ল্যান্ডার, কুইন্সবরো প্রেসিডেন্ট ডনোভ্যান রিচার্ডস সস মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ।

কনভেনশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কনভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান মূলধারার রাজনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী । এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসালের ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ করিম চৌধুরী ও অ্যাসাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন । কনভেশনে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন ও জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ডস, বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জর্জিয়া ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান, ড. জয়নাল আবেদীন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদত হোসেন, লিয়াকত হুসেন আবু, শরাফত হোসেন বাবু, গোলাম ফারুক শাহীন, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ ।

কনভেনশনে 'লেজিলেটর অব দ্যা ইয়্যার' হিসেবে নিউইয়র্ক সিনেটর দিয়ানে স্যাভিনোকে সম্মাননা তুলে দেয়া হয় । এছাড়া অ্যাসেম্বলিম্যান মাইকেল জে কুসিককে সম্মাননা দেয়া হয় ।

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

## জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**

**অফিস : ৩৭-২৯**
**৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা**
**জ্যাকসন হাইটস**
**নিউইয়র্ক**



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**




**KAKATUA AGENCY**
Authorized e-file Provider
**কাকাতুয়া এজেন্সী**

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



**ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি**

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

# সুপার ফুড ডালিয়া কেন খাবেন?

(শেষের পাতার পর)

মতো রোগকে দূরে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং এটি ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ডালিয়ার উপকারিতা অনেক।

**স্বাস্থ্যগত উপকারিতা:** হজম ক্ষমতার সমস্যায় ডালিয়া খুবই উপকারী। কারণ ডালিয়া হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ডালিয়া খাওয়ার সাথে সাথে দেহের ভেতরে এমন কিছু উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা পেটের পাচক রস ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই যতই ঝাল মসলা খান না কেন পেটের হজমে কোনো সমস্যা হবে না। বদহজমের সমস্যাও অনেক কমে যাবে আর গ্যাস অম্বলের মতো সমস্যাও থাকবে না। যারা নিয়মিত অনুশীলন করেন তাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় ডালিয়া রাখতে হবে। কারণ ডালিয়ার মধ্যে থাকা প্রোটিন পেশীর কোষ গঠনে সাহায্য করে। ফলে দ্রুত শারীরিক কাঠামো সুন্দর হবে আর খুব সহজেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবেন। অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে সকালের খাবারে ডালিয়া রাখতে পারেন। ডালিয়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এটি অনেক সময় ধরে পেট ভরা রাখতেও সাহায্য করে। যার ফলে বারবার ক্ষুধা লাগার পরিমাণ কমে যায়। কম খাওয়ার কারণে ওজনও কমানো সহজ হবে।

সকালে ডালিয়া খেলে শরীরের ক্যালোরির অভাব দূর হয়ে যায়। তাই প্রোটিন বা ক্যালোরির ঘাটতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। শুধু ক্যালোরিই নয়, পুষ্টির ঘাটতি দূর করতেও সাহায্য করে ডালিয়া। শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন তার অনেকই ডালিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। তাই ডালিয়া খেয়ে খুবই কম খরচে পুষ্টি ঘাটতি দূর করতে পারেন। এতে পুষ্টির অভাবে হওয়া নানা রোগ ব্যাধিও অনেক হ্রাস পায়। তাই নিয়মিত ডালিয়া খেয়ে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। ডায়াবেটিসের মতো রোগের ক্ষেত্রেও ডালিয়া খুবই উপকারী। ডালিয়া খাওয়ার সাথে সাথে রক্তে শর্করার মাত্রা কমতে শুরু করে। তাই সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। গাইসেমিক ইনডেক্সে ডালিয়ার অবস্থান একেবারেই নিচের দিকে। তাই এ খাবার খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের কোনো ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে না। নিয়মিত ডালিয়া খেয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। ক্যান্সার প্রতিরোধেও সাহায্য করে এই ডালিয়া। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ডালিয়াতে বিদ্যমান ফাইবার ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এই ধরনের ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচার জন্য নারীদের ডালিয়া খাওয়া খুবই প্রয়োজন। ডালিয়াতে রয়েছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফাইবার, যা শরীরে প্রবেশ করে পাচক রস ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই এক দিকে যেমন বদহজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আর অন্য দিকে নানা পেটের রোগের সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন। সকালে বা দুপুরের খাবারের সাথে কিছু ডালিয়া রাখতে পারেন।

প্রতিদিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই শক্তির পরিমাণ বাড়াতেও ডালিয়া সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন সকালে ডালিয়া খেতে হবে। তবে শরীরে অনেক শক্তি সঞ্চিত হবে। কারণ ডালিয়াতে রয়েছে অনেক ধরনের ভিটামিন ও উপকারী উপাদান। যা দেহের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। ডালিয়া হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করে। কারণ এ খাবারে রয়েছে একাধিক উপকারী উপাদান, যা একদিকে যেমন শরীর থেকে খারাপ কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমিয়ে দেয় অন্য দিকে রক্তচাপও স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে

# বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)


Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661



এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com







# ইতালীতে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

**ইতালী:** যথাযোগ্য মর্যাদায় ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। ইতালী, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হয় দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে যেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রবাসী বাংলাদেশী ও দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রেরিত বাণী পাঠ এবং 'স্বাধীনতা শব্দটি কি করে আমাদের হলো' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।

দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু এবং সকল শহীদের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধু ও শহীদদের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্বই ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল চালিকা শক্তি। তিনি আরো বলেন যে, বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের জন্য বিশ্ব পরিমন্ডলে 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়, অর্থনৈতিক সামাজিক সূচকের সম্মানজনক অবস্থানের কারণে আমরা সবাই গর্ববোধ করি। মহান বিজয় দিবসের এই আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি ইতালী প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঐক্যবদ্ধ সহাবস্থানের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের সেবা কার্যক্রমের মান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন। বর্তমান সরকারের প্রবাসী-বান্ধব নীতির বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি উন্নত সেবা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে দূতাবাস কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতি আলোকপাত করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের বিদেহী আত্মার প্রতি মাগফিরাত কামনা করে এবং দেশের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

জনাব আসিফ আনাম সিদ্দিকী, প্রথম সচিব (শ্রম কল্যাণ) এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, ইতালী আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মীগণ, প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

## নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের

(শেষের পাতার পর)

সভাপতি অ্যাডভোকেট রুবাইয়া রহমানের স্বামী।

উল্লেখিত ঘটনার ব্যাপারে তিনি স্থানীয় পুলিশ প্রিসিঙ্কটে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করছে, তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ফাহিম রহমানের পরিবার মিডিয়াকে জানায়, গত ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে এলাকায় হাঁটতে বেরিয়ে ছিলেন তিনি। জ্যামাইকা টমাস এডিসন হাইস্কুলের সামনে কয়েকজন অজ্ঞাত যুবক তার পথরোধ করে। এরপর তারা তাকে বেদম মারধর করে সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ও গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেয়। ঘটনাটি হেইট ক্রাইম নয়। যারা হামলা করেছে তাদের বয়স ১৭ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে আহতের পরিবার।

## প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি উন্মোচন করলেন দীপিকা

(শেষের পাতার পর)

অধিনায়ক ইকার ক্যাসিয়াসের সঙ্গে ট্রফি উন্মোচন করেন দীপিকা। আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্সের মহাযুদ্ধের দামামা ইতিমধ্যেই বেজে গেছে। গোটা পৃথিবীর নজর এখন কাতারের লুসেল স্টেডিয়ামের দিকে। ফাইনাল শুরুর আগে আনা হয় বিশ্বকাপের ট্রফি।

১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের পর আরো একবার বিশ্বকাপ জয় করতে পারবে কী আর্জেন্টিনা? নাকি ২০১৮ সালের বিজয়ী দল ফ্রান্স আরো একবার কাপ দেশে নিয়ে যাবে? সকলেই এখন মাঠের দিকে তাকিয়ে। বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের ২৩ মিনিটে এক গোল ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। ৩৬ মিনিটে আরো একটি গোল করেন অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া।

ফিফা বিশ্বকাপের এই ট্রফির ওজন হয় ৬.১৭৫ কেজি। এটি ১৮ ক্যারেটের সোনা এবং ম্যালাশিট দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই ট্রফি খুব কমসংখ্যক মানুষেরই ধরার অধিকার রয়েছে। যার মধ্যে হয় প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়করা ধরতে পারেন। আসল ট্রফি ফিফার অধীনেই থাকবে, যে দল বিশ্বকাপ জেতে তাদের সাময়িকভাবে সেই ট্রফি দেওয়া হয়ে থাকে।

একটি রেপ্লিকা ট্রফি সেই দলকে দেওয়া হয় যা গোল্ড প্লেটেড হয়ে থাকে এবং সেখানে সাল লেখা থাকে, সঙ্গে কোন দেশে সেই বছরের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা লেখা থাকে। আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা, তারপর বোঝা যাবে কোন দেশে এ বছর বিশ্বকাপের ট্রফি যাচ্ছে।

## শতাধিক নেতাকর্মীকে সাধারণ ক্ষমা করলো আ. লীগ

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ। শনিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাস-ভবন গণভবনে অনুষ্ঠিত দলের জাতীয় কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এমন কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দলে এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ ওবায়দুল কাদের বলেন, 'যারা দলের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছে তাদের মধ্যে শতাধিক নেতা ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেছেন। সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমা করেছেন। জাতীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমা করেছে। এর বাইরে কেউ থাকলে তারাও আবেদন করতে পারবে।'

জনাব ওবায়দুল কাদেরের উল্লেখিত বক্তব্য ও দলের সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করছে বলে দলের একাধিক নেতা-কর্মী জানিয়েছেন। সূত্র মতে, নেতৃত্বের কোন্দল, কাউন্সিল না হওয়া প্রভৃতি কারণে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে ইতিপূর্বে বহিষ্কার-পাল্টা বাহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ বহিষ্কারের শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রনেল, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক তরিকুল হায়দার চৌধুরী বহিষ্কারের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর নামও বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কারের তালিকায় ছিলো। এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল বলেন, আওয়ামী লীগ বড় দল। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অনেক সময় ভুল-বুঝাবুঝি হয়। আমারও ভুল করে থাকি। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে দলের নেতা-কর্মীদের কেন্দ্র যেভাবে বরণ করে নিলো তাতে দল দেশ ও প্রবাসে আরো শক্তিশালী হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি। কেননা, সামনে জাতীয় নির্বাচন। এখন সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। তিনি বলেন, আমি না বুঝেই ভুল করেছিলাম, পরবর্তীতে দু:খ প্রকাশ করে দলের কাছে আবেদন করেছি। আশ করছি এখন থেকে আর আমাদের মধ্যে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আর কোন ভুল-বুঝাবুঝি থাকবে না।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে অনেক আগেই কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছে।

ইরানে জনসম্মুখে নারীদের বাধ্যতামূলক হিজাব পরাসহ কঠোর পর্দা পালনের নিয়ম রয়েছে। এই বিধিগুলো তদারক করার জন্য রয়েছে দেশটির 'নৈতিকতা বিষয়ক' পুলিশ। এই পুলিশের একটি দল, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনিকে তেহরান থেকে আটক করে। আমিনি তার পরিবারের সঙ্গে তেহরানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। আটকের পর মাহসা আমিনি থানায় অসুস্' হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মাহসা আমিনির। এ ঘটনার প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় দেশজুড়ে। দেশটিতে এ পর্যন্ত সহিংসতায় প্রাণ গেছে কয়েকশ জনের। বিক্ষোভে অংশ নেন দেশটির তরুণ-তরুণীরা।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

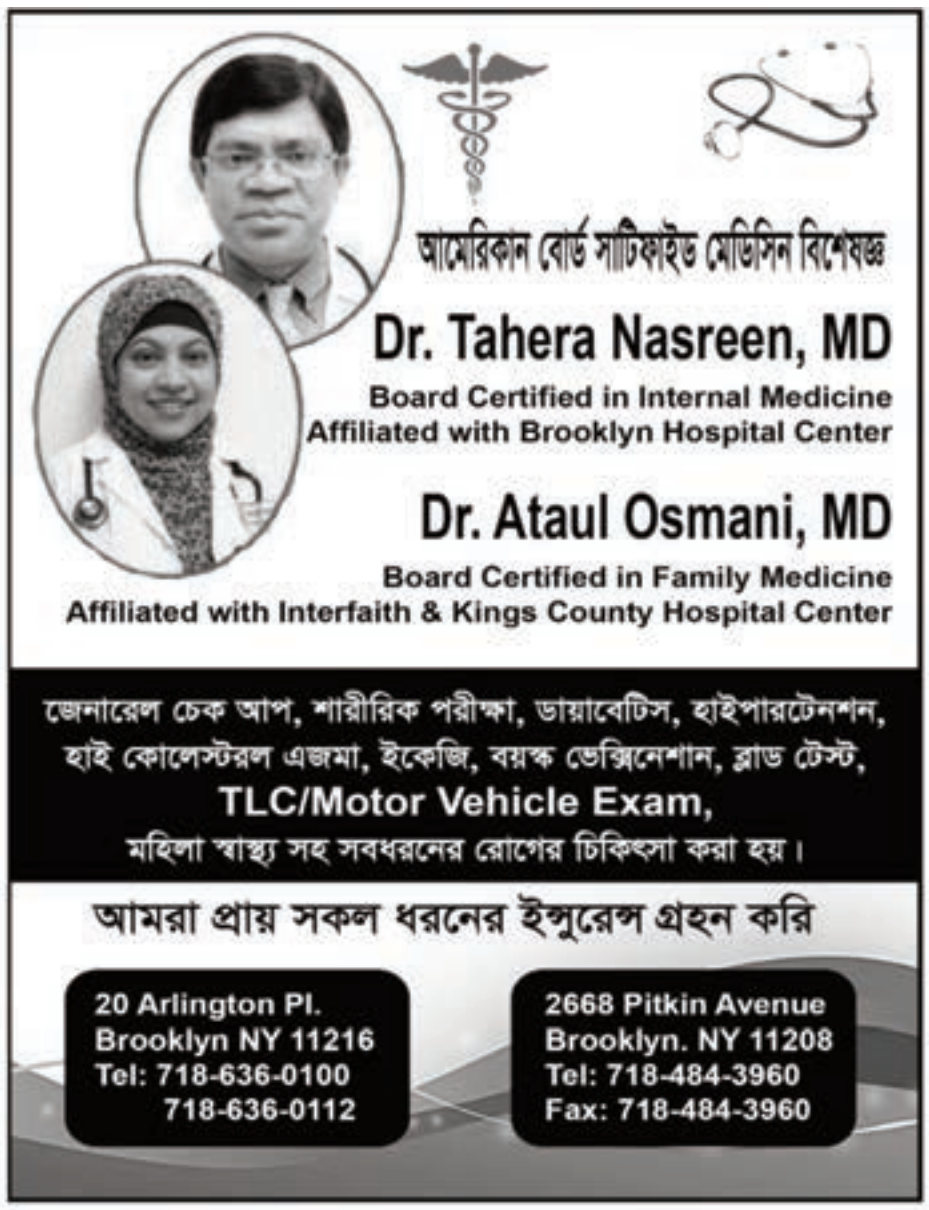
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

# বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

(শেষের পাতার পর

)মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এদিকে শিল্পকলা একাডেমী ইতিমধ্যেই বিজয় দিবস উদযাপনের পাশাপশি সংগঠনের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা করা হয়। বাংলাদেশ সোসাইটি, যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশ ইন্সটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) ছাড়াও প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ, নজরুল একাডেমী অব ইউএসএ, উৎসব গ্রুপ, বাংলাদেশী জ্যামাইকাবাসী বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করে।











# বাসা ভাড়া

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

## বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা)
ডি-১৯/২৬

## বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

## বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

# আবশ্যক

## মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

## বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
ডি-০৫/১২

## ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

## আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

## আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

## LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

## টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

## লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

## ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত ডিভোর্সি শিক্ষিত পাত্রের, নামাজি ভদ্র ৩৫+ উর্ধ্ব পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৭১৮-৩০০-৯৯০৮ (সরাসরি)। ডি-০৫/১২

## HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
**Tel: 718-200-0723**

## মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

**ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।**

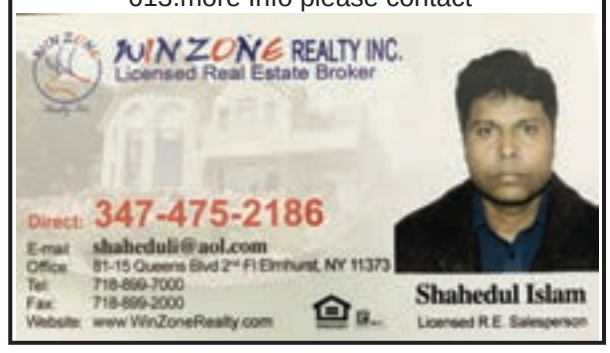
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

## পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
**যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪** সে-০৫/০৬

## One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact




## বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
**শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার**
**Bangladesh Center Inc**
**ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২**

## বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
**যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫**
সে-১২/১৯

## মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
**Bangla Bazar Jame Masjid**
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



**Quazi Moulana Abul Kashem Eahea**
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
**Marriage Registrar New York State**
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
**Tel: 347-208-9055**
Email:abuleahea@gmail.com

## সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

## পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
**Mobile Tel. No 646-591-4696**
**Res: 718-931-2509**
**e-mail: moondhs@gmail.com**

## MATRIMONIAL SERVICE

## কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
**KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR**
IMAM & KHATUB
**MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.**
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444






# নিউইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

এবারের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন টিভি ব্যক্তিত্ব ও কবি বেলাল বেগ। প্রতি বছরের মতো এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাবার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে এবার কেউ যেতে পারেননি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবি বেলাল বেগ বলেন, মানুষকে আকর্ষণ করার অসম্ভব এক ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ, যিনি ছিলেন একজন জাদুকর। তার লেখায়, তার ব্যক্তিত্বে, সর্বোপরি তার কাজে তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। তিনি বলেন, মানুষকে আকর্ষণ করার অসম্ভব এক ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, যিনি ছিলেন একজন জাদুকর। তার লেখায়, তার ব্যক্তিত্বে, সর্বোপরি তার কাজে তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, লেখক হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার এবং গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি সংলাপ প্রধান নতুন শৈলীর জনক। অন্য দিকে তিনি আধুনিক বাংলা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পথিকৃৎ। নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবেও তিনি সমাদৃত। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন শতাধিক। তার বেশ কিছু গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বেশ কিছু গ্রন্থ স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। মিসির আলি এবং হিমু তার সৃষ্ট অন্যতম দুটি জনপ্রিয় চরিত্র।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম। এ আয়োজনে নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যাঞ্জলি শিল্পী গোষ্ঠী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন- এস আই টুটুল এবং সেলিম চৌধুরী, প্রবাসের শিল্পী চন্দন চৌধুরী, সেলিম ইব্রাহীম প্রমুখ। সমবেত সংগীত পরিচালনায় ছিলেন- চন্দন চৌধুরী।

সম্মেলনে প্রবাসে বসবাসরত কবি ও লেখকদের প্রকাশিত বইসমূহ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ছিল চিত্রাঙ্কন, গানে গানে হুমায়ুন, মুক্ত আলোচনা: লেখকের ভাবনায় হুমায়ুন, হুমায়ুন সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বদেশ প্রেম, আবৃত্তি : আমার আছে জল, হুমায়ুন স্মৃতিচারণ, গল্পে গল্পে হুমায়ুন।

এদিকে সম্মেলনে গান গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক এসআই টুটুল। তিনি বলেন, 'জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ একদিন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে আমি কোনো জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি কিনা। উত্তরে আমি বলেছিলাম না। এরপর হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বললেন, তোমাকে আজ হুমায়ূন অ্যাওয়ার্ড দিলাম। এরপর জাতীয় পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু আমার কাছে হুমায়ূন অ্যাওয়ার্ডই সেরা। আমার কাছে তা অস্কারের চেয়েও মূল্যবান।'

অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদের লেখা বিভিন্ন গান এপিটাফ ক্ল্যাসিক্যাল ধারায় পরিবেশন করেন এসআই টুটুল। নিউইয়র্কের প্রখ্যাত সেতারবাদক মোরশেদ খান অপুর সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশনের ইচ্ছে ছিল তার দীর্ঘদিনের। তবে দেরিতে হলেও হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এসআই টুটুলের গানে সেতার বাজিয়ে সেই প্রত্যাশা পূরণ করেন মোরশেদ খান অপু, একথা উল্লেখ করেন এসআই টুটুল। অনুষ্ঠানে অপুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন এসআই টুটুল। এসময় তিনি প্রয়াত কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী সুবীর নন্দীকেও স্মরণ করেন। হুমায়ূন আহমেদের লেখা ও সুবীর নন্দীর গাওয়া 'ও আমার উড়াল পঙ্খীরে' গানটি দরদের সঙ্গে গেয়ে শোনান তিনি। দর্শকশ্রোতারা করতালির সঙ্গে গলাও মেলান। এসময় সেখানে তৈরি হয় ভিন্ন এক আবহ।

মঞ্চে এসআই টুটুল যত সময় গান গেয়েছেন তার চেয়ে বেশি স্মৃতিচারণ করেছেন হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। আর এসব স্মৃতিচারণে বার বার উঠে এসেছে অভিনেত্রী ও মডেল তানিয়া আহমেদ। কখনো 'সন্তানের মা' আবার কখনো 'আমার স্ত্রী' বলে তানিয়া আহমেদ সম্বোধন করেন এসআই টুটুল।

বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের সভাপতি মিশুক সেলিমকে আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট ছড়াকার মনজুর কাদেরকে সদস্য সচিব করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তত্ত্বাবধানে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে হিমুময় হয়ে উঠেছিল পিএস-১৩১ স্কুল প্রাঙ্গণ।

উল্লেখ্য, এবারের হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কথা সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি কানাডা প্রবাসী ছড়াকার ও লেখক লুৎফর রহমান রিটন, লেখক ও প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম এবং আয়োজনের প্রধান সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ শাওন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আগেই বলা হয়েছে নানা কারণে এবারের পূর্বঘোষিত অতিথিরা কেউই উপস্থিত থাকতে পারছেন না।

# ২০২৩ সাল থেকে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' চালুর ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী ফুড প্রমোটের পাশাপাশি আমেরিকান সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে দেশীয় খবার তুলে ধরতে আমরা কাজ করে চলেছি। তিনি বলেন, আমেরিকায় কারী ইন্ডাষ্ট্রিকে আরো শক্তিশালী করতে রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করার পাশাপাশি ২০২৩ সাল থেকে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' চালুর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি। খলিল ফুড ফাউন্ডেশের উদ্যোগ ও আয়োজনে আগামী বছরের শেষের দিকে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে শেফ খলিলুর রহমানের ঘোষণা এই ঘোষণা দেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউটের বুধবার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস এন্ড এপ্রশিয়েশন ডিনার' শীর্ষক মতবিনিয় সভা পরিচালনা করেন সাংবাদিক শামীম আল মামুন। এতে শেফ খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি তার বক্তব্যে খলিল বিরিয়ানীর প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তার জন্য মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং এজন্য সকল মিডিয়া এবং সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, গতানুগতিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান নয়, যোগ্যদের যোগ্য সম্মান জানাতেই এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আর এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কোন পৃষ্ঠপোষকের



মানসম্মত অনুষ্ঠান' করতে পারলে করবো, না হলে করবো না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, আসলে সব দেশেরই নিজস্ব খাবার রয়েছে। আকার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেক খাবার কমন খাবার হিসেবে বিভিন্নভাবে ভোজনরশিকদের কাছে জনপ্রিয়। যেমন- বিরিয়ানী প্রথম ভারতে তৈরী হয় মোগল আমলে। পরবর্তীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই বিরিয়ানী





উপর নির্ভর করা হবে না, খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এর সকল ব্যয় বহন করবে। তবে কোন স্পন্সর পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের কারি শিল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অ্যাওয়ার্ড। সেখানে সবাই মিলে এই অ্যাওয়ার্ড সেরেমোনিতে অংশ নেন। সবার শ্রম আর অংশগ্রহণের ফলে এটি এমন নাম করেছে। তাই আমরাও যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরাও 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান সফল ও জনপ্রিয় করতে পারবো। আর এমন অনুষ্ঠান এই কারি শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনী যারা এই ব্যবসায় জড়িত তারা কাজের স্বীকৃতি পেলে আরো উৎসাহিত হবেন। তিনি বলেন, সবাইকে নিয়েই 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল থাকবে। যেখানে আমার বা স্পন্সরদের কোন প্রাধান্য থাকবে না বা কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'সেই রকম নিজস্বভাবে তৈরী হচ্ছে। তাই সকল খাবার মিলেই কারি শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। তবে আমার খাবার আইটেমে বাংলাদেশী খাবারের ফ্লেবার রাখার চেষ্টা করবো এবং 'বাংলাদেশী ফুড' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করতে চাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা খলিল ফুড বা আমাদের সার্ভিসের সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং এসব সমালোচনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও বিবেচনা করে খাবার ও সেবার মান ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে খলিল ফুডস'র মান বজায় রাখা হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, ভালো খাবারের দাম একটু বেশী হবে। আমরা ভালো খাবারের ব্যাপারে কোন আপোষ করি না বলেই হয়তো আমাদের খাবারের দাম অনেকের কাছে বেশী মনে হয়।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, 'খলিল ফুড ফাউন্ডেশন' একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি সেবায় কাজ করবে।

# সুপরিকল্পিত হত্যা : যুক্তরাষ্ট্রে

(শেষের পাতার পর)

দেশের ফেরার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি এক সফরে স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে নিগৃহীত সাংবাদিক ড. কনক সরওয়ার এর কাছে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর মৃত্যু রহস্য বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। যে সাক্ষাতকারে 'এরশাদ সাহেবকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে' মর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সাক্ষাৎকারটি গত ৮ অক্টোবর ২০২২ একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত হয়।

ইউটিউবে প্রচারিত হবার পর বাংলাদেশ থেকে মরহুম এরশাদ এর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কয়েকজন নেতা বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাকে নিরাপত্তার কথা বিবেচনাধীন রাখতে বলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সাবেক মেজর জেনারেল যিনি একসময় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এর সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি তাকে জানান আপনি বাংলাদেশে ফিরলেই আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর মৃত্যু রহস্য বিষয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করায় ডিজিএফআই সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আজ্ঞাবহ বাহিনীকে নির্দেশনা প্রদান করে রেখেছে। তিনি দেশে পদার্পণ করা মাত্রই গ্রেফতার করা হবে এমন তথ্য জানান। এমতাবস্থায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর একান্ত সচিব মোঃ মনজুরুল ইসলাম ও তার পরিবার দেশে ফেরার বিষয়ে শঙ্কিত। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট তার নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন এবং অধিকতর আন্তর্জাতিক তদন্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



# 'মরক্কো একদিন

(শেষের পাতার পর)

ইতিহাস। সেখানে ফ্রান্সের কাছে হেরে তাদের যাত্রা থামে। চতুর্থ হয়ে আসর শেষ করার পর দলটির কোচ ওয়ালিদ রেগরাগি বললেন, তার লক্ষ্য মরক্কো একদিন বিশ্বকাপ জিতবে।

৪৭ বছর বয়সী রেগরাগি বলেন, 'আমরা ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে দুবার খেলেছি, যারা বিশ্বের সেরা তিন দলের একটি। আমরা স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও কানাডার বিপক্ষে খেলেছি, এটি চমৎকার। আমরা আমাদের ভক্তদের আনন্দ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা এখনও খুশি, আমরা বিশ্বের সেরা চারটি দলের মধ্যে আছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একদিন বিশ্বকাপ জিতব। মরক্কো দেখিয়েছে যে, আমরা এই দলগুলোর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে পারি। আমরা সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ছেলেরা শেষ অবধি লড়াই করেছে, লড়াকু মানসিকতা দেখিয়েছে। এটাই ফুটবল, কিছু দেশ আমাদের চেয়ে শক্তিশালী। সেমিতে ফ্রান্স ছিল, আজ (গতকাল) ছিল ক্রোয়েশিয়া, তবে তারা সামান্য শক্তিশালী ছিল।'



# বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে মহান বিজয় দিবস উদযাপন





**নিউইয়র্ক:** বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার যথাযথ মর্যাদায় ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদ, ৭১-এর সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কথা। তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শ ও দর্শন এবং স্বাধীনতার ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরার জন্য সকলকে আহবান জানান। উন্মুক্ত আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসানের পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সান্ধ্যকালীন দ্বিতীয় পর্বে বিদেশী অতিথিদের অংশগ্রহণে কনস্যুলেটে একটি রিসিপশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মাত্রা ও গভীরতার উপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, উপ প্রতিনিধি ড. এম মনোয়ার হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিশনার দিলিপ চৌহানসহ বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও কূটনীতিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটির শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।






বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

# ফাইনালের আগে জেলেনস্কির যে অনুরোধে সাড়া দেয়নি ফিফা

ঢাকা ডেস্ক, ১৮ ডিসেম্বর : কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে বৈশ্বিক শান্তির বিষয়ে ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কিন্তু তার সেই অনুরোধে সাড়া দেয়নি ফিফা। সূত্রের বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, এ বিষয়ে ফিফা ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনা এখনও চলছে। সূত্র বলেছে, কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে জেলেনস্কির ভাষণ প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছিল ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের দপ্তর। কিন্তু ফিফা সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় অবাক হয়েছে তারা। ইউক্রেনীয় সূত্রটি সিএনএন'কে বলেছে, আমরা ভেবেছিলাম ফিফা তার প্ল্যাটফর্মকে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে চায়। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেছেন, বিশ্বকাপ থেকে রাজনৈতিক বার্তা দূরে রাখা হচ্ছে, যেন ফুটবলপ্রেমীরা 'একটু আনন্দ ও খুশির মুহূর্ত' উপভোগ করতে পারেন। তিনি বলেন, এটি নিষিদ্ধ করার বিষয় নয়। এটি নিয়মকানুনকে সম্মান করার বিষয়।



বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক, প্রবাসের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ডা. শাহানাজ আলম লিপির শুভ জন্ম দিন গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ শিল্পীর নিজ বাসায় পালন করা হয়। এতে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক এবং টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের ও টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু সহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। ডা. শাহ আলম ও ডা. শাহনাজ আলম লিপি অতিথিদের স্বাগত জানান।













মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি


646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৪৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত





### উৎসব গ্রুপের নতুন উদ্যোগ

# দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের মা-বাবার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা 'উৎসব হেলথ কেয়ার'র যাত্রা শুরু

**বিশেষ প্রতিনিধিঃ** বাংলাদেশের স্বনামধন্য ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপ 'উৎসব হেলথ কেয়ার' নামে এক অভিনব স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছে। যার মাধ্যমে প্রবাসে বসেও দেশে থাকা মা-বাবাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে। গত ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে কুইন্সের জয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই উদ্যোগটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এতে উৎসব গ্রুপের চেয়ারম্যান রায়হান জামান এবং 'উৎসব হেলথ কেয়ার'র সহ প্রতিষ্ঠাতা ডা. বি এম আতিকুজ্জামান এবং আরিফ ইউসুফ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ঢাকা থেকে অনলাইনে যোগদান করেন 'উৎসব হেলথ কেয়ার'র সহ প্রতিষ্ঠাতা মৃদুল চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম এবং অপারেশনস ডিরেক্টর ডা. নসরাত আফসানা।

সংবাদ সম্মেলনে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং বয়সজনিত রোগের প্রতিরোধ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল দু'টি সেবা 'প্যারেন্টস কেয়ার' এবং 'মেডিকেল সেকেন্ড ওপিনিয়ন' এর ওপর একটি প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উৎসব গ্রুপের চেয়ারম্যান রায়হান জামান তার বক্তব্যে বলেন, দেশে আমাদের মা-বাবার জন্য বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ নিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের মা-বাবাদের জন্যই তো এদেশে আমাদের সকল সফলতা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে দেশে অবস্থিত তাদের পিতা-মাতার সেবার মাঝে একটি মেলবন্ধন তৈরী করা।

প্রতিষ্ঠানের চিফ মেডিক্যাল এডভাইজার ডা. বি এম আতিকুজ্জামান বলেন, আমাদের লক্ষ্যই হলো আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা বাংলাদেশে আমাদের মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেয়া।

মৃদুল চৌধুরী বলেন, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে আমরা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ভীষণ গর্বিত।

সংবাদ সম্মেলনে উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল দু'টি সেবা প্যারেন্টস কেয়ার এবং মেডিকেল সেকেন্ড ওপিনিয়ন সম্পর্কে বলা হয়, প্যারেন্টস কেয়ার সেবাটি গ্রহণ করলে দেশে বাবা-মায়ের বাড়িতে ডাক্তার গিয়ে ভিজিট করবেন এবং সকল মেডিকেল তথ্য এবং আপডেট প্রবাসে অবস্থিত সন্তানকে অবগত করবেন। আর মেডিক্যাল সেকেন্ড ওপিনিয়ন সেবার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে।

উল্লেখ্য, উৎসব গ্রুপ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যারা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও ই- কমার্স জগতে তৈরী করেছে এক অনন্য সাফল্য। বর্তমানে ৪৫টি দেশে চলছে তাদের কার্যক্রম। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত তাদের হেড কোয়ার্টার ছাড়াও যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে তাদের কর্পোরেট অফিস রয়েছে।

# নিউইয়র্কে 'প্রথমবারের' মতো গাইবান্ধা মুক্ত দিবস উদযাপন

**বিশেষ প্রতিনিধিঃ** নিউইয়র্কে গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ 'গাইবান্ধা মুক্ত দিবস' উদযাপন ও 'গাইবান্ধা মুক্তির বারতা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছে। নিউইয়র্কে এই প্রথম কোন জেলার সংগঠন তাদের জেলার মুক্তির দিন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করলো।



গত ৭ ডিসেম্বর জুইশ সেন্টারের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সমবেত কণ্ঠে দেশের গান পরিবেশনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে দেশের গানে অংশ নেন রেজা রহমান, মুক্তি সরকার, মাহফুজ তুহিন, দিলীপ প্রমুখ। তবলায় সঙ্গত করেন তপন মোদক। এরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অতিথিগণকে পাশে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধার স্মৃতি নিয়ে লেখা সংকলনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

গাইবান্ধা সোসাইটির সভাপতি শাহজাহান সর্দারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নতুন প্রজন্মের সুবর্ণ রহমান, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার্ন্স-ইউএসএর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র ইনকের কমান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক লাবলু আনসার, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির প্রতিনিধি ফার্স্ট সেক্রেটারী নূর এলাহি মিনা, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, কন্সাল জেনারেলের প্রতিনিধি আসিফ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, হোস্ট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান এবং ৭ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবস উদযাপন কমিটি'র আহবায়ক আব্দুল আওয়াল দুলাল।

অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের এই অগগতি থামিয়ে দিতে কোনো কোনো মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পিছিয়ে যাবে সবকিছু। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও সুধীজন গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব সহ অন্যান্যরা গান পরিবেশন করেন।






TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086


# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika


MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA





মনজুরুল ইসলামের অভিযোগ

## এরসাদকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা হত্যা করা হয়েছে

**নিউইয়র্ক:** জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর একান্ত সচিব মোঃ মনজুরুল ইসলাম এর যুক্তরাষ্ট্র সফর দেশে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

অনুপ ড্যান্স একাডেমীর বিজয় দিবস উদযাপন ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে।

ইংরেজী নববর্ষ-২০২৩ উপলক্ষ্যে 'নিউ ইয়ার্স ইভ ডিনার এন্ড ড্যান্স পার্টি' ৩১ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হল।

সাঈদ তারেকের কলাম

## পরের টেকনিক কি! এখন চলছে পোস্ট মর্টেম



কে হারলো কে জিতলো, কার লাভ কার লছ হলো! রাজনীতি যতটুকু বুঝি বা আন্দোলন সংগ্রাম যতটুকু দেখেছি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি




এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

অ্যাসালের কনভেনশনে সিটি মেয়র অ্যারিক অ্যাডামস

# নিউইয়র্কের নিরাপত্তায় কোন ছাড় নয়



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটি তথা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির আরো যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হলো** অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসালের ১৫তম বার্ষিক কনভেনশন। এবারের কনভেশনে মূলধারার উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্য করার মতো। কনভেনশনে বক্তারা বলেছেন, সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সমৃদ্ধ হবে। তাই মূলধারার রাজনীতি যারা যতবেশী সম্পৃক্ত হবেন, তা ততই অগ্রগামী থাকবেন। কনভেনশনে সাউথ এশিয়ান অগ্রসরমান কমিউনিটিকে মূল ধারায় আরো বেশী সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গত শনিবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের শেরাটন লাগোরডিয়া ইষ্ট হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অ্যাসালের ১৫তম কনভেনশন বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মিলন মেলায় (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

## নিউইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** নানা সমালোচনা মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চম হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। গত ১১ ডিসেম্বর রোববার সিটির জ্যামাইকার ১৩১ পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রবাসের বিনোদন প্রতিষ্ঠান শো টাইম মিউজিক। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## নিউইয়র্কে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** প্রবাসী বাংলাদেশীরা যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে দিবসের প্রথম প্রহরে স্থানীয় সময় (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

'বিজয়ের বায়ান্ন' অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

# প্রতিটি বাংলাদেশীর শ্লোগান হোক 'জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ'



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টর কমান্ডের আওতায় গঠিত মাউন্টেইন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন ও গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার দাবির সঙ্গে এবার উচ্চারণ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে শেফ খলিলুর রহমান

## ২০২৩ সাল থেকে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' চালুর ঘোষণা

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্টশিয়াল লাইভ টাইম অ্যাওয়ার্ড' এবং লন্ডনের 'বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' লাভকারী নিউইয়র্কের বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানী হাউজ-এর প্রধান শেফ ও সিইও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেছেন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের হামলায় বাংলাদেশী আহত

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় দুর্বৃত্তের হামলায় এক বাংলাদেশী আহত হয়েছেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা তার গাড়ির চাবি ও মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। আহত ফাহিম রহমান (৬০) নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরামের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

# বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** বর্ণাঢ্য আয়োজন নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উদযাপিত হলো বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। একাত্তরের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও বিশেষ দোয়া, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মসূচী ছিলো এসব অনুষ্ঠানে। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



## ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করুন

জাফর আহমাদ

রাসুলুল্লাহ সা: এর জীবনে তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে যত মানুষ ঈমান এনেছেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্যের আবেদন ছিল অত্যন্ত প্রবল ও প্রখর। ফলে তাঁর চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে ঈমান আনয়নের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

## খেলার খবর

## 'মরক্কো একদিন বিশ্বকাপ জিতবে'

**স্পোর্টস ডেস্ক:** কাতার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্মেন্স দেখিয়ে চমকে দিয়েছে মরক্কো। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে সেমিফাইনালে উঠে গড়েছে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## হেলথ টিপস

## সুপার ফুড ডালিয়া কেন খাবেন?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ডালিয়া হলো সুপার ফুডের মধ্যে অন্যতম। তবে ডালিয়ার গুণ সম্পর্কে অনেকেরই অজানা। গম থেকে প্রস্তুত ডালিয়াতে রয়েছে ডায়েটারি ফাইবার, যা কনস্টিপেশনের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

## বিনোদন

## প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি উন্মোচন করলেন দীপিকা

স্পোর্টস ডেস্ক: রোববার কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে স্পেন দলের সাবেক গোলরক্ষক- (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন




জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com